ব্যবহারিক নির্দেশিকা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
BLAST
BLUE LAW INTERNATIONAL

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

ব্যবহারিক নির্দেশিকা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ : ব্যবহারিক নির্দেশিকা

সম্পাদনায় **সারা হোসেন**, অনারারি নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট
মোঃ রেজাউল করিম সিদ্দিকী, রিসার্চ ফেলো, ব্লাস্ট
হেজি স্মিথ, এস্ক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল
খোন্দকার শাহরিয়ার শাকির, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

সম্পাদনা সহযোগী **অ্যাডভোকেট আল আমিন**, গবেষণা সহকারী, ব্লাস্ট
মোঃ ফিরোজ উদ্দিন, গবেষণা সহকারী, ব্লাস্ট

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ **লার্নিং, এনহ্যান্সমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টনার (এলইএডি পার্টনার)**
৮১/ডি, কাকরাইল (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০। ই-মেইল : LEaDPartner@shirazee.net

মুদ্রণ
প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, ২০১৮

প্রকাশক **বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)**
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোন : +৮৮ (০২) ৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ওয়েব সাইট : www.blast.org.bd
ই-মেইল: mail@blast.org.bd
ফেসবুক : www.facebook.com/BLASTBangladesh

ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল
১৩০০ আই স্ট্রীট বায়ুকোন, এনডব্লিউ, স্যুট ৪০০ই, ওয়াশিংটন, ডিসি ২০০০৫।
টেলিফোন : +১ (৪৩৪) ৫২৯-৮৫২৪
ওয়েব সাইট : www.bluelawinternational.com
ই-মেইল : admin@bluelawinternational.com
ISBN : 978-984-34-5005-0

গ্রন্থস্বত্ব ব্লাস্ট ও ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল

ডিসক্লেইমার

এই নির্দেশিকা প্রস্তুত হয়েছে আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড)-এর সহায়তায়। ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (এনসিডিডব্লিউ) এবং জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও) ইউএসএইড-এর "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (২০১৭-২০২০)" (Expanding Participation of People with Disability Program (2017-2020) প্রকল্পটির জন্য এ নির্দেশিকা তৈরি করেছে। এর সকল বক্তব্যের দায়িত্ব ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল, ব্লাস্ট, এনসিডিডব্লিউ এবং এনজিডিও'র এবং তা ইউএসএইড অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামতকে প্রতিফলিত নাও করতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

ব্যবহারিক নির্দেশিকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ (ইউএনসিআরপিডি)-এর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়ন হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে আইনটি তৈরি করায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও অধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা সন্নিবেশ করায় আইনটি গণমুখী হয়েছে। কিছু অস্পষ্টতা ও দুর্বলতা থাকলেও এ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হলে এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি। এই আইনটি প্রণয়নের জন্য আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার, মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত আইনজীবী, ডিপিওসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

আইনটি প্রণীত হবার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত হতে চলছে। বিভিন্ন বাধার কারণে এই দীর্ঘ সময়েও আইনটির বাস্তবায়ন প্রত্যাশিত মাত্রায় দৃশ্যমান হয়নি। প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা কল্যাণমূলক হওয়ায় আইনজীবী, বিচারক, প্রশাসনসহ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অভিপ্রায় অনুযায়ী কর্তব্য পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় বাধা। এ কারণে আইনটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধারণা প্রদান এবং এর প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি তাত্ত্বিক আলোচনা, প্রচলিত অনুশীলন ও উদাহরণের মাধ্যমে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে এই "ব্যবহারিক নির্দেশিকা" প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

এ নির্দেশিকা তৈরির ক্ষেত্রে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য আমরা প্রথমেই বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এবং ব্লাস্টের প্রধান আইন উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। তিনি তার দীর্ঘ বিচারিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার আলোকে সুচিন্তিত আইনী মতামত এবং পরামর্শ প্রদান করে খসড়া প্রনণয়নকারী দলকে সহায়তা প্রদান না করলে এই নির্দেশিকা চূড়ান্ত করা সম্ভব হতো না।

আমরা ধন্যবাদ জানাই সে সকল আইনজীবীদের প্রতি, যারা খসড়া হ্যান্ডবুকটির ওপর বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে বাস্টের যে সকল কর্মীবৃন্দ উলেখযোগ্য তারা হলেন : অ্যাডভোকেট এস এম রেজাউল করিম (প্রকল্প পরিচালক ও আইন উপদেষ্টা); মাহবুবা আক্তার, (উপ-পরিচালক, এ্যাডভোকেসি ও কমিউনিকেশন); অ্যাডভোকেট মোঃ বরকত আলী (উপ-পরিচালক); অ্যাডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান (কনসালট্যান্ট); তাপসি রাবেয়া (সহ-পরিচালক); অ্যাডভোকেট রাশেদুল ইসলাম (প্রধান সমন্বয়কারী); আলমগীর হোসেন (কো-অর্ডিনেটর, পাবনা ইউনিট); শংকর মজুমদার (কো-অর্ডিনেটর, কুষ্টিয়া ইউনিট); মোঃ ইরফানুজ্জামান চৌধুরি (কো-অর্ডিনেটর, সিলেট ইউনিট); মোঃ খলিলুর রহমান (কো-অর্ডিনেটর, বরিশাল ইউনিট); খন্দকার আমিনা রহমান (কো-অর্ডিনেটর, টাঙ্গাইল ইউনিট); আবু তৈয়ব (প্যানেল আইনজীবী, ঢাকা ইউনিট); অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম (কনসালট্যান্ট)।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ সংগ্রহ এবং এই নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ গবেষক দলকে অবহিত করে এনজিডিও ও এনসিডিডব্লিউ-এর সহকর্মীগণ এ নির্দেশিকাটিকে বাস্তবধর্মী করেছেন, সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই নির্দেশিকার প্রাথমিক রূপরেখা প্রণয়ন ও খসড়া প্রণয়নে গবেষক দলকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করায় আমরা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খোন্দকার শাহরিয়ার শাকিরের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

নির্দেশিকায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের বানানের সঠিকতা পরীক্ষা করার জন্য জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান ভূঁইয়া (লাইব্রেরি ইনচার্জ, ব্লাস্ট) এবং ব্যবহৃত আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য অ্যাডভোকেট সোফিয়া হাসিন (অ্যাডভোকেসি অফিসার, ব্লাস্ট)-এর প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই অ্যাডভোকেট আল-আমিন (গবেষণা সহকারী, ব্লাস্ট) এবং মোঃ ফিরোজ উদ্দিন (গবেষণা সহকারী, ব্লাস্ট)-কে। তারা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় অনুবাদ করাসহ নানাভাবে মূল গবেষক ও লেখককে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান না করলে এই নির্দেশিকা যথাসময়ে প্রণয়ন করা সম্ভব হতো না।

সর্বোপরি নির্দেশিকাটি প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই মোস্তফা জামিল, উপ-পরিচালক, ব্লাস্ট, এবং শামসিন আহমেদ (ইন-কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল) কে।

হেজি স্মিথ, প্রকল্প কর্মকর্তা, ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনাল এই নির্দেশিকা প্রণয়নে বিভিন্নভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, তথ্যের বিশ্লেষণ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করে খসড়া প্রণয়নকারী দলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে বর্ণিত অধিকারগুলোকে সিআরপিডি'র আলোকে দেশি-বিদেশি উদাহরণ সহযোগে তিনি এই নির্দেশিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের খসড়া তৈরিতে সহায়তা প্রদান করেছেন। আমরা তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশে অর্থায়ন করায় দাতা সংস্থা ইউএসএইড এবং এই কাজের সমন্বয় সাধন করার জন্য ব্লু ল' ইন্টারন্যাশনালের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাই এই ম্যানুয়ালের একজন লেখক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ব্লাস্টের রিসার্চ ফেলো অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম সিদ্দিকীর প্রতি। সংস্থা ও প্রকল্পের প্রয়োজনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তিনি এই নির্দেশিকা প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও কাজটি সুসম্পন্ন করেন। এই নির্দেশিকার রূপরেখা তৈরি, প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ এবং অধ্যায়সমূহ লিখে ও বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে সেগুলোকে পরিমার্জিত করে তিনি বর্তমান রূপ প্রদান করেছেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের প্রতি গভীর মনোযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা এই নির্দেশিকাটি হাতে পেয়েছি। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নির্দেশিকাটি প্রণীত হওয়ায় এবং আইনটি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুব বেশি না থাকায় কিছু তথ্য ঘাটতি ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকলে তা ভবিষ্যতে পুনরায় প্রকাশের ক্ষেত্রে সেগুলো সংশোধন করা হবে।

আমরা আশা করছি এই নির্দেশিকাটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে।
ধন্যবাদান্তে-

সারা হোসেন
অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট
ও
অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট।

মুখবন্ধ

প্রতিবন্ধিতা মানববৈচিত্র্যের অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমান আইনী স্বীকৃতি রয়েছে। প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে ভিন্ন আচরণ বা বৈষম্যের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সমাজের এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে কেবলই করুণা, কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। পরিবারের সদস্য, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, এমনকি সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে একই নীতিতে দেখা হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ নানাবিধ অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আমাদের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধানে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন এবং মৌলিক মানবাধিকারসহ সব ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চয়তা থাকবে। সাংবিধানিকভাবে সমতার অধিকার থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অধিকারহীন অবস্থা ও বৈষম্যের যাঁতাকল থেকে ধীরে ধীরে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বাধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অরক্ষিত ও অবহেলিত শ্রেণিতে পরিণত করেছে। এই বিষয়গুলো প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকলের মাঝে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

এটা খুবই আশার কথা যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ বা ইউএনসিআরপিডি'র আলোকে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। ইতিমধ্যে এই আইনের বিধিমালাও তৈরি করা হয়েছে। এই আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অধিকারভিত্তিক কর্মকাণ্ড গ্রহণের নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। এখন এই আইন বাস্তবায়ন করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আইনটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা (এনজিডিও) এবং প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ (এনসিডিডব্লিউ) আইনটি কার্যকর করার লক্ষ্যে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩" আইনটিকে সহজবোধ্যভাবে সকল স্তরের মানুষ, বিশেষ করে ডিপিওস, অধিকারকর্মী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য "ব্যবহারিক নির্দেশিকা"টি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকাটি বাস্তবভিত্তিক তথ্যাদি এবং সহজ সাবলীল ভাষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইন এবং অধিকার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে একীভূত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

ব্লাস্ট মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সমাজের অনগ্রসর এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় আইনী সহায়তা প্রদান করে আসছে। বৈষম্যহীন, মর্যাদাপূর্ণ এবং সমঅধিকারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্লাস্টের

নিরলস প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। এই চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। বইটি সবার মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইন ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

নির্দেশিকাটি প্রণয়নের সাথে জড়িত সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং শুভকামনা রইল।

বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক
মুখ্য আইন উপদেষ্টা, ব্লাস্ট।

সূচিপত্র

শব্দ-সংক্ষেপ ১৪

মামলার তালিকা ১৬

পাঠকবৃন্দের জন্য নির্দেশনা ১৮

অধ্যায় পরিচিতি ১৯

প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা ২২

নির্দেশিকা প্রণয়নের পটভূমি ২২

নির্দেশিকার বিষয়বস্তু ২৩

প্রতিবন্ধী সেবা ও বিচারপ্রার্থীদের সাথে আচরণ পদ্ধতি ২৩

শোভন ও পরিত্যাজ্য শব্দাবলী ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় - প্রতিবন্ধিতা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা ২৬

তৃতীয় অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইনের অভ্যুদয় ৩০

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক আইনের ইতিহাস ৩০

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩১

প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিধিমালা, ২০০৮ ..... ৩১

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারভিত্তিক আইনের খসড়া প্রণয়ন ৩২

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ৩৩

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ইতিবাচক দিকসমূহ ৩৩

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি ও বাস্তবায়নের ঝুঁকিসমূহ ৩৪

চতুর্থ অধ্যায় - প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র ৩৭

প্রতিবন্ধিতা কী? ৩৭

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কে? ৩৭

প্রতিবন্ধিতার ধরন ৩৮

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা ৩৮

শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান ৩৮

প্রতিবন্ধিতার প্রমাণ ও চিকিৎসকের প্রত্যয়ন ৩৯

রেখা-চিত্রে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র লাভের ধাপসমূহ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩১ ও বিধিমালার বিধি-৪ অনুযায়ী) ৪০

পঞ্চম অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি ৪২

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি সমূহ ৪২

একনজরে কমিটিসমূহের তুলনামূলক চিত্র ৪৩

গঠন ৪৩

সভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৪৪
দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ৪৪
কমিটি ও আইনের বাস্তবায়ন ৪৬
কমিটিসমূহের বিদ্যমান অবস্থা ৪৭
কমিটিসমূহকে কার্যকর করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ ৪৭
কমিটিসমূহের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের জন্য করণীয় ৪৮
ষষ্ঠ অধ্যায় - ক্ষতিপূরণের আবেদন ও নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ ৫১
বৈষম্য কী? ৫১
জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ ৫১
রেখা-চিত্রে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন এবং বিধিমালা অনুযায়ী) ৫২
জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তি ৫৩
কোন পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে? ৫৩
কে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন? ৫৩
কার বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করতে পারবেন? ৫৩
কতদিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে? ৫৩
কোথায় আবেদন দাখিল করবেন? ৫৩
আবেদন দাখিলের পদ্ধতি কী? ৫৪
আবেদন গৃহীত না হলে কী করবেন? ৫৪
আবেদন যৌক্তিক সময়ে নিষ্পত্তি না হলে কী করবেন? ৫৪
অনুসন্ধান ৫৪
শুনানী ৫৫
জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আদেশ ৫৫
ক্ষতিপূরণের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য কমিটিকে অবহিতকরণ ৫৫
আবেদন নিষ্পত্তির কার্যধারায় উপ-কমিটির সহায়তা ৫৫
ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব অর্পণ ৫৬
জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে আপীল দাখিল ও নিষ্পত্তি ৫৬
কোথায় আপিল আবেদন দাখিল করতে হবে? ৫৬
কে আপিল দাখিল করতে পারবেন? ৫৬
কার বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন? ৫৬
কতদিনের মধ্যে আপীল দাখিল করতে হবে? ৫৬
আপিল শুনানী ৫৬
আপিল আদেশ ৫৭
আদেশের মান্যতা ৫৭
আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে কী করবেন? ৫৭

রায় বা আদেশ কার্যকরকরণ ৫৭
রেখা-চিত্রে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায় সমূহ (প্রচলিত আইন, প্র্যাকটিস ও ন্যায়বিচারের সাধারণ নীতি অনুযায়ী) ৫৮
সপ্তম অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ৬০
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কী? ৬০
এক নজরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬ ধারায় বর্ণিত অধিকারসমূহ ৬০
পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে থাকা এবং বিকশিত হওয়া [ধারা ১৬(১)(ক)] ৬৩
পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকার অধিকার ৬৩
বিকশিত হওয়ার অধিকার ৬৫
উদাহরণ-০১ : লালন-পালনে অসুবিধা হওয়ায় হত্যাকাণ্ডের শিকার প্রতিবন্ধী শিশু লাবিব ৬৫
সর্বক্ষেত্রে আইনী সমান স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা [ধারা ১৬(১)(খ)] ৬৬
সমান আইনী স্বীকৃতি ৬৭
উদাহরণ- ০২ : আদালতের নির্দেশে বন্ধ হল বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সুচিতার গর্ভপাত; সুরক্ষিত হল আইনী স্বীকৃতির অধিকার ৬৮
বিচারগম্যতার অধিকার ৬৯
উদাহরণ-০৩ : ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিয়ে-বেআইনী সালিশে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হল বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারী নাজিফা (ছদ্মনাম) ৭০
উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(গ)] ৭১
উদাহরণ-০৪ : প্রতিবন্ধিতার কারণে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হল শিরিন ৭২
স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ঘ)] ৭৩
উদাহরণ-০৫ : জামানকে (ছদ্মনাম) এটিএম কার্ড দিল না একটি বেসরকারি ব্যাংক ৭৪
মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন [ধারা ১৬(১)(ঙ)] ৭৫
উদাহরণ-০৬ : অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা ভুয়া ঠিকানা দিয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের ফেলে যায় পাবনা মানসিক হাসপাতালে ৭৭
প্রবেশগম্যতা [ধারা ১৬(১)(চ)] ৭৮
উদাহরণ-০৭ : গণস্থাপনায় প্রবেশগম্যতা নেই বলে সেবা থেকে বঞ্চিত হন সাইদুর ৭৯
উদাহরণ-০৮ : উচ্চ আদালতের নির্দেশে বিশেষ যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি পেলেন প্রতিবন্ধী নারী জারিন (ছদ্মনাম) ৮০
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ছ)] ৮১
উদাহরণ-০৯ : পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বঞ্চিত চায়না (ছদ্মনাম) ৮১
শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষার অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(জ)] ৮২
উদাহরণ-১০ কর্তৃপক্ষের সাথে লড়াই করে স্কুলে ভর্তি হল মর্জিনা (ছদ্মনাম) ৮৪
সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি [ধারা ১৬(১)(ঝ)] ৮৫

উদাহরণ-১১ : স্বপন চৌকিদারের মামলায় বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীরা..... ৮৭
উদাহরণ-১২ : একটি বেসরকারী ব্যাংক চাকুরি দিল না প্রতিবন্ধী নারী আয়নাবকে, দিলেন জেলা প্রশাসক ৮৮
কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির কর্মে নিয়োজিত থাকবার, অন্যথায়, যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি [ধারা ১৬(১)(ঞ)] ৮৯
উদাহরণ-১৩ : দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পা হারানো বিমলকে চাকুরীতে বহাল রাখল মোবাইল অপারেটর কোম্পানি ৯০
উদাহরণ-১৪ : ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দুর্ঘটনার শিকার কুনাল চাকুরীতে বহাল ৯১
নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ট)] ৯২
উদাহরণ-১৫ : ধর্ষণের শিকার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারীর মামলা নিতে পুলিশের অনীহা ৯৩
উদাহরণ-১৬ : বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ ও নিপীড়নের শিকার সাকিব (ছদ্মনাম) ৯৩
প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ঠ)] ৯৪
উদাহরণ-১৭ শ্রবণপ্রতিবন্ধী রাজিব বঞ্চিত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা থেকে ৯৫
উদাহরণ-১৮ : স্বাস্থ্য সেবায় শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে ইশারা ভাষার সুবিধা প্রদানের আদেশ দিল কানাডার সুপ্রিম কোর্ট ৯৬
শিক্ষা কর্মসংস্থানসহ প্রযোগ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ড)] ৯৭
উদাহরণ-১৯ : শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়াল পিএসসি ... ৯৮
উদাহরণ-২০ : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রহিমার আবেদনে শিথিল হল নিবন্ধনের বয়সসীমা ৯৯
শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুর্নবাসন সুবিধা প্রাপ্তি [ধারা ১৬(১)(ঢ)] ১০০
উদাহরণ-২১ : প্রতিবন্ধী নারীদের পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তির সুযোগ কম ১০১
মাতা-পিতা বা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে, যথাসম্ভব. নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন [ধারা ১৬(১)(ণ)] ১০১
উদাহরণ-২২ : সানজিমা'র আশ্রয় হল না কোন আশ্রয়কেন্দ্রে ১০৩
সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ত)] ১০৪
উদাহরণ-২৩ : সোয়াতের ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের অধিকার লঙ্ঘন করছে তার বিদ্যালয় ১০৫
শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারাভাষাকে প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ [ধারা ১৬(১)(থ)] ১০৫
উদাহরণ-২৪ : বিদ্যালয়ের বাধার কারণে ইশারাভাষা শেখা হল না শ্রবণপ্রতিবন্ধী রাজিবের (ছদ্মনাম) ১০৭
উদাহরণ-২৫ : সিডও কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত হল ফিলিপাইনের প্রতিবন্ধী নারীর বিচার প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা ১০৮
ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার [ধারা ১৬(১)(দ)] ১০৯
উদাহরণ-২৬ : সামাজিক গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে দায়িত্বহীনতা ১১০
স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা [ধারা ১৬(১)(ধ)] ১১১

উদাহরণ-২৭ : ডিপিও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বাধা ১১২
জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ন)] .. ১১২
উদাহরণ-২৮ : আইনজীবী সমিতিতে বাধাগ্রস্ত হল অ্যাড. শফির (ছদ্মনাম) ভোটাধিকার ১১৪
অষ্টম অধ্যায় - প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অপরাধ ও বিচার ১১৬
অপরাধ ও দণ্ড ১১৬
আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা সৃষ্টির চেষ্টা করা ১১৭
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতকরণ ১১৮
সম্পদ আত্মসাৎ ১১৯
যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার ১২১
অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হওয়া বা পরিচয়পত্র গ্রহণ ১২২
জালিয়াতের মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি ১২৩
কে মামলা করতে পারবেন? ১২৪
কোন আদালতের এখতিয়ারাধীন? ১২৪
আমলযোগ্যতা, আপোসযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা ১২৪
ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগযোগ্যতা ১২৪
অপরাধ সংঘটনে কোম্পানির দায় ১২৪
নবম অধ্যায় - ডিপিও ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ব্যবহারের ক্ষেত্র-পরিধি ১২৭
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে স্বীকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠায় ডিপিওসমূহ কী কী সেবা প্রদান করতে পারে? ১২৭
নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও নথি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন? ১২৭
ডিপিও'র কমিটি কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব প্রদান ১২৮
সেবা ও সহায়তা প্রদানের দিক-নির্দেশনা ১২৮
এক নজরে ডিপিও'র সেবা প্রদানের ধাপসমূহ ১২৮
সেবাপ্রার্থীর আবেদন গ্রহণ ও নিবন্ধন ১২৯
তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ ও আইনী তথ্য প্রদানের ফরম ১২৯
রেফারেল সেবা প্রদানের ফরম ১২৯
আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীর সম্মতি ১২৯
নথি (ফাইল) তৈরি ও সমন্বিত রেজিস্টার ১২৯
তথ্য অধিকার আইন ১২৯
উদাহরণ : তথ্য অধিকার আইনে তথ্য জেনে সরকারি চাকুরীতে কোটায় নিয়োগ পেলেন সুজন ঢালী ১৩০
মানবাধিকার কমিশন ১৩০
উদাহরণ: শারীরিক প্রতিবন্ধী আকবর আলী কেস ১৩১
উপসংহার ১৩২
পরিশিষ্ট ১৩৩
গ্রন্থপুঞ্জি (Bibliography) ১৩৩

সংযুক্তি ০১ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ এর বাংলা অনুবাদ ১৪২
সংযুক্তি ০২ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ..... ১৬৪
সংযুক্তি ০৩ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বিধিমালা, ২০১৫ ..... ১৮৫
সংযুক্তি ০৪ : জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল দায়ের করার নমুনা ফরম ১৯৯
সংযুক্তি ০৫ : প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের মাধ্যমে মামলা দায়েরের নমুনা সম্মতিপত্র ২০১
সংযুক্তি ০৬ : অভিযোগকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য এবং অভিযোগ (ডিপিও কর্তৃক) গ্রহণের নমুনা ফরম ২০৩
সংযুক্তি ০৭ : তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র ২০৫
সংযুক্তি ০৮: তথ্যপ্রাপ্তির আপীল আবেদন ২০৭
সংযুক্তি ০৯ : তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ফরম ২০৯
সংযুক্তি ১০ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের ফরম ২১২

শব্দ সংক্ষেপ

আ	আইসিসিপিআর	ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬)
	আইসিইএসসিআর	ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৯৬৬)
	আসক	আইন ও সালিশ কেন্দ্র
	আইডিএ	ইন্টারন্যাশনাল ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যালায়েন্স
	আরটিআই	রাইট টু ইনফরমেশন (তথ্য অধিকার)
	আইএলও	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)
ই	ইউডিএইচআর	ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস (মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮)
	ইউসিডি	আরবান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট
এ	এনএফওডব্লিউডি	ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশন্স ওয়ার্কিং উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস (জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম)
	এনএসআই	ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা)
	এসএসএফ	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী)
	এসবি	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (পুলিশের বিশেষ শাখা)
	এটিএম	অটোমেটেড ট্রেলার মেশিন
	এনসিডিডব্লিউ	ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ডিজঅ্যাবল্ড ওমেন (প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ)
	এডিডি	অ্যাকশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
	এনজিডিও	ন্যাশনাল গ্রাসরুটস ডিজঅ্যাবল্ড অর্গানাইজেশন্স (জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা)
	এইচপিওডি	হার্ভার্ড ল' স্কুল অন ডিজঅ্যাবিলিটি
	এনজিও	নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি সংস্থা)

জ	জেএসসি	জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট
ড	ডিপিও	ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশন (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন)
	ডিপিআই	ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস ইন্টারন্যাশনাল
	ডিজিএফআই	ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স
ন	ন্যাডপো	ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশন
প	পিএসসি	পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সরকারি কর্ম কমিশন)
	পিএনএসপি	প্রতিবন্ধী নাগরিকের সংগঠনসমূহের পরিষদ
	পিজিএ	প্রফেশনাল গল্‌ফ অ্যাসোসিয়েশন
ব	বিআরটিসি	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন
	বিপিকেএস	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি
	বিসিএস	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস
	ব্লাস্ট	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
র	র‍্যাব	র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
স	সিআরপিডি	কনভেনশন অন রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজঅ্যাবিলিটস (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ, ২০০৬)
	সিআরসি	কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড (শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯)
	সিডও	কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনেস্ট ওমেন (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯)
	সিআরপি	সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব প্যারালাইজ্‌ড
	সিআইডি	ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (অপরাধ তদন্ত বিভাগ)

মামলার তালিকা

No.	Case Name (Year Decided), Court, Ref. No., Reporter Ref. [if published] (Year) (Country, if unclear).	কেসের নাম (আদেশের বছর), কোর্ট রেফারেন্স নং, প্রতিবেদকের রেফারেন্স [যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে] (দেশ যদি অস্পষ্ট)।	পৃষ্ঠা নং
1.	BLAST and Others vs Bangladesh and Others, Writ Petition No. 5025/2015.	ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য, রিট পিটিশন নং.৫০২৫/২০১৫।	৩৩, ৪৭
2.	IACHR PM 440/16 Zaheer SEEPIRSAD Trinidad and Tobacco (2017).	আইএসিএইচআর পিএম ৪৪০/১৬ জাহীর সিপারসাড, ত্রিনিদাদ ও টোবাকো (২০১৭)।	৬৪
3.	Chinchilla Sandoval vs Guatemala (2016), Inter-American Court of Human Rights, No. 12.739, IACtHR (ser. C) No. 312.	ছিনছিলা সান্ডোভাল বনাম গুয়েতেমালা (২০১৬), ইন্টার - আমেরিক্যান মানবাধিকার আদালত, নং ১২.৭৩৯, IACtHR (ser. C) No. 312.	৬৪
4.	Ximenes Lopes vs Brazil (2006), Inter-American Court of Human Rights, No. 12.237, IACtHR (ser. C) No. 149.	জিমেন্স লোপেজ বনাম ব্রাজিল (২০০৬), ইন্টার-আমেরিকান মানবাধিকার আদালত, নং ১২.২৩৭, IACtHR (ser. C) No. 149.	৬৪
5.	Irene vs Argentina (2015), Inter-American Commission on Human Rights, No. 376/15, IACHR, PM 376/15.	ইরেন বনাম আর্জেন্টিনা, ইন্টার আমেরিকান মানবাধিকার কমিশন, নং ৩৭৬/১৫, IACHR PM 376/15.	৬৫
6.	H.M. vs Sweden (2012), CRPD Committee, No. 3/2011, U.N. Doc. CRPD/C/7 /D/3/2011.	এইচ.এম. বনাম সুইডেন (২০১২), সিআরপিডি কমিটি, নং ৩/২০১১, U.N. Doc. CRPD/ C/7/D/3/2011	৬৫
7.	X. vs Argentina (2014), CRPD Committee, No. 8/2012, U.N. Doc. CRPD/ C/11/D/8/2012.	এক্স. বনাম আর্জেন্টিনা (২০১৪), সিআরপিডি কমিটি, নং ৮/২০১২, U.N. Doc. CRPD/ C/11/D/8/2012	৬৫
8.	Gauer vs France (2011), European Court of Human Rights, No. 61521/08 [inadmissible].	গাওয়ার বনাম ফ্রান্স (২০১১), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ৬১৫২১/০৮ [অগ্রাহ্য]।	৬৮
9.	Pleso vs Hungary (2012), European Court of Human Rights, No. 41242/08, [2012] ECHR 176.	প্লেসো বনাম হাঙ্গেরী (২০১২), ইউরোপিয়ান মানবাধিকার আদালত, নং ৪১২৪২/০৮, [২০১২] ECHR 176	৬৮
10.	Bures vs Czech Republic (2012), European Court of Human Rights, No. 37679/08, [2012] ECHR 1819.	বুরেস বনাম চেক রিপাবলিক (২০১২), ইউরোপিয়ান মানবাধিকার আদালত, নং ৩৭৬৭৯/০৮, [২০১২] ECHR 1819.	৬৮
11.	Kedzior vs Poland (2012), European Court of Human Rights, No. 45026/07, [2012] ECHR 1809.	কেজিয়র বনাম পোল্যান্ড (২০১২), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ৪৫০২৬/০৭, [২০১২] ECHR 1809.	৬৮
12.	Kiss vs Hungary (2010), European Court of Human Rights, No. 38832/06, [2010] ECHR 692.	কিস বনাম হাঙ্গেরী (২০১০), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ৩৮৮৩২/ ০৬ [২০১০] ECHR 692.	৬৮

No.	Case Name (Year Decided), Court, Ref. No., Reporter Ref. [if published] (Year) (Country, if unclear).	কেসের নাম (আদেশের বছর), কোর্ট রেফারেন্স নং, প্রতিবেদকের রেফারেন্স [যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে] (দেশ যদি অস্পষ্ট)।	পৃষ্ঠা নং
13.	X. vs Croatia (2008), European Court of Human Rights, No. 11223/04, [2008] ECHR 203.	এক্স. বনাম ক্রোয়েশিয়া (২০০৮), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ১১২২৩/০৪, [২০০৮] ECHR 203.	৬৮
14.	Lashin vs Russia (2013), European Court of Human Rights, No. 33117/02, [2013] ECHR 63.	লাশিন বনাম রাশিয়া (২০১৩), ইউরোপিয়ান মানবাধিকার আদালত, নং ৩৩১১৭/০২, [২০১৩] ECHR 63.	৬৮
15.	Kruskovic vs Croatia (2011), European Court of Human Rights, No. 46185/08 [unpublished].	কার্সকোভিক বনাম ক্রোয়েশিয়া (২০১১), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ৪৬১৮৫/০৮ [অপ্রকাশিত]।	৬৮
16.	Schitra Srivasatva vs Chandigar Administration, 14 SCR 989.	সুচিত্রা শ্রীভাস্তাভা বনাম চন্ডীগড় এডমিনিস্ট্রেশন, ১৪ এসসিআর ৯৮৯।	৬৮
17.	Tennessee vs Lane (2004), Supreme Court of the United States, 541 U.S. 509, 124 S.Ct. 1978 (2004)	টেনেসি বনাম লেন (২০০৪), ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রিম কোর্ট, ৫৪১ ইউএস ৫০৯, ১২৪ এস.সিটি ১৯৭৮ (২০০৪)	৭০
18.	Educational Department, Government of Tamil Nadu vs Master J.Rajkumar, (Minor), Wa No. 595 of 2003, Madras High Court, 30.04.2003.	ইডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, গর্ভরমেন্ট অব তামিল নাড়ু বনাম মাস্টার জে. রাজকুমার (মাইনর), ডব্লিউএ নং ৫৯৫ অব ২০০৩. মাদ্রাস হাইকোর্ট,৩০.০৪.২০০৩	৮৩
19.	BLAST and Others vs Bangladesh and Others, Writ Petition No.2867 of 2010.	ব্লাস্ট এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য, রিট পিটিশন নং. ২৮৬৭/২০১০।	৮৭
20.	Kunal Singh vs Union India & Anr (Civil Appeal No.1789 of 2000)	কূনাল সিংহ বনাম ইউনিয়ন ইন্ডিয়া এন্ড এএনআর (সিভিল আপিল নং.১৭৮৯, ২০০০)	৯১
21.	Eldridge vs British Columbia (1997), Supreme Court of Canada, No. 24896, [1997] 3 SCR 624.	এলড্রিজ বনাম ব্রিটিশ কলাম্বিয়া (১৯৯৭), কানাডা সুপ্রিম কোর্ট, নং ২৪৮৯৬, [১৯৯৭] 3 SCR 624.	৯৬
22.	R.P.B. vs Philippines (2014), CEDAW Committee, No. 34/2011, U.N. Doc. CEDAW/C/57/D/34/2011.	আর.পি.বি বনাম ফিলিপিনস (২০১৪), সিডও কমিটি, নং ৩৪/২০১১, U.N. Doc. CEDAW/C/57/D/34/2011.	১০৮
23.	Bujdoso vs Hungary (2013), CRPD Committee, No. 4/2011, U.N. Doc. CRPD/C/10/D/4/2011.	ব্যুডোসো বনাম হাঙ্গেরী (২০১৩), সিআরপিডি কমিটি, নং ৪/২০১১, U.N. Doc. CRPD/C/10/D/4/2011.	১১৩

পাঠকবৃন্দের জন্য নির্দেশনা

এ নির্দেশিকাতে :

- ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন’ শব্দগুলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

- ‘বিধিমালা’ শব্দটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

- ‘ডিপিও’ বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেদের অধিকারের কথা বলতে পারেন না, তাদের পক্ষে তাদের মাতা-পিতা বা আইনানুগ অভিভাবকদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সংগঠনসমূহকে বুঝানো হয়েছে। ডিপিও’র সংগঠক হিসেবে বা পরিচালনা পরিষদে অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাদের পরিবারের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষায় স্ব-সহায়ক সংগঠনগুলো অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হতে পারে।

- ‘সুরক্ষা কমিটি’ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অধীনে গঠিত বিভিন্ন স্তরের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটিসমূহের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আইনী বিধানগুলো যেখানে খুব বেশি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ নয়, সেখানে লেখকের নিজস্ব আইনী বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অদ্যাবধি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়নি বা এর প্রয়োগ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য নেই, সেহেতু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণের মতামত, অন্যান্য আইনের প্রচলিত অনুশীলন বা চর্চা ও লেখকের নিজস্ব ভাবনা ইত্যাদির উপর নির্ভর করা হয়েছে। আইনটির প্রয়োগ ও অনুশীলন এবং সরকারের নির্দেশনার ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভিন্ন হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

- বিভিন্ন উদাহরণে ব্যবহৃত নামগুলো প্রকৃত নাম নয়, ছদ্মনাম। তবে অধিকাংশ ঘটনাই বাস্তব থেকে নেওয়া।

অধ্যায়-পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়ে এই নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রেক্ষাপট, বিষয়ববস্তু, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতা ও সেবা প্রদানকারীদের করণীয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সম্মানজনক শব্দ-পরিচিতি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিবন্ধিতা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি পাঠ করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/সংস্থা/আইনজীবীগণ সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়নের আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনের ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত আইনজীবীগণ এই অধিকার আইনের পটভূমি জেনে এই বিষয়ের সাথে একাত্ম হতে পারবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারগুলো কেন ও কী কারণে স্বীকৃত হয়েছে সেটা জেনে আদালত, কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় অ্যাডভোকেসিসহ সকল সেবা সঠিকভাবে প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধিতার ধরন, শনাক্তকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি কমিটির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও সেবা প্রদানকারীদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কমিটির উপরেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার-সুরক্ষা অনেকাংশে নির্ভরশীল বিধায় এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পাঠককে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোন কমিটিকে কীভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে সে ধারণা প্রদান করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে জেলা কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারা মোতাবেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য বা বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণের আবেদন করার প্রক্রিয়া বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অভিযোগ দাখিল করা থেকে নিষ্পত্তি ও আদেশ কার্যকর করার বিভিন্ন পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ও বিধিমালা সম্মিলিতভাবেও কমিটির কার্যধারা স্পষ্ট করতে পারেনি। যেমন : কোনো একটি অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের আবেদন 'সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি'তে দাখিল করার কথা বলা হলেও 'সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি' কোনটি, সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়নি। আবার যদি জেলা কমিটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করে তাহলে বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিকার কী হবে সে সম্পর্কে আইন ও বিধিমালায় কিছু উল্লেখ করা নেই। এই আইনের মধ্যে প্রক্রিয়াগত যেসব ত্রুটি ও অস্পষ্টতা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি কী হতে পারে, সেগুলোও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ব্যবহারকারীগণ নির্দেশিকার এই অধ্যায় পাঠে উপকৃত হবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে উল্লিখিত অধিকারসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সিআরপিডি, সংবিধানসহ দেশের প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান উল্লেখপূর্বক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অধিকারগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই বিষয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য আদালতে প্রদান করা হয়েছে এমন মামলার উদাহরণ ও বিভিন্ন কেস স্টাডির মাধ্যমে অধিকারগুলোকে ব্যাখ্যা করায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরিখে প্রতিবন্ধী

ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে স্বীকৃত অধিকারগুলোর অর্থ সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা পাঠকদের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে।

অষ্টম অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে বর্ণিত অপরাধ এবং এ সকল অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিকার লাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে ডিপিওসমূহ কীভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করবে এবং কী প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। কারণ, এই বিষয়গুলো আইনজীবী ও অধিকারকর্মীগণ জানতে পারলে তারা ডিপিওসমূহকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। ডিপিওসমূহও সাংগঠনিক নিরাপত্তা বজায় রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমন্বিত সেবা প্রদান করতে পারবে। তথ্য অধিকার আইনে গঠিত তথ্য কমিশন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ দুটো কমিশনের অনুসৃত নিয়ম সম্পর্কে অবগত হলে পাঠক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিচালনায় করণীয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করবেন। যেহেতু, কোনো কমিটির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নজির বাংলাদেশে নেই সেহেতু কমিশনগুলোর কার্যধারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটির কার্যধারা পরিচালনায় সহায়ক হতে পারে।

পরিশেষে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধিমালা, সিআরপিডি'র বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। আইনে জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে আপীলের আবেদনের নমুনা দেয়া হয়নি বিধায় ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য একটি আপীল আবেদনের নমুনা সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও ডিপিওসমূহের ব্যবহারের সুবিধার জন্য সেবাপ্রার্থীদের অভিযোগ গ্রহণ, তাদের সম্মতি গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহার্য কিছু নমুনা ফরম সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

নির্দেশিকা প্রণয়নের পটভূমি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩[১] বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারভিত্তিক প্রথম সমন্বিত, বিস্তৃত ও সার্বিক আইন[২]। এ আইনটির মাধ্যমেই বাংলাদেশ নীতিগতভাবে প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে কল্যাণমূলক ধারণা থেকে অধিকারভিত্তিক ধারণা গ্রহণ করে। এ অঞ্চলে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থ, অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনী বিধি-বিধান প্রচলিত ছিল। কিছু আইন ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের পরিপন্থী ও বৈষম্যমূলক। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর এবং ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে ঔপনিবেশিক আইনগুলো গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অধিকারভিত্তিক আইনী কাঠামো তৈরির দিকে বিশ্বনেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৪৮ সালে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস (ইউডিএইচআর), ১৯৬৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) ও ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (আইসিইএসসিআর) এবং এর পর কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেনেস্ট ওমেন (সিডও), কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ডসহ (সিআরসি) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ সনদ তৈরি করে। সবশেষে, প্রায় এক দশক পূর্বে ২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সুরক্ষার লক্ষ্যে কনভেনশন অন রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস (সিআরপিডি) প্রণয়ন করে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও আইনী সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সাম্প্রতিক সময়ের সংযোজিত হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন। সিআরপিডির আলোকে আইনটি প্রণীত হওয়ায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আইনটিকে অভিবাদন জানায় এবং সাদরে গ্রহণ করে।

সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য আইনটির প্রচার-প্রচারণাকে গতিশীল করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার-সংক্রান্ত আইনী তথ্য প্রবেশগম্য উপায়ে সর্বস্তরের জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ব্যাপক প্রয়োগ এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ব্যবহারিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১২ সালে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং হার্ভার্ড ল' স্কুল প্রজেক্ট অন ডিজঅ্যাবিলিটি (এচইপিওডি) কর্তৃক প্রকাশিত এবং অ্যাডভোকেট খোন্দকার শাহ্‌রিয়ার শাকির কর্তৃক প্রণীত 'প্রতিবন্ধী অধিকার আইন : আইনজীবীদের নির্দেশিকা' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেই গ্রন্থে তৎকালীন সমসাময়িক বিদ্যমান আইনসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। প্রায়োগিক দিকগুলোও কাজ করার উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের পরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার চর্চার ক্ষেত্র অনেক বড় হয়ে যায়। এই নির্দেশিকার সাথে ২০১২ সালের 'প্রতিবন্ধী অধিকার আইন : আইনজীবীদের নির্দেশিকা' মিলিয়ে পাঠ করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে বিচারক, আইনজীবী, অধিকারকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সবাই সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।[৩]

---

১ পরবর্তীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে

২ ইতিপূর্বে প্রণীত প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ অধিকারভিত্তিক ছিলনা। বরং উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও কল্যাণ করা।

৩ 'প্রতিবন্ধী অধিকার আইন : আইনজীবীদের নির্দেশিকা' বইটি ব্লাস্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন: https://www.blast.org.bd/content/publications/disabilitz/introduction.pdf

নির্দেশিকার বিষয়বস্তু

এই নির্দেশিকার মাধ্যমে পাঠক জানতে পারবেন :

১. প্রতিবন্ধিতা অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতার ধরন এবং প্রতিবন্ধকতার ধরন অনুযায়ী অনুসরণীয় ব্যবস্থাদি;

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি শিষ্টাচার ও কতিপয় ব্যবহারিক শব্দের শোভন রূপ;

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইনের কালক্রমিক ইতিহাস;

৪. প্রতিবন্ধিতা কী? প্রতিবন্ধিতার ধরন এবং শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট এবং এই আইনের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারসমূহের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও এই আইনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনী সেবা প্রদানের কার্যপদ্ধতি ও অনুসরণীয় বিষয়াদি, যেমন :

   ০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বলতে কী বুঝায়? সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আলোকে অধিকারসমূহের তুলনামূলক আলোচনা;

   ০০ ৩৬ ধারা মোতাবেক জেলা কমিটি থেকে বৈষম্যের প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ লাভের আবেদন করার প্রক্রিয়া; জেলা কমিটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়াদি;

   ০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইনের ৩৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ কী এবং এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিকার কীভাবে পাওয়া যায়? ডিপিওসমূহ ফৌজদারি মামলা করতে পারে কি-না? কোম্পানি বা সংস্থাকে কীভাবে ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে?

   ০০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আদায়ের মামলা বা আইনী কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে এবং এগুলো থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ।

৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটিসমূহের ক্ষমতা ও কার্যধারা;

৭. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিপিও কর্তৃক অনুসরণীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

৮. তথ্য কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতার উত্তম প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। এ কমিশনগুলোর উত্তম চর্চাসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটির কার্যক্রমে ব্যবহার।

৯. উপসংহার এবং

১০. সিআরপিডির অনুবাদ, আইন ও বিধির হুবহু গেজেট এবং প্রয়োজনীয় নমুনা ফরম

প্রতিবন্ধী সেবা ও বিচারপ্রার্থীদের সাথে আচরণ পদ্ধতি

প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্র্যের অংশ। সমাজে বসবাসরত অন্যান্য অপ্রতিবন্ধী মানুষের ন্যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত সমান আচরণের দাবিদার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রচলিত নেতিবাচক ও ভুল ধারণা, নেতিবাচক সামাজিক কাঠামো, কুসংস্কার, প্রথাগত বিশ্বাস এবং ট্যাবুর কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমআচরণ করা হয় না। আইনজীবীসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সমাজের বাইরে নন বিধায় তাদের মধ্যেও এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ধারণা থাকতে পারে। একজন প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীর প্রতি কোনো সেবা প্রদানকারী যাতে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অপ্রত্যাশিত আচরণ না করেন, সেদিকে সচেতনতা কাম্য।

প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীদের সঠিক ও সুষ্ঠু সেবা প্রদানের জন্য আইনজীবীসহ সকল সেবা প্রদানকারী নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন :

০০ প্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীর সাথে অন্যান্য অপ্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীর ন্যায় সম ও সংবেদনশীল আচরণ করা, সম্মান

প্রদর্শন করে কথা বলা এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ না করা; প্রতিবন্ধিতার কারণে অবজ্ঞা ও হয়রানি না করা।

- সাক্ষাৎকার বা আলোচনাকালে প্রচলিত নেতিবাচক শব্দাবলী পরিহার করে সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করা;
- জটিলতা পরিহার করে আইনের বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপন, সাহস যোগানো ও প্রয়োজন মাফিক কাউন্সেলিং প্রদান করা;
- বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীর কথা বুঝার জন্য প্রয়োজনে বিশ্বস্ত ও প্রশিক্ষিত দোভাষীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে;
- মানসিক বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীর সমস্যা বোঝার জন্য উক্ত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় যেমন মা-বাবা, ভাইবোন, আইনগত অভিভাবক থাকলে তাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে;
- যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলাচলে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের জন্য প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা এবং দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- প্রতিবন্ধী নারী/শিশু/আদিবাসী অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করা ও ক্ষেত্রমতো, অগ্রাধিকার প্রদান করা।

শোভন ও পরিত্যাজ্য শব্দাবলী

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সমাজে অনেক নেতিবাচক শব্দ প্রচলিত, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য অবমাননাকর, লাঞ্ছনাকর, বিদ্বেষমূলক ও অমানবিক। এমনকি সংবিধানসহ প্রচলিত কয়েকটি আইনে এমন কিছু শব্দ এখনও বিরাজ করছে যেগুলো অনেক পূর্ব থেকে সমাজে প্রচলিত কিন্তু বর্তমানে সেগুলো ব্যবহৃত হয় না। বিচারকগণ আইনের ভাষা হিসেবে এ শব্দগুলো এখনো ব্যবহার করলেও আইনজীবীগণ বিকল্প গ্রহণযোগ্য শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রচলিত নিয়মে ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেন। প্রচলিত এমন নেতিবাচক শব্দের বিপরীতে শোভন শব্দাবলী প্রত্যাশিত। সাংবাদিক, আইনজীবী, বিচারক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সেবা প্রদানকালে বা পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে শোভন শব্দ ব্যবহার করবেন। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রচলিত শোভন ও পরিত্যাজ্য শব্দাবলীর একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

পরিত্যাজ্য শব্দাবলি		শোভন শব্দাবলি
ল্যাংড়া/লুলা/ খোঁড়া/পঙ্গু/ আতুর/কুব্জা	১.	শারীরিক প্রতিবন্ধী
কানা/অন্ধ	২.	দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী
পাগল/পাগলা/উন্মাদ/মাথা খারাপ	৩.	মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী
কালা/বধির/বয়রা/ঠসা	৪.	শ্রবণ প্রতিবন্ধী
বোব/গোঙ্গা	৫.	বাকপ্রতিবন্ধী
হাবা-গোবা/হাবলা/বোকা	৬.	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী
বোবা ও কালা	৭.	বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী
অন্ধ ও বধির	৮.	দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী
পাগলা গারদ	৯.	বুদ্ধি/মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হাসপাতাল অথবা সেবা কেন্দ্র
অন্ধ ও বধির স্কুল	১০.	দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুল

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধিতা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধিতা, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বোৎকৃষ্ট সেবা প্রদানের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলোকে চিহ্নিত করে সেই মোতাবেক সেবা প্রদান করা। যেমন : যে ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যোগাযোগ সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য বিকল্প পন্থা বা যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন[৪] এর ব্যবস্থা করতে হবে। একজন আইনজীবী যদি কোনো বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইনী সেবা প্রদান করতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের বা ভাব বিনিময়ের কৌশল জানতে হবে। প্রয়োজনে ইশারাভাষায় দক্ষ দোভাষীর সহায়তা গ্রহণ করে নিজের কথা শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কথা নিজে ভালোভাবে বুঝতে হবে। একইভাবে আদালতকেও মামলার কোনো পক্ষ শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকলে তাকে বা তাদেরকে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে। রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সকল অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহের প্রতি সংবেদনশীল না হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

সিআরপিডি 'প্রতিবন্ধিতা'কে একটি ক্রমবিকাশমান ধারণা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধিতা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশদ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে সঠিক ভূমিকা রাখার স্বার্থে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতাসমূহ এখানে আলোচিত হলো। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত বর্ণিত প্রতিবন্ধকতা অনুযায়ী সেবা প্রদান করলে তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অধিকতর উপযোগী ও কার্যকর হবে।

প্রতিবন্ধিতার ধরন[৫]	প্রতিবন্ধকতাসমূহ	সেবা প্রদানকারী যে সকল বিষয়ে সচেতন থাকবেন
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস [ধারা-৪] :	১. কথা বলা বা যে কোনো ধরনের যোগাযোগ সীমাবদ্ধতা ২. ভাব বিনিময়ে সীমাবদ্ধতা ৩. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা ও কল্পনাযুক্ত কাজকর্মে সীমাবদ্ধতা ৪. একই ধরনের কাজ বা আচরণে পুনরাবৃত্তির প্রবণতা ৫. শ্রবণ, গন্ধ, স্বাদ, দর্শন, স্পর্শ, ব্যথা ও চলনে অন্যদের তুলনায় হয় কম, না হয় বেশি সংবেদনশীল ৬. অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা, অসঙ্গতিপূর্ণ হাসি-কান্না	১. আইনী সহায়তা প্রদান বা জেলা কমিটি ও আদালতের কার্যক্রমে এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সহজাত আচরণ ও সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ধরনের ব্যক্তির শুধু দৈহিক ভাষা বা তারা কেমন আচরণ করছে তার ওপর নির্ভর করে তদন্ত ও বিচারকার্য পরিচালনায় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, সকল অটিজম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার মাত্রা এক রকম নয়। অনেক অটিজম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাধারণের মতো আচরণ করতে পারে। ২. যে সকল অটিজম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতার মাত্রা বেশি তাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রচলিত আইনের সুবিধা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন : দণ্ডবিধি অনুযায়ী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোনো অপরাধ করতে পারেন না। এবং সিআরপিসি অনুযায়ী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কারাগারে না রেখে বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই সুবিধাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪ যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন একটি গুরুপূর্ণ অধিকার। এই অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন অধ্যায় -০৭ এর পৃষ্ঠা-৯৮

৫ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩ থেকে ১৪ নং ধারা পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতার ধরনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-০২

প্রতিবন্ধিতার ধরন	প্রতিবন্ধকতাসমূহ	সেবা প্রদানকারী যে সকল বিষয়ে সচেতন থাকবেন
		৩. অটিজমের বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় না বিধায় অনেক সময় তাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে পরিচয়পত্র পেতে অসুবিধা হয়ে থাকে। কোনো অটিস্টিক ব্যক্তি যাতে এ কারণে শনাক্তকরণ থেকে বা পরিচয়পত্র প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
শারীরিক প্রতিবন্ধিতা [ধারা-৫] :	১. হাত বা পা পুরোপুরি/ আংশিক না থাকাজনিত প্রতিবন্ধকতা। যেমন : হাত না থাকলে টিপসই দিতে না পারা। ২. শারীরিক ভারসাম্য না থাকাজনিত প্রতিবন্ধকতা। যেমন : হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীর অপ্রবেশগম্য স্থানে চলাচলে অসুবিধা।	১. এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতার বিষয়ে অধিক সংবেদনশীলতা প্রয়োজন। যে কোনো সেবা প্রদান ও আইনী কার্যধারায় দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি, বারবার সময় নেয়া থেকে বিরত থাকা এমনকি শারীরিক উপস্থিতি মওকুফ করে বা এড়িয়ে যাবার কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। ২. প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন : উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্কাইপ বা এরূপ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। দেওয়ানী মামলায় কমিশনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা [ধারা-৬]	১. সিজোফ্রেনিয়া বা এ ধরনের কোনো মনস্তাত্ত্বিক অসুবিধা ২. ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা বা ভয়জনিত মানসিক অসুবিধা	১. অটিজমের অনুরূপ পরামর্শ অনুসরণ করা যেতে পারে ২. এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে একটু বেশি সময় নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। তাদের কাজের জন্য একটু বেশি সময় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে এবং কাজটি করতে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। ৩. এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের জন্য সহজ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। ছোট ছোট বাক্যে বিভক্ত করে কথা বলা উচিত। কঠিন ও কৌশলী শব্দ পরিত্যাজ্য। ৪. অতিরিক্ত চাপ পরিহার করে তাদের সাথে কার্যপ্রক্রিয়া ধীর গতিতে হলে ভালো।
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা [ধারা-৭]	১. একেবারেই চোখে দেখতে না পারা কিংবা আংশিক দেখতে পাওয়া	১. সাক্ষ্য আইনের দেখতে পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থাগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা। যেমন : ধর্ষণ মামলায় ডিএনএ পরীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান। ২. প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো ব্রেইলে প্রিন্ট করার ব্যবস্থা করা অথবা বিশ্বস্ত ও প্রশিক্ষিত বা পেশাদার কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে পাঠ করে শোনানো। আলোকচিত্র জাতীয় বিষয়ের বর্ণনা দেয়া। অনেক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট বিশেষ সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে নিজে নিজে পড়তে পছন্দ করে। ৩. প্রবেশগম্যতার দিকে সচেতন থাকা ।

প্রতিবন্ধিতার ধরন	প্রতিবন্ধকতাসমূহ	সেবাপ্রদানকারী যে সকল বিষয়ে সচেতন থাকবেন
বাকপ্রতিবন্ধিতা [ধারা-৮]	১. একবারেই কথা বলতে না পারা ২. স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার সীমাবদ্ধতা ৩. বাধাহীনভাবে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা	১. সেবাপ্রদানকারীকে নিশ্চিত হতে হবে তার কথা এ ধরনের ব্যক্তি শুনতে ও বুঝতে পেরেছেন কি-না ২. শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি লিখিত বা ইশারা ভাষায় যোগাযোগে পারদর্শী হলে তার অনুসৃত পদ্ধতিতে কথোপকথন বা যোগাযোগ করা ৩. যোগাযোগের প্রবেশগম্য রূপ ব্যবহার করা।
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা [ধারা-৯]	১. বয়স উপযোগী কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা ২. শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধানে সীমাবদ্ধতা ৩. যোগাযোগ, সামাজিক দক্ষতা ও নিজেকে পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা ৪. বুদ্ধাঙ্ক কম থাকা	১. অটিজমের অনুরূপ ২. সঙ্গী হিসেবে তাদের বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তিকে সাথে থাকার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। ৩. এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের জন্য সহজ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। ছোট ছোট বাক্যে বিভক্ত করে কথা বলা উচিত। কঠিন ও কৌশলী শব্দ পরিত্যজ্য। ৪. কথা বলার সময় বিরতি দেয়া। প্রয়োজনে একই বিষয় বারবার জিজ্ঞাসা করা বা একই তথ্য বারবার দেয়া, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় তিনি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।
শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা [ধারা-১০]	১. একেবারেই শুনতে না পারা ২. আংশিক শুনতে পারা	১. বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতার অনুরূপ
শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা [ধারা-১১]	১. একই সাথে একেবারে দেখতে ও শুনতে না পারা ২. একেবারে কম শুনতে ও কম দেখতে পারা	১. বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার অনুরূপ ২. এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দেখতে পান না বিধায় তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য বিশেষ ইশারা ভাষান্তরকারী ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের ইশারা ভাষান্তরকারী হাতের ওপর স্পর্শ করে বিশেষভাবে শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে পারদর্শী।
সেরিব্রাল পালসি [ধারা-১২]	১. সাধারণ চলাফেরায় অসুবিধা ২. যোগাযোগ সীমাবদ্ধতা ৩. বুদ্ধিগত বা অন্য ক্ষেত্রে কম বা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা থাকতে পারে	১. শারীরিক প্রতিবন্ধিতার অনুরূপ পরামর্শ প্রযোজ্য ২. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের অনুরূপ ব্যবস্থাও এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী হতে পারে।
ডাউন সিন্ড্রোম [ধারা-১৩]	১. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা ২. দুর্বল পেশি ও খর্বাকৃতির দেহ	১. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের অনুরূপ ব্যবস্থা এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে।
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা [ধারা-১৪]	উপরের যে কোনো দুই বা ততোধিক প্রতিবন্ধিতাজনিত	১. উপরে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইনের অভ্যুদয়

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইনের অভ্যুদয়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার মানবাধিকার। এই অধিকারকে আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় আইনে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে তার পেছনে সুদীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকারবিষয়ক বৈশ্বিক ভাবনা খুব বেশি দিন আগে শুরু হয়নি। ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে মানবাধিকারের ধারণাটি বিকশিত হতে শুরু করে। তবে এই ঘোষণাপত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে সরাসরি কিছু আলোচনা করা হয়নি। ষাটের দশকে আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সনদে বিশ্বনেতৃবৃন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এরও বেশ পরে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকারগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে পৃথক সনদ পাস করে জাতিসংঘ। যদিও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থে কিছু আন্তর্জাতিক দলিল তৈরি করে[৬], তবুও বিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরোটাতেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত মোটামুটি অদৃশ্য নাগরিক হিসেবেই থেকে যান। জাতিসংঘে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক সনদ তৈরির ভাবনা শুরু হয় ২০০০ সালে। অবশেষে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ (সিআরপিডি) আলোর মুখ দেখে ২০০৬ সালে এবং বিশ্বব্যাপী সেটা কার্যকর হয় ২০০৮ সাল থেকে। বাংলাদেশ সিআরপিডি অনুস্বাক্ষর করে ৩০ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারবিষয়ক আইনের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে গণপরিষদে যখন বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় তখন পর্যন্তও এদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারকে পৃথকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও তাদের বিরুদ্ধে যাতে কোনো বৈষম্য না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৯ সাল থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণের বিধান করা হয়। তবে আশার কথা হচ্ছে, সিআরপিডি প্রণয়নের পূর্বেই ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করে। এ আইনটি যখন তৈরি করা হয় তখন বিশ্বে অধিকারভিত্তিক আইনের দাবি বেশ জোরে উচ্চারিত হচ্ছিল। এ কারণে 'কল্যাণ আইন' নামকরণ করা হলেও অধিকারের দিকে খানিকটা সচেতন থেকেই আইন প্রণেতাগণ আইনে 'বৈষম্য'কে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করেন। কল্যাণমূলক আইনের প্রতি এই আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিধিমালা তৈরি করা হয় ২০০৮ সালে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারবিষয়ক আইনের ইতিহাস

স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের চেয়ে কল্যাণের দিকেই বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারণী মহল বেশি মনোযোগী ছিলেন। এই কল্যাণমূলক ভাবনার যুগেই প্রণীত হয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিধিমালা, ২০০৮। তবে কল্যাণ আইনের সুবাদে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় হবার সুযোগ লাভ করেন। ডিপিওসমূহের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অধিকারভিত্তিক আইন প্রণয়নের দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কল্যাণনীতি থেকে অধিকারভিত্তিক ধারণায় পদার্পণ করে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই অধিকারভিত্তিক আইনটির জন্য প্রায় ৪২ বছর অপেক্ষা করতে হয়। ২০১৩ সালের আইন প্রণয়নের ইতিহাস ও এই আইন প্রণয়ন পরবর্তী সময়কালকে মোটামুটি

৬ ১৯৭১ সালে ডিক্লারেশন অন দি রাইটস অব দি মেন্টালি রির্টার্ডেট পারসনস, ১৯৭৫ সালের ডিক্লারেশন অন দি রাইটস অব ডিজঅ্যাবল্ড পারসনস, ১৯৯১ সালের প্রিন্সিপাল ফর দি প্রোটেকশন অব পারসনস উইথ মেন্টাল ইলনেস ডিজিস ১৯৯৩ সালের স্ট্যান্ডার্ড রুল অন দি ইকুইলাইজেশন অব অপরচুনিটি ফর পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস প্রণীত হয়। এই আন্তর্জাতিক দলিলগুলো বাধ্যকরী নয়। ১৯৮৩ সালে আইএলও কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও কারিগরি পুনর্বাসন বিষয়ক ১৫৯ নং কনভেনশন গৃহীত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মূলত এটিই প্রথম বাধ্যকরী আন্তর্জাতিক দলিল।

তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে–

- oo প্রাক-কল্যাণ আইন যুগ (১৯৭২-২০০০)
- oo কল্যাণ আইন যুগ (২০০১-২০১৩)
- oo অধিকারভিত্তিক আইন প্রণয়নকাল (২০০৯-২০১৩)

১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তখন প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে 'স্বাভাবিকীকরণ' নীতির প্রচলন ছিল। সংবিধানে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক নীতিরই প্রতিফলন দেখা যায়। পুরো সংবিধানের ভেতরে শুধু দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫ অনুচ্ছেদ, যেখানে মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী সমার্থক একটি মাত্র শব্দ ব্যবহার হয়েছে '... পঙ্গুত্বজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।' ২৭ অনুচ্ছেদে সমতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে কেবল মানব বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেয়া হয়; যার সুবাদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল শ্রেণীর মানুষ মৌলিক অধিকারগুলো সমানভাবে উপভোগের অধিকারী হয়। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে লিঙ্গ, বয়স, বর্ণসহ কয়েকটি যুক্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বলা হলেও প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। ২০০১ সালের প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত পুনর্বাসনমূলক নীতির আলোকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দেয়া হয়। এগুলো হল-

- oo ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মে নিযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ সংরক্ষণ বা কোটা সুবিধা প্রদান;
- oo যানবাহনে আসন সংরক্ষণ;
- oo রেলপথে হ্রাসকৃত মূল্যে ভ্রমণের সুবিধা;
- oo প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শ্রুতিলেখক সুবিধা ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আইনটি প্রণীত হয়। অর্থাৎ আইনটি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক 'মেডিকেল ও সোশ্যাল মডেল'-এর উপর গুরুত্বারোপ করে;

২. মোট ২৩টি ধারা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নয়টি অংশে বিভক্ত রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীতব্য ৫৪টি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের নাম উল্লেখপূর্বক একটি তফসিলের সমন্বয়ে আইনটি প্রণীত হয়;

৩. 'প্রতিবন্ধী' শব্দের সংজ্ঞাসহ মোট ছয় ধরনের 'প্রতিবন্ধী'কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের বিধান রাখা হয়;

৪. জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও জেলা কমিটি এবং এই তিন স্তরের কমিটির অধীনস্ত উপ-কমিটি সমূহের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়;

৫. বিধি দ্বারা কতিপয় কর্মকাণ্ডকে 'অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়। উক্ত রূপ অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি অনধিক তিন মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন মর্মে আইনে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিধিমালা, ২০০৮

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর ২২ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিধিমালা, ২০০৮ প্রণীত হয়। এই বিধিমালার গুরুতপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হল-

১. ২০ টি বিধি ও দু'টি তফসিলের সমন্বয়ে বিধিমালাটি প্রণীত হয়।

২. প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়; সমন্বয় ও নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা ও কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, মাঠ পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয় এবং এই বিধানের লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

৩. একটি সুনির্দিষ্ট ফরমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। জেলা কমিটি এই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য স্থানীয় সরকার ইউনিটসমূহ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে মর্মে উল্লেখ করা হয়।

৪. চিহ্নিত করার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিবন্ধন ও সুনির্দিষ্ট ফরমে পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়।

৫. কমিটিসমূহের সভা আহ্বানের নোটিশ প্রদানের সময়সীমা, সভার স্থান, সভার কার্যপ্রণালী, কার্যবিবরণী সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বিধিমালায় সুস্পষ্ট করা হয়।

৬. প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়।

৭. চাকুরী প্রদান বা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈষম্য, চাকুরীর শর্তে বৈষম্যমূলক আচরণ, চাকুরী গ্রহীতার প্রবেশাধিকার অস্বীকার বা সীমিত করা, চাকুরী গ্রহীতাকে চাকুরীচ্যুতি, চাকুরী গ্রহীতাকে উপলক্ষ করে কোনো হয়রানিমূলক বা ক্ষতিকারক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক 'প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য' মর্মে গণ্য করে এরূপ বৈষম্যকে 'বেআইনী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

৮. নিম্নলিখিত কর্মসমূহকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়-

- oo প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর তফসিলে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাধা প্রদান বা উল্লিখিত কার্যক্রম প্রতিপালন না করা।
- oo বিধিমালায় উল্লিখিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ, নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান বিষয়ক বিধি লঙ্ঘন করা।
- oo সমন্বয় ও নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অমান্য বা এগুলো বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান না করা।
- oo সমন্বয় ও নির্বাহী কমিটির প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান না করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারভিত্তিক আইনের খসড়া প্রণয়ন

২০০৭ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের (সিআরপিডি) পক্ষরাষ্ট্র হওয়ার পর থেকেই মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়নের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। এ সকল সংগঠন নিজেরাই সিআরপিডি'র আদলে আইনের খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১০ সালের মে মাসের মধ্যে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সিআরপিডি'র ৩৫ নং অনুচ্ছেদের আওতায় সিআরপিডি'র আলোকে অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি জানিয়ে জাতিসংঘে প্রতিবেদন প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকায় সরকারও একটি নতুন আইন প্রণয়নের দাবির প্রতি সাড়া প্রদান করে। এক পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বেসরকারি সংস্থাগুলোর তৈরিকৃত খসড়াটির সাথে যুক্ত হয়। সিআরপিডি'র আলোকে (তবে ২০০১ সালের কল্যাণ আইনের কমিটি নির্ভর মডেলে) একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এই খসড়াটি ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালে বিভিন্ন সময় পরিমার্জিত হয়। এই খসড়াগুলোর গুণগত মান ও বিষয়বস্তু মোটামুটি একই থাকলেও উপস্থাপনার ধরন ভিন্ন ছিল। মূলত এই খসড়াগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ-

- oo প্রতিবন্ধিতার মোট ১০টি ধরন সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং আইন সংশোধন না করেই প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ধরনের প্রতিবন্ধিতাকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়।

ooo কোনো খসড়ায় আইনের মূল অংশে, আবার কোনো খসড়ায় তফসিলে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহকে সুনির্দিষ্ট করা হয়।

oo আইন বাস্তবায়ন করার জন্য জাতীয় সমন্বয়, জাতীয় নির্বাহী, জেলা, উপজেলা ও শহর– এই পাঁচ স্তরের কমিটি রাখা হয়।

oo সিআরপিডির আলোকে যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন, প্রবেশগম্যতা, আইনী সামর্থ্যসহ বিভিন্ন অধিকারকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

oo বৈষম্যসহ কতিপয় কর্মকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়।

oo প্রতিবন্ধী নারী, প্রতিবন্ধী শিশু, আদিবাসী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ প্রান্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষ বিধান রাখা হয়।

২০০১ সালের আইনের আদলে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীতব্য কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড বিষয়ে তফসিল দেয়া হয়। স্মরণ করা যেতে পারে, তফসিল আইনের অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদে পাস হওয়ায় এগুলো সংসদ ব্যতীত পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই এবং আইনের অন্যান্য অংশের মতো এই অংশে বর্ণিত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যকরী।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন

ডিপিওসমূহের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও সরকারের আন্তরিকতায় ২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর তারিখে জাতীয় সংসদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ পাস করা হয়। একই বছর ৯ অক্টোবর তারিখে রাষ্ট্রপতি উক্ত বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করার পর তা ১৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে গেজেট হিসাবে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে গোটা বাংলাদেশে কার্যকর হয়। তবে শুরুতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র প্রদান এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের কারণে সৃষ্ট বৈষম্য নিরসন এবং ক্ষতিপূরণের বিধান সম্বলিত ধারা ৩১ এবং ৩৬কে অকার্যকর রেখে আইনটি কার্যকর করা হয়। এই আইনের ৩১ এবং ৩৬ ধারাকে কার্যকর করার জন্য নির্দেশনা চেয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করা হয়[৭]। হাইকোর্ট বিভাগ এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের উপর রুলনিশি জারি করেন। এই আবেদন চলমান থাকা অবস্থায় এস.আর.ও. নং ৩২-আইন/২০১৬, তারিখ ০৫/০১/২০১৬ দ্বারা ১৪/০১/২০১৬ তারিখ থেকে ৩১ ও ৩৬ ধারা কার্যকর করার ঘোষণা প্রদান করা হয়।

এই আইন বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ইতিবাচক দিকসমূহ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ম্যাগনাকার্টা। এর সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল, এই আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে কল্যাণমূলক ধারণা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারভিত্তিক ধারণা গ্রহণ করেছে। সিআরপিডি'র সাথে হুবহু সাদৃশ্য না থাকলেও সিআরপিডি তথা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অনেক অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে আইনগতভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আদালতের সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে নিকটস্থ জেলা প্রশাসনের অধীনেই অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার লাভের ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে। আইনটির অন্যান্য ইতিবাচক দিক হল :

১. অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিবন্ধিতা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ধারণ করা এখন সহজ হবে। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হওয়া নির্ভর করবে না। বিষয়টি এখন আইনানুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৭ ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য, রিট পিটিশন নং.৫০২৫/২০১৫

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা চাকুরীতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সংবিধানে সমতার কথা বলা হয়েছে। সে কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত রাষ্ট্রের সকল স্তরে সমতা লাভের অধিকারী। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধের কথা বলা হলেও সেই বিষয়গুলোর মধ্যে 'প্রতিবন্ধিতা' না থাকায় যে গ্যাপ ছিল তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, সংবিধানে ধর্ম-গোষ্ঠী-বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য করবে না।

৩. বৈষম্যের কারণে ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী একমাত্র প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে অন্য কোনো গোষ্ঠী কোনো আইনী বিধানের অধীনে বৈষম্যের কারণে ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী নয়।

৪. শ্রম আইন অনুযায়ী কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষের অবহেলায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ সক্ষমতা হারালে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসার খরচ লাভের অধিকারী হলেও, চাকুরীতে বহাল রাখার ব্যবস্থা নেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে এরূপ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শুধু আগের পদে চাকুরীতে বহালই থাকবেন না, বরং কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতাজনিত কোনো অসুবিধা তৈরি হলে তা দূর করে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের অধিকারী হবেন।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধিতার কারণেই সংঘটিত হয় এমন ৬টি কার্যকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। সাধারণত ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক মামলা করার সুযোগ নেই। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৬টি অপরাধের ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে ডিপিওসমূহ মামলা করতে পারবে। এর ফলে ভোগান্তির আশঙ্কায় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহী থাকেন তাদের মামলার দায়িত্ব সাংগঠনিকভাবে ডিপিওরা গ্রহণ করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দ্রুত হ্রাস পাবে।

৬. প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলে ৮২টি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তফসিল আইনের অংশ সেহেতু এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে রাষ্ট্র আইনত বাধ্য।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি ও বাস্তবায়নের ঝুঁকিসমূহ

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কর্তৃক সিআরপিডি অনুস্বাক্ষরের কারণে সমীচীন বিধায় আইনটি প্রণীত হয়েছে। কিন্তু সিআরপিডি'র সকল অনুচ্ছেদ যেমন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তেমনি সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদগুলোর অভিপ্রায়ের পূর্ণ প্রতিফলনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে নেই। যেমন : যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়নকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে কেবল একটি অতিরিক্ত ও বিশেষ সুবিধা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. সিআরপিডিতে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর বিষয়ে দুটো অনুচ্ছেদে পৃথকভাবে সুরক্ষার কথা বলা হলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে কোনো বিধান যুক্ত করেনি।

৩. সিআরপিডি সরকারি ও বেসরকারি সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার বাধ্যবাধকতা অস্পষ্ট।

৪. আইনটির প্রয়োগ অতিমাত্রায় কমিটিনির্ভর। এই সকল কমিটি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র/দপ্তরে দায়িত্বরত প্রধান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত। ফলে ব্যস্ততম ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত আয়োজন এবং পর্যাপ্ত সময় নিয়ে আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। উল্লেখ্য, কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এ সকল কমিটির কোরাম হয় এবং কমিটির সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গ্রহণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। নিয়মিত সভা আয়োজন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে আইনের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবার প্রবল আশঙ্কা আছে।

৫. ৩৬ ধারায় বৈষম্যের প্রতিকার লাভের মতো বিষয়টি জেলা কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু নিজ নিজ কর্ম এলাকায় মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে থাকা কমিটির সদস্যগণ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সময় প্রদান করতে পারবেন কি-না, সে বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ৩৬ ধারার অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে যে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, সেটা নিশ্চিত করার মতো প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়ের বিষয়েও আইনে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কমিটিগুলোর কার্যাদি সম্পাদনের খরচ কীভাবে বহন করা হবে তাও পরিষ্কার নয়। ফলে সঙ্গত কারণেই ৩৬ ধারা বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হতে পারে। প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্য নির্মূলের যে অভিপ্রায়ে বিধানটি আইনে সংযোজিত হয়েছিল তা পূরণ হবার সম্ভাবনা এসব প্রতিবন্ধকতা ও অনিশ্চয়তার কারণে সংকুচিত হবে।

৬. ৩৬ ধারা মোতাবেক দাখিলকৃত ক্ষতিপূরণের আবেদনের প্রতি জেলা কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বা পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব করলে তার পরিণতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। এরূপ বিলম্বের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ না থাকলে বৈষম্য বিলোপ করা সম্ভব হবে না এবং আইনের অভিপ্রায় বাস্তবায়িত হবে না।

৭. প্রবেশগম্যতা বিষয়ক বিধান অমান্য করার ফলাফল সম্পর্কে আইনে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এই বিধানের বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

৮. আইনে বিধিমালা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। বিধিমালা তৈরিও হয়েছে। কিন্তু এটা আইনের সকল ধারা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ও সম্পূর্ণ নির্দেশনা দিতে পারেনি। ফলে বিধিমালার অভাব রয়েই গিয়েছে এবং ৩৬ ধারাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারার বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যেমন : আইনে বলা হয়েছে, ৩৬ ধারার ক্ষতিপূরণের আবেদন 'সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি'র নিকট দাখিল করতে হবে। কিন্তু কোনটি সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি সেটি পরিষ্কার করার দায়িত্ব ছিল বিধিমালার। বিধিমালাও এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। ফলে ভুক্তভোগীরা কোন জেলায় আবেদন করবেন, সেটা নিয়ে অস্পষ্টতা থাকায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এবং আবেদন দাখিল করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।

৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় আইনের তফসিলে কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে[৮]। কিন্তু এগুলো সম্পন্ন করার কোনো সময়সূচি নেই। তফসিল অনুযায়ী কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন না করার ফলাফল সম্পর্কে আইনে কিছু বলা হয়নি। বিধিমালায় বিভিন্ন কমিটির বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ফরম দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই ফরমে তফসিলে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কি-না, সে বিষয়ে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে জবাবদিহিতার অভাবে আইনটির বাস্তবায়ন না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও যথাসম্ভব সচেতনভাবে আইনটির ইতিবাচক দিকগুলোকে কাজে লাগিয়ে সকল স্টেকহোল্ডার সম্মিলিতভাবে আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা সম্মানের সাথে জীবন ধারণ করতে পারবে।

৮ কার্যক্রমগুলো বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট-০২

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র

[প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩-১৫ ও ৩১, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বিধিমালার বিধি ৪ এবং তফসিলের দফা ১][৯]

প্রতিবন্ধিতা কী?

সিআরপিডি অনুযায়ী, প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তৎসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২(৯)ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধিতা অর্থ যে কোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।'

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, প্রতিবন্ধিতার তিনটি উপাদান রয়েছে। যথা :

- oo ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা
- oo দৃষ্টিভঙ্গি বা পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা
- oo সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধা

সিআরপিডি'র সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেও এই তিনটি আবশ্যিক উপাদান পাওয়া যায়। শেষ দুটো উপাদান উভয়ের মধ্যে একই। পার্থক্য হল, সিআরপিডি প্রতিবন্ধিতাকে মানবাধিকারের দিক থেকে বিবেচনা করে বলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের দেহ ও মনের প্রতিবন্ধকতাকে খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করেনি। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ব্যক্তির নিজের প্রতিবন্ধকতাকে শুধু গুরুত্বই দেয়নি বরং প্রতিবন্ধকতার ধরন ও স্থায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংজ্ঞাটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অধিকারভিত্তিক অংশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিবন্ধিতা হল মানব বৈচিত্র্যের একটি অংশ। যার সঙ্গে নেতিবাচক, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়ে ব্যক্তির জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কে?

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানা প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২(১০) ধারা অনুযায়ী তিনিই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যার ধারা-৩ এ বর্ণিত যে কোনে প্রতিবন্ধিতা রয়েছে।

৯ ধারা, বিধি ও দফাগুলোর বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট-২ ও ৩

প্রতিবন্ধিতার ধরন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতাসহ মোট ১১ (এগার) ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। এই আইনের ৪ থেকে ১৪ নং ধারা পর্যন্ত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসহ মোট ১১ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিস্তারিত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৫ নং ধারা অনুযায়ী জাতীয় সমন্বয় কমিটি আইনে বর্ণিত ১১ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে নতুন ও ভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন ঘোষণা করতে পারবেন। উল্লেখ্য, সিআরপিডি'র মতে প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান বিষয়। এ কারণে বাংলাদেশেও সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতাকে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। যেমন :অটিজম বাংলাদেশে অতিসম্প্রতি প্রতিবন্ধিতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যে সকল অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেগুলো উপভোগের জন্য একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩১(৬) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'এই ধারার অধীনে ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই আইন বা অন্য কোনো আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত কোনো সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না।' সুতরাং সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উচিত স্বপ্রণোদিতভাবে নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা শহর কমিটির নিকট থেকে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কার্যক্রমের আওতায় নিবন্ধিত হয়ে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন'র ৩১ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধিত না হলে বা পরিচয়পত্র সংগ্রহ না করলে কোটাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত কোন সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যাবে না।

শনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩১ নং ধারা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বিধিমালার ৪ নং বিধি অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ, নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যাবলী পরিচালিত হয়ে থাকে। নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র লাভের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে উপজেলায় বা শহর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেই উপজেলায় উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্রমতো, সেই শহর এলাকায় শহর কমিটির সভাপতির নিকট আবেদন দাখিল করতে হবে।
- নিবন্ধন পেতে ইচ্ছুক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং বা তার মা-বাবা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন এই আবেদন করতে পারবে।
- আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হবে।
- আইনে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার জন্য কয়েকটি সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। যেমন :

একজন প্রতিবন্ধী নাগরিকের তিনটি পরিচয়পত্র বা নিবন্ধন থাকবেঃ

১. জন্ম নিবন্ধন (শিশু বয়স থেকেই)

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন (শিশু বয়স থেকেই)

৩. ভোটার হিসেবে নিবন্ধন (১৮ বছর পূর্ণ হলে)

ক) আবেদন লাভের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিটিকে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে।

খ) কমিটির নিকট থেকে নির্দেশনা প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে কমিটির সদস্য সচিব বা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নিবন্ধন সম্পন্ন ও পরিচয়পত্র প্রদান করবেন।

গ) নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলে প্রত্যাখ্যানের কারণ জানার ৩০ দিনের মধ্যে জেলা কমিটিতে আপীল করতে হবে।

ঘ) জেলা কমিটি কর্তৃক ৪৫ দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করতে হবে।

oo নিবন্ধন ফরম পূরণের সময় সতর্কতার সাথে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৭(৫) মোতাবেক অসত্য ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধিত হওয়া বা পরিচয়পত্র লাভ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

oo আইনে নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনোভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হওয়া বা পরিচয়পত্র লাভের উপায় নেই। জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(৬)ধারা অনুয়ায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ড হতে পারে।

oo পরিচয়পত্র যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। হারিয়ে গেলে থানায় জিডি করতে হবে। হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে যত দ্রুত সম্ভব অনুলিপি ও ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্রের জন্য উপজেলা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট আবেদন করতে হবে। সদস্য সচিব ১৫ দিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র প্রদান করবেন।

নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী সেবা না পেলে কিংবা কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে নিবন্ধন হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হলে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা এর সদস্যদের সাথে অ্যাডভোকেসিমূলক কার্যক্রম চালাতে হবে। প্রয়োজনে ঊর্ধ্বতন কমিটির নিকট আবেদন করে প্রতিকার চাইতে হবে। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে নিবন্ধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে প্রতিকারের জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করা যেতে পারে।

প্রতিবন্ধিতার প্রমাণ ও চিকিৎসকের প্রত্যয়ন

বিধি-৪ মোতাবেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র লাভের আবেদন ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন লাগবে। উক্ত প্রত্যয়নে চিকিৎসক লিখবেন– আবদেনকারীকে পরীক্ষা করা হয়েছে। চিকিৎসক প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা উল্লেখ করবেন এবং নিজের নাম, পদবি, কর্মস্থল, চিকিৎসক হিসেবে বিএমডিসি কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বর উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করবেন। বিধি ৪(৮)-এ বলা হয়েছে– প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল বা অন্য কোনো সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসককে নির্দিষ্টকরণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি প্রদান এবং উক্ত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে সমাজসেবা অধিদপ্তর যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়, শরীর বা মনের বাহ্যিক প্রতিকূল বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থাকে অনেকে প্রতিবন্ধিতা বলে থাকেন। এটা ভুল ধারণা। একজন মানুষের শুধু বাহ্যিক অবস্থাটাই প্রতিবন্ধিতা নয়। বরং ইন্দ্রিয়, শরীর বা মনের প্রতিকূল বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থার সাথে উক্ত ব্যক্তির প্রতি সমাজের আরোপিত প্রতিবন্ধকতা যোগ হয়ে যে দশা হয়, সেটাই প্রতিবন্ধিতা। কিছু প্রতিবন্ধিতা বাহ্যিকভাবে শনাক্ত করা যায় না। এমনকি সহজে প্রমাণযোগ্যও নয়। এ সকল ক্ষেত্রে আইনজীবী, অধিকার কর্মী ও ডিপিও নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্টদের উচিত নিবন্ধিত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। মনে রাখতে হবে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(৫) ধারা অনুযায়ী মিথ্যা বা ভুল তথ্য দিয়ে নিবন্ধিত হওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

রেখাচিত্রে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র লাভের ধাপসমূহ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩১ ও বিধিমালার বিধি-৪ অনুযায়ী)

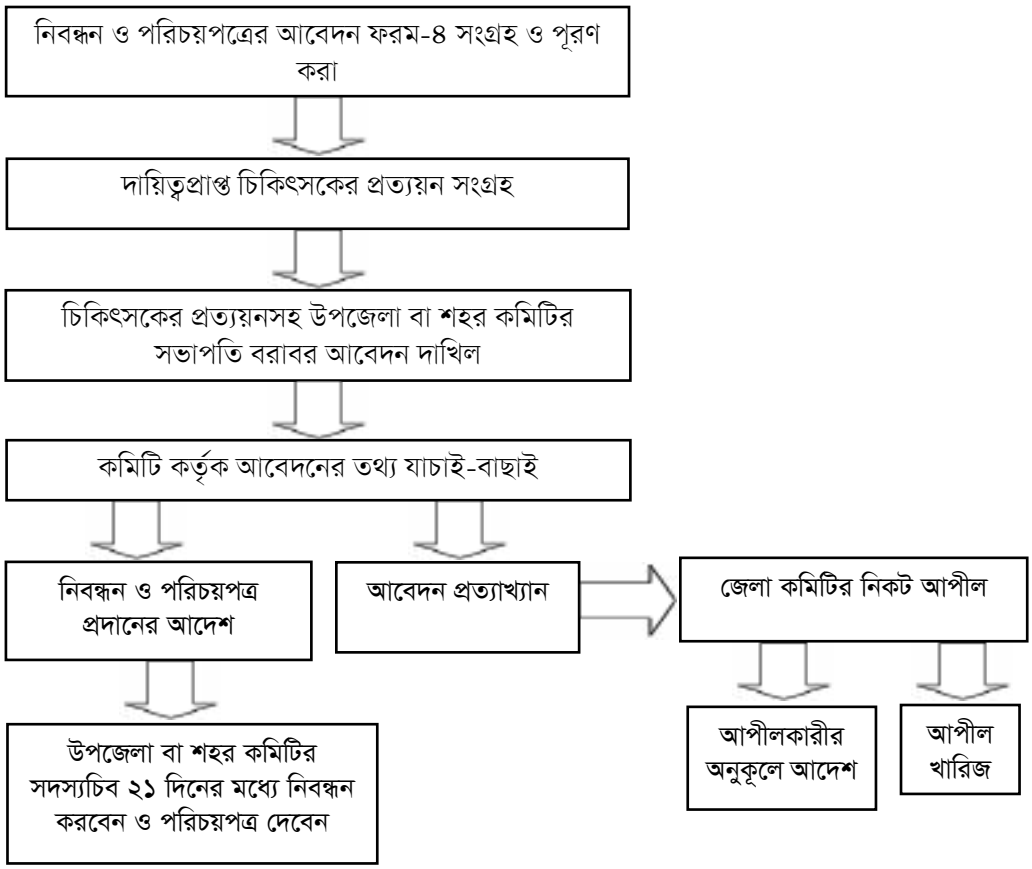

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি

[প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৭ থেকে ৩০]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী উপজেলা থেকে জাতীয় পর্যায়ে মোট পাঁচটি স্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক কমিটি রয়েছে। আইনে এ কমিটিসমূহের গঠন, ভৌগোলিক এখতিয়ার, সদস্যদের যোগ্যতা, দায়িত্ব বা কাজ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটিসমূহ হল :

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায়)

এ সকল কমিটি মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্যই গঠিত হয়েছে। জাতীয় সমন্বয় কমিটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। সমাজকল্যাণমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই কমিটির দায়িত্ব মূলত নীতি-নির্ধারণীমূলক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে সরকারকে আইনী সংস্কারসহ যে কোনো সুপারিশ করার এখতিয়ার রয়েছে এ কমিটির। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি হল একই মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় নির্বাহী কমিটি। বৈষম্যের কারণে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে জেলা কমিটির নিকট। সর্বনিম্ন স্তরের কমিটি হলো উপজেলা ও সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় অবস্থিত শহর কমিটি।

কমিটিগুলো নিজ নিজ কাজের বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ঊর্ধ্বক্রমে দায়িত্ববদ্ধ। যেমন : উপজেলা বা শহর কমিটি জেলা কমিটির নিকট এবং জেলা কমিটি নির্বাহী কমিটির নিকট বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে বাধ্য। জাতীয় সমন্বয় কমিটি থেকে নিম্নক্রমে কমিটিসমূহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। ঊর্ধ্বতন কমিটির নির্দেশনা ও পরামর্শ নিম্নতন কমিটিসমূহ বাস্তবায়নে দায়িত্ববদ্ধ। আবার প্রত্যেক কমিটির নিজ নিজ এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সরকারি ও বেসরকারি কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না তা পরিবীক্ষণের দায়িত্বও রয়েছে কমিটিসমূহের।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম হিসাবে আইনে ১৬টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ৮২টি কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২৯(২) ধারায় বলা হয়েছে, সরকার পর্যায়ক্রমে তফসিলে উল্লিখিত এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অন্যদিকে ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারেরর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে জাতীয় সমন্বয় কমিটি পরামর্শ প্রদান করবে। ফলে এটা অনুমেয়, তফসিলের কাজগুলো সরকার বাস্তবায়ন করলেও সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব জাতীয় সমন্বয় কমিটির উপর ন্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তফসিলের ১০(ঙ) নং দফায় বলা হয়েছে, সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারি-বেসরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা

করা হল একটি সুরক্ষা কার্যক্রম। এখন এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার উদ্যোগ নিতে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে জাতীয় সমন্বয় কমিটি। আর এরূপ নীতি বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হলে সেটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব জাতীয় নির্বাহী কমিটিসহ উপজেলা কমিটি পর্যন্ত সকল কমিটির উপর ন্যস্ত।

কমিটিসমূহের কিছু কাজ সাধারণ ও একই ধরনের। আবার কিছু কাজ কোনো একটি নির্দিষ্ট কমিটি ব্যতীত অন্য কমিটি করতে পারবে না। যেমন : নিজ নিজ এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কাজের সমন্বয় করার দায়িত্ব সকল স্তরের কমিটির রয়েছে। কিন্তু শুধু জেলা কমিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের জন্য ৩৬ ধারায় অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ কাজটি অন্য কোনো কমিটি করতে পারবে না। জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তির এখতিয়ার রয়েছে জাতীয় নির্বাহী কমিটির। আবার কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি দেখাশোনা করতে 'অসমর্থ' বিবেচিত হলে তার বা তার আইনগত অভিভাবক বা ডিপিও'র আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা বা শহর কমিটি উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারবে বা অন্যের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে। এ দায়িত্ব বা ক্ষমতা অন্যান্য কমিটির নেই।

একনজরে কমিটিসমূহের তুলনামূলক চিত্র[১০]

বিষয়/তথ্য	উপজেলা কমিটি	শহর কমিটি	জেলা কমিটি	নির্বাহী কমিটি	সমন্বয় কমিটি
গঠন					
মোট সদস্য সংখ্যা	১২-১৩ জন[১১]	সিটি কর্পোরেশনে ৯ জন; পৌরসভায় ৮ জন	১৪-১৫ জন[১২]	১৮ জন	২৮ জন
বেসরকারি সংস্থা/ ডিপিও থেকে মনোনীত সদস্য সংখ্যা	৩ জন (নারী ন্যূনতম একজন)	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২ জন; পৌরসভায় ২ জন (উভয় ক্ষেত্রে নারী ন্যূনতম একজন)	৩ জন (নারী ন্যূনতম একজন)	৪ জন (নারী=২ জন; পুরুষ=২ জন)	৭ জন (নারী=৪ জন; পুরুষ=৩)
কো-অপ্ট করার সুযোগ রয়েছে? [ধারা ২৬(২)]	সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোনো ব্যক্তিকে সরকার কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।				
কমিটির উপদেষ্টা	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	নেই	জাতীয় সংসদের স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সংসদ সদস্য[১৩]	নেই	নেই
সভাপতি	ইউএনও	ইউসিডি একটি থাকলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা; ইউসিডি একাধিক থাকলে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা	জেলা প্রশাসক	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১০ কমিটিসমূহের গঠন, দায়িত্ব ও কার্যাবলী এবং সদস্যদের যোগ্যতা বিস্তারিতভাবে জানতে সংযুক্তি-০২ দেখুন।

১১ পৌরসভা না থাকলে তথা মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি না থাকলে ১২ জন হবে।

১২ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা না থাকলে সদস্য ১৪ জন হবে।

১৩ নারী সদস্য থাকলে তিনি প্রাধান্য পাবেন।

বিষয়/তথ্য	উপজেলা কমিটি	শহর কমিটি	জেলা কমিটি	নির্বাহী কমিটি	সমন্বয় কমিটি
সদস্য সচিব	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ					
ন্যূনতম বাৎসরিক সভা কয়টি [ধারা ২৭(২)]	৬টি	৬টি	৪টি	৩টি	২টি
কমিটির সভায় এর সদস্য ব্যতীত অন্য কারো থাকার সুযোগ রয়েছে? [ধারা ২৭(৮)]	কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে কোনো বিশেষজ্ঞ বা ওয়াকেবহাল ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।				
সভার কোরাম	মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ				
কমিটি উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে? [ধারা ২৮]	হ্যাঁ				
কমিটি নিজ ক্ষমতা অন্যের উপর অর্পণ বা হস্তান্তর করতে পারবে? [ধারা ৩০]	শর্ত সাপেক্ষে পারবে।				
দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী					
সমন্বয়	নিজ এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করা।	নিজ এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করা।	সকল উপজেলা ও শহর কমিটি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত জেলার সকল সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, ডিপিওসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করা।	যে কোনো প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ডিপিও বা কমিটিসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়	মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয়

বিষয়/তথ্য	উপজেলা কমিটি	শহর কমিটি	জেলা কমিটি	নির্বাহী কমিটি	সমন্বয় কমিটি
পরামর্শ ও নির্দেশনা	উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা।	উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা।	উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা।	উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা।	যে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ডিপিও, কমিটিসমূহকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা।
পরিবীক্ষণ ও তদারকি	পরিবীক্ষণের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বলা নেই।	পরিবীক্ষণের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বলা নেই।	উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কমিটিসমূহের কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারকি করা।	কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারকি করা।	পরিবীক্ষণের দায়িত্ব নেই।
কোন কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একবার প্রতিবেদন পেশ করবে?	জেলা কমিটির নিকট	জেলা কমিটির নিকট	জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট	জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট	কারো নিকট প্রতিবেদন করতে বাধ্য নয়
অনন্য ও বিশেষ ধরনের কাজ [কোন কাজটি এই কমিটি ব্যতীত অন্য কোনো কমিটির এখতিয়ারে নেই?]	o প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ o প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান	উপজেলা কমিটির অনুরূপ	o ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদ নিষ্পত্তি o উপজেলা বা শহর কমিটি কর্তৃক কোনো ব্যক্তির নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি।	জেলা কমিটির ৩৬ ধারার ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি।	o সরকারকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান o আইনে বর্ণিত ১১ রকমের প্রতিবন্ধিতার বাইরে ভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করার ক্ষমতা। o কোনো কর্ম কোন কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী কি-না এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উপস্থাপিত হলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা।

কমিটি ও আইনের বাস্তবায়ন

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিগুলোর উপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন তথা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আইনের তফসিলে বর্ণিত কাজগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২৯(২) নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকার তফসিলে উল্লিখিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমঅধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে সরকার বলতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সরকারি দপ্তরকে বুঝায়। তফসিলের কোন কার্যক্রমটি কোন মন্ত্রণালয় করবে সেটা সুনির্দিষ্ট করা নেই। ফলে তফসিলের বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এটি কে করবে, অথবা এটি করার দায়িত্ব কার? সেটি আইনে সুনির্দিষ্ট নেই। আবার এ পরিকল্পনা ছাড়াও সরাসরি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ নিজ উদ্যোগে তফসিল অনুযায়ী কাজগুলো করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৮ নং ধারায় বর্ণিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্বগুলো পাঠ করলে অনুধাবন করা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকল্পে সরকারকে যে কোনো পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব জাতীয় সমন্বয় কমিটির উপর ন্যস্ত। একইভাবে এ কমিটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে সরাসরি পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। দেখা যাচ্ছে, তফসিল বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা বা এরূপ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকার বা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব হল সমন্বয় কমিটির উপর। এভাবে দেখানো যায়, আইনের অভিপ্রায় অনুযায়ী আইনের নিম্নোক্ত অংশ বা বিষয়গুলো কমিটিসমূহের উপর নির্ভরশীল (তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়) :

বিষয়/কাজ/আইনের বিধান	সংশ্লিষ্ট কমিটি
প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কার, বৈষম্যমূলক আইন বাতিল বা সংশোধন	জাতীয় সমন্বয় কমিটি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন, নীতি ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ	জাতীয় সমন্বয় কমিটিসহ সকল কমিটি
নতুন ধরনের প্রতিবন্ধিতাকে স্বীকৃতি দেয়া (ধারা ১৫)	জাতীয় সমন্বয় কমিটি
কোনো কর্ম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী কি-না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান	জাতীয় সমন্বয় কমিটি
৩৬ ধারার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য প্রশমন বা বিলোপ	জেলা কমিটি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বৈষম্য হ্রাস/বিলোপ এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা (ধারা ৩৩)	জেলা কমিটি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ	উপজেলা ও শহর কমিটি
সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান	উপজেলা ও শহর কমিটি এবং জেলা কমিটি

কমিটিসমূহের বিদ্যমান অবস্থা

সম্প্রতি দু'টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৪৫টি উপজেলা ও ১১টি জেলায় এ বিষয়ে এক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় :[১৪]

- ৪৫টি উপজেলার মধ্যে ১১টিতে কমিটি গঠিত হয়েছে।
- ১১ জেলার মধ্যে ৯টিতে কমিটি গঠিত হয়েছে।
- ১১টি উপজেলা কমিটিতে বেসরকারি ২২ জন সদস্যের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন ১৩ জন, যার মধ্যে প্রতিবন্ধী নারী ৭ জন।
- ৯টি জেলা কমিটিতে বেসরকারি ১৮ জন সদস্যের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন ৫ জন, যার মধ্যে প্রতিবন্ধী নারী ২ জন।
- ১১ উপজেলা কমিটির মধ্যে ৩টিতে গত এক বছরে কোনো সভা হয়নি। বাকিগুলোতে গড়ে ২টি করে সভা হয়েছে।
- ৯টি জেলা কমিটির মধ্যে ২টিতে নিয়মিত সভা হয়। বাকিগুলোতে কমিটি গঠিত হবার পর আর কোনো সভা হয়নি।

জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় ও নির্বাহী কমিটি গঠিত হয় ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। জাতীয় সমন্বয় কমিটিতে ৭ জন বেসরকারি সদস্যের মধ্যে একজন মাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। নির্বাহী কমিটিতে চারজনের মধ্যে একজনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নেই। কমিটি দু'টি গঠনের পর এখন পর্যন্ত কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ ছাড়া কমিটি গঠনে আইনের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। আইনে অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জেলা কমিটির নিকট অভিযোগ দায়েরের বিধান থাকলেও এখন পর্যন্ত এ রকম কোনো অভিযোগ কেউ দায়ের করেনি।

কমিটিসমূহে বেসরকারি সদস্য হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন হতে প্রতিনিধি মনোনয়নের বিধান থাকলেও দেখা যায়, এ নিয়মটি অনেক কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়নি। কমিটিসমূহ সঠিকভাবে গঠন করা হয়েছে কি-না বা নিয়মানুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে কি-না তা আইনজীবী, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং কমিটিসমূহে এ সকল বিষয়ে সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

কমিটিসমূহকে কার্যকর করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ

২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দেড় বছর পরেও ৩১ ও ৩৬ নং ধারা কার্যকর করার লক্ষ্যে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি না করা এবং আইনানুযায়ী কমিটিসমূহ গঠন ও কার্যকর না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে ব্লাস্ট, এনজিডিও এবং এনসিডিডব্লিউ ২০১৫ সালে একটি রিট মামলা দায়ের করে[১৫]। উক্ত রিট মামলায় বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিচারপতি আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত মহামান্য হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ ২০১৫ সালের ১৮ অক্টোবর তারিখে রুল জারি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিম্নোক্ত বিষয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করেন :

১. কেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ১৭, ১৯, ২১, ২৩ ও ২৪ ধারা মোতাবেক কমিটিসমূহ গঠনের পর কেন ৩১ ও ৩৬ ধারা কার্যকর করার জন্য জন্য প্রজ্ঞাপন জারির নির্দেশ প্রদান করা হবে না?

২. কেন একই আইনের ৪১ ধারা মোতাবেক বিধিমালা তৈরির নির্দেশ প্রদান করা হবে না?

রিট মামলাটি অদ্যাবধি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আদালতে অপেক্ষমাণ থাকলেও সরকার ইতিমধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

১৪ তথ্যসূত্র অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, তারিখ ১১/৪/২০১৮

১৫ ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য, রিট পিটিশন নং.৫০২৫/২০১৫

গ্রহণ করেছে। যেমন : ৩১ ও ৩৬ ধারা কার্যকর করার তারিখ নির্ধারণপূর্বক ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রজ্ঞাপন[১৬] প্রকাশ করেছে। ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে গেজেট নোটিশের মাধ্যমে বিধিমালা প্রকাশ করেছে[১৭]। জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন বা বেসরকারি সংগঠন থেকে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। বর্তমানে সরকার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করছে। এই কর্মপরিকল্পনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। আইনজীবী, অধিকারকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এই কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

কমিটিসমূহের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের জন্য করণীয়

কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য এ প্রতিবন্ধকতাগুলো থেকে উত্তরণের উপায়ও বের করা দরকার। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা ও এর উত্তরণের জন্য করণীয়সমূহ নিম্নরূপ হতে পারে।

আইনে প্রতিটি কমিটির সদস্য সচিব পদ রয়েছে। কিন্তু কমিটির দায়িত্ব পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যালয় তথা সাচিবিক কার্যালয়ের কথা বলা নেই। কমিটির দায়িত্ব যেহেতু সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং গবেষণা এমনকি ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কার্যালয় প্রয়োজন। এটি করা না হলে আইনের সুবিধাভোগীগণ একদিকে ভোগান্তির শিকার হতে পারেন, অন্যদিকে কমিটির কার্যক্রম শ্লথ হয়ে যেতে পারে।

প্রত্যেকটি কমিটির কার্যালয় পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লজিস্টিক সাপোর্ট এবং বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, দৈনন্দিন দাপ্তরিক ব্যয়, সভার ব্যয়, অনুসন্ধানকারীর ব্যয়, আসবাবপত্র, কাগজ-কলমসহ অফিস পরিচালনার উপকরণ ক্রয় বাবদ বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ না থাকলে কমিটির কার্যক্রম স্থবির হয়ে যাবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নও ব্যাহত হতে পারে।

কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে আইনের ২৬ নং ধারায় একটি মানদণ্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই মানদণ্ডে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার কথা বলা হয়নি। যেহেতু অধিকাংশ সদস্য পদাধিকারবলে নিযুক্ত হয়ে থাকেন সেহেতু এই মানদণ্ড নিশ্চিত করাও কঠিন। কিন্তু যিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন ও দক্ষ নন, তার পক্ষে আইনের অভিপ্রায় অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করাও অসম্ভব। এমতাবস্থায়, প্রত্যেক কমিটির সদস্যদের আবশ্যিক হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি।

কমিটির মোট সদস্যবৃন্দের তুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি কম। মনোনীত হয়ে সর্বোচ্চ ২ থেকে ৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কমিটির সদস্য হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের জন্য এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। একই কারণে কমিটিসমূহে নারীর সংখ্যাও সমানুপাতিক হবার সুযোগ কম। লিঙ্গ সমতা না থাকলে প্রতিবন্ধী নারীদের বিষয়গুলো সঠিকভাবে গুরুত্ব নাও পেতে পারে। তাই প্রয়োজনে ২৬(২) ধারার ক্ষমতাবলে নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কো-অপ্ট করতে হবে।

কমিটির কার্যাবলীর সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যত বেশি সম্পৃক্ততা তৈরি হবে কমিটিসমূহ তত বেশি প্রতিবন্ধীবান্ধব হয়ে উঠবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২৮ ধারার ক্ষমতাবলে উপ-কমিটি গঠন করা যায়। এ সকল উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হলে কমিটির কাজের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত কমিটির সদস্য না হয়েও সম্পৃক্ত হতে পারবেন। একইভাবে ৩০ ধারার ক্ষমতাবলে ডিপিও এবং এর সদস্যদের উপর কমিটির বিভিন্ন কাজের

১৬ এস.আর.ও. নং ০২-আইন/২০০৬, তারিখ ৫ জানুয়ারী ২০১৬

১৭ এস.আর.ও. নং ৩৪৪-আইন/২০১৫, তারিখ ২২ নভেম্বর ২০১৫

দায়িত্ব হস্তান্তর করা। যেমন : ৩৬ ধারার অভিযোগ অনুসন্ধান করা বা শুনানী গ্রহণ করা বা নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি কাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটিসমূহকে অনেক সময় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ অনুযায়ী গঠিত কমিটিসমূহের প্রতিরূপ মনে হলেও কমিটিসমূহের কাজের ধরন ও ক্ষমতা থেকে বোঝা যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিসমূহ পূর্বের কমিটিগুলো থেকে অনেকটাই সক্রিয় ও শক্তিশালী। অধিকন্তু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আন্দোলন কল্যাণ আইন প্রণয়নের পর যেমন বেগবান হয়েছিল তেমনি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অনেক অধিকার কর্মী ও সংস্থা কমিটিসমূহ যাতে যথাযথ প্রজ্ঞার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে সে বিষয়ে তৎপর হয়েছে। যত বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আইনজীবীর মাধ্যমে বা নিজ উদ্যোগে নিজের অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধানগুলো প্রয়োগ করবে, কমিটিগুলো তত বেশি অধিকার রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষতিপূরণের আবেদন ও নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষতিপূরণের আবেদন ও নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ

[প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৬]

৩৬ ধারার আবেদন নিষ্পত্তির এখতিয়ার জেলা কমিটির নিকট এবং জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তির এখতিয়ার জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট ন্যস্ত। এ অধ্যায়ে ৩৬ ধারায় কীভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যায় এবং সেই আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বৈষম্য কী?

এই আইনের ২(২০) ধারায় বৈষম্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'বৈষম্য' অর্থ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় অন্যায্য আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড উক্ত অন্যায্য আচরণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যথা :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করা;

(খ) পক্ষপাতমূলক আচরণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী হিসাবে প্রাপ্য কোনো সুযোগ বা সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি বা কম সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকাণ্ড।

এখানে জ্ঞাতব্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২(১১) নং ধারা অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বলতে কেবল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬ ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলোকেই বুঝায় না, বরং দেশের প্রচলিত আইনে এবং আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে উল্লিখিত অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকারকেও বুঝায়। ফলে, বৈষম্যের সংজ্ঞা বেশ ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ

বৈষম্যের কারণে ক্ষতিপূরণ লাভের বিষয়টি ডিপিও ও ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনেকটা নতুন। সংশ্লিষ্টদের এরূপ কার্যধারায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নেই। আবার সমাজ থেকে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ করতে হলে ৩৬ ধারায় ব্যাপক পরিমাণ পদক্ষেপ গ্রহণ বা ক্ষতিপূরণের আবেদন করা জরুরি। যত বেশি আবেদন জমা হবে এবং যত বেশি ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করা হবে তত বেশি বৈষম্য বিলোপ হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে। ৩৬ ধারার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ডিপিওসমূহকে সচেষ্ট হতে হবে। ক্ষতিপূরণের আবেদনপত্র তৈরি করা, আবেদন দাখিল করা, আবেদন নিষ্পত্তির বিভিন্ন ধাপে করণীয়, নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, আপীল আবেদন নিষ্পত্তি এবং চূড়ান্ত আদেশ কার্যকরসহ ৩৬ ধারা সম্পর্কে ডিপিওসমূহকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

রেখাচিত্রে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন এবং বিধিমালা অনুযায়ী)

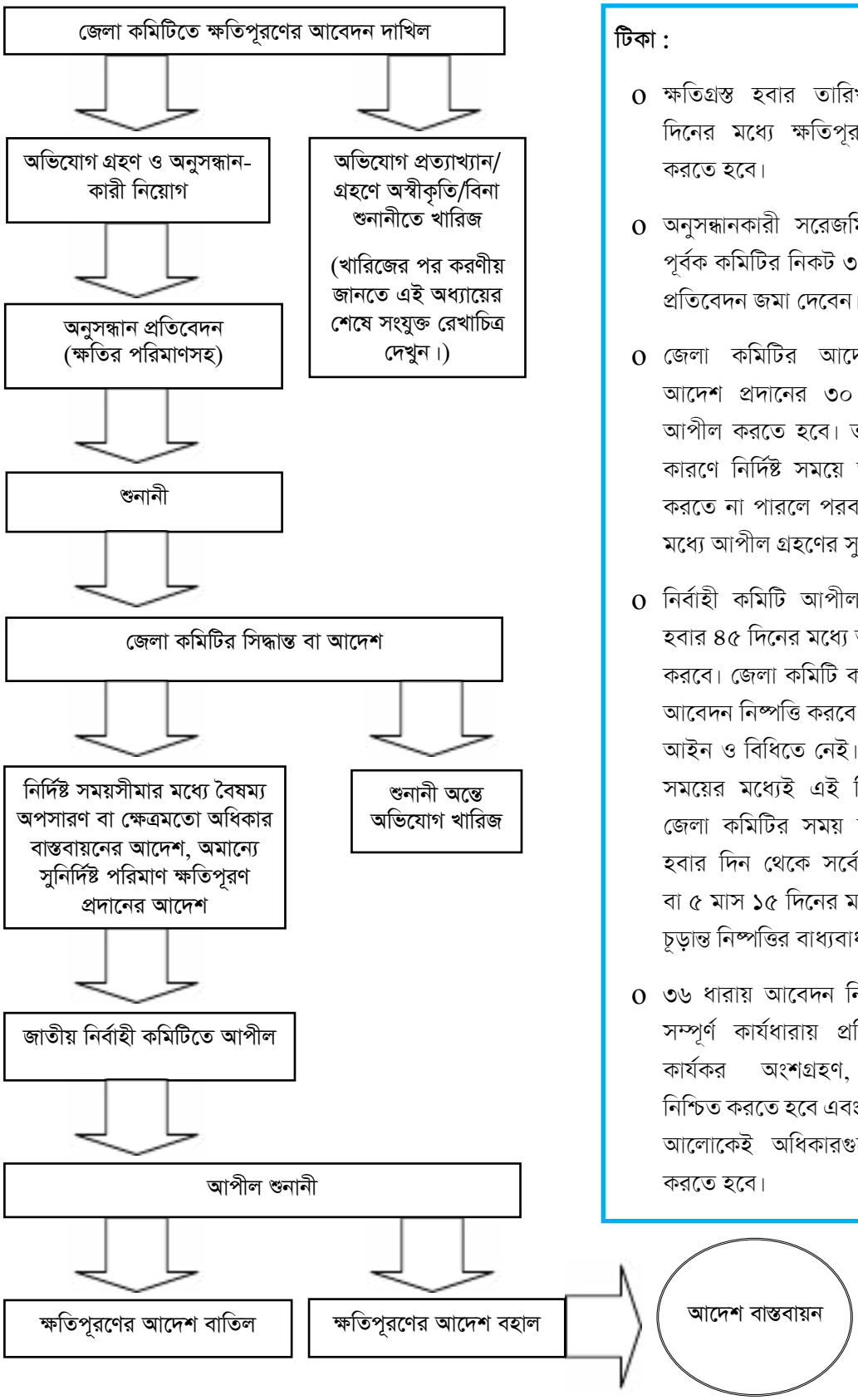

টিকা :

- ক্ষতিগ্রস্ত হবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে হবে।
- অনুসন্ধানকারী সরেজমিন অনুসন্ধান-পূর্বক কমিটির নিকট ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবেন।
- জেলা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে হবে। তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্দিষ্ট সময়ে আপিল দায়ের করতে না পারলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপীল গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
- নির্বাহী কমিটি আপীল আবেদনপ্রাপ্ত হবার ৪৫ দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করবে। জেলা কমিটি কতদিনের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করবে, সে সময়সীমা আইন ও বিধিতে নেই। তবে যৌক্তিক সময়ের মধ্যেই এই নিষ্পত্তি কাম্য। জেলা কমিটির সময় বাদে ক্ষতিগ্রস্ত হবার দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৬৫ দিন বা ৫ মাস ১৫ দিনের মধ্যে আপীলসহ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- ৩৬ ধারায় আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কার্যকর অংশগ্রহণ, অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সিআরপিডি'র আলোকেই অধিকারগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তি

কোন পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে?

কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বা একাধিক কার্য সম্পন্ন হলেই আইনের ৩৬(২) নং ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে :

১. কোনো প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করলে; বা

২. কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করলে; অথবা

৩. কোনো কার্যের দ্বারা বা কার্য করা হতে বিরত থাকার ফলে বা আইনে বর্ণিত কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ।

কে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন?

বিধি-৫(১) সুস্পষ্টভাবে বলেছে, যার বিরুদ্ধে বৈষম্য হয়েছে বা যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনি নিজে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন। বুদ্ধি, অটিজম, সেরিব্রাল পালসি ও মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে এরূপ আবেদন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে তাদের আইনগত অভিভাবকগণ আবেদন দাখিল করার অধিকারী হবেন।

কার বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করতে পারবেন?

বৈষম্যের জন্য দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ বা বৈষম্যের প্রতিকার দাবি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটিতে আবেদন করা যাবে। আইনের ৩৬ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোনো কোম্পানি হয়, তাহলে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ লঙ্ঘনের দায়ে দায়ী হবে, যদি না তিনি/তারা প্রমাণ করতে পারেন যে, উক্তরূপ লঙ্ঘন তার/তাদের অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে, অথবা উক্তরূপ লঙ্ঘন প্রতিরোধে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন (ধারা-৪০)। কোম্পানি বলতে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হবে (ব্যাখ্যা-ক, ধারা-৪০)। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিচালক বলতে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বোঝাবে (ব্যাখ্যা-খ, ধারা ৪০)। অর্থাৎ, কৃত্রিম ও ন্যাচারাল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করা যাবে । প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হতে পারে।

কত দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে?

বিধিমালার ৫(১) নং বিধিতে বলা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তারিখ থেকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল করা যাবে। আইন ও বিধিতে তামাদি সময়ের কথা বা তামাদি আইনের প্রযোজ্যতার কথা বলা নেই। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাবার পর আবেদন করা যাবে কি-না কিংবা বিলম্ব মার্জনা করে আবেদন গ্রহণের ক্ষমতা জেলা কমিটির রয়েছে কি-না, সে বিষয়টি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। তাই ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যেই আবেদন করা শ্রেয়।

কোথায় আবেদন দাখিল করবেন?

সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে হবে। 'সংশ্লিষ্ট কমিটি' কোনটি, সে বিষয়ে আইন ও বিধি কোনো ধারণা প্রদান করেনি। তবে 'সংশ্লিষ্ট কমিটি' বলতে যেখানে বৈষম্য বা অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে সে এলাকাটি যে জেলার অন্তর্গত সে জেলার কমিটিকে সংশ্লিষ্ট কমিটি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অন্যদিকে এর বিপরীত মতামতও রয়েছে। যেমন : অনেকে মনে করেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার জন্য প্রণীত একটি বিশেষ আইন, সেহেতু ভুক্তভোগীর সুবিধার জন্য তিনি যে জেলায় বসবাস করেন সে জেলা

কমিটিতেও আবেদন করা যেতে পারে। আশা করা যায়, কমিটিসমূহের অনুশীলন অথবা সরকারের নির্দেশনার মাধ্যমে এ বিষয়টি অদূর ভবিষ্যতে পরিষ্কার হবে।

জেলা কমিটির সভাপতি তথা জেলা প্রশাসক বরাবর ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে হবে। জেলা কমিটির নির্দিষ্ট কার্যালয় নেই বিধায় আবেদন দাখিলের স্থান কোনটি হবে তা সুস্পষ্ট নয়। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক কমিটির সদস্য সচিব বিধায় আবেদনপত্র তার কার্যালয়ে দাখিল করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসকের দপ্তরেও ৩৬ ধারায় আবেদন করা যেতে পারে। আবার সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় এরূপ আবেদন করার সুনির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। কমিটি বা সরকার এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত আপাতত আবেদন দাখিলের পূর্বে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে আবেদন দাখিলের সঠিক স্থান সম্পর্কে জেনে নেয়া ভালো।

আবেদন দাখিলের পদ্ধতি কী?

আবেদন কোন পদ্ধতিতে দাখিল করতে হবে, সেটি আইনে বলা নেই। তবে, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে কিংবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ ক্ষতিপূরণের আবেদন দাখিল করা যেতে পারে। আবেদন দাখিলের সময় অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আবেদন গ্রহণের রশিদ বা প্রমাণ সংগ্রহ করা উচিত। প্রচলিত অনুশীলন ও অন্যান্য আইনের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে ক্ষতিপূরণের আবেদন ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ডাকযোগেও প্রেরণ করতে পারে বলে অনেকে মতপ্রকাশ করেন।

আবেদন গৃহীত না হলে কী করবেন?

কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণের আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে পরবর্তী করণীয় বা আপীল বা রিভিউ-এর সুযোগ রয়েছে কি-না সে বিষয়ে আইনে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। আইনে আপীলের সুযোগ না থাকলেও আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করা যেতে পারে। আপীলেও কোনো প্রতিকার না পেলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালতে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক রিট আবেদন করা যেতে পারে।

আবেদন যৌক্তিক সময়ে নিষ্পত্তি না হলে কী করবেন?

আইন বা বিধিমালায় জেলা কমিটি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। তাই জেলা কমিটি কর্তৃক আবেদনগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিলম্বের আশঙ্কা থাকতে পারে। কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক সময়ের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরবর্তী করণীয় বা আপীল বা রিভিউ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। এ ক্ষেত্রেও আইনজীবীগণ বলেন, যৌক্তিক সময়ের মধ্যে আবেদনে সাড়া প্রদান না করলে কিংবা জেলা কমিটির নিকট আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির তদবির করতে হবে তথা দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন করতে হবে। এর পরও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করা যেতে পারে। আপীলেও কোনো প্রতিকার না পেলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালতে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক রিট আবেদন করা যেতে পারে।

অনুসন্ধান

বিধিমালার বিধি ৫-এর উপবিধি ১ অনুযায়ী কোনো ক্ষতিপূরণ বা বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য জেলা কমিটির নিকট কোনো আবেদন করা হলে জেলা কমিটি প্রয়োজনে বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য বিধি ৫-এর উপবিধি ২ অনুযায়ী কমিটির কোনো সদস্য বা সরকারি কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি সরেজমিন অনুসন্ধানপূর্বক জেলা কমিটির নিকট তার রিপোর্ট দাখিল করবেন। এই রিপোর্টে বিষয়টির প্রকৃত বিবরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে ।

শুনানী

বিধি ৫-এর উপ-বিধি (৪) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি প্রয়োজনে অভিযুক্ত উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রাপ্তির পর প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের শুনানী গ্রহণ করবে। এই বিধিমালায় ভুক্তভোগী বা আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণের কথা বলা হয়নি বিধায় আবেদনকারীকে শুনানীতে অংশগ্রহণের আবশ্যকতা বা আইনী বাধ্যবাধকতা নেই। তবে শুনানী গ্রহণ করলে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী করা আবশ্যক। আবেদনকারীর অজ্ঞাতে তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তিনি এই যুক্তিতেই আপীল দাখিল করতে পারেন।

- কতটি বৈঠকে বা সর্বোচ্চ কতদিনের মধ্যে শুনানী সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে আইন ও বিধিতে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। অতিদ্রুত বা অত্যধিক বিলম্বে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সুষ্ঠু বিচারনীতির লঙ্ঘন। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে শুনানীসহ আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়টি অভিযোগের সকল পক্ষের অধিকার।

জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আদেশ

আইন ও বিধি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরাসরি ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই কমিটির। কমিটি ক্ষতিপূরণের আবেদনটি অনুসন্ধান ও শুনানীর পরে যদি যথার্থ মনে করে তাহলে আগে বৈষম্য দূর করা বা ক্ষেত্রমতো অধিকার বাস্তবায়নের আদেশ প্রদান করবে। এই আদেশ মান্য করা না হলেই কেবল ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসবে। বিধি ৫-এর উপ-বিধি (৫) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি প্রাপ্ত অনুসন্ধান রিপোর্ট পর্যালোচনা সাপেক্ষে ও শুনানী গ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বৈষম্য দূর করার জন্য বা ক্ষেত্রমতো অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করবে। একই সাথে, জেলা কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সামর্থ্য বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করবে (উপ-বিধি ৬)।

আবেদন খারিজ বিষয়ে আইন বা বিধিতে সরাসরি কিছু বলা না হলেও, এটা বুঝা যায় যে, অভিযোগের বিষয়টি যথার্থ প্রতীয়মান না হলে কমিটি আবেদনটি খারিজের আদেশ দেবে।

- আইন ও বিধি এরূপ খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার সুযোগ সুস্পষ্টভাবে রাখা হয়নি।

ক্ষতিপূরণের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য কমিটিকে অবহিতকরণ

কমিটি কর্তৃক বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে বৈষম্য দূর করা না হলে বা ক্ষেত্রমতো অধিকার বাস্তবায়ন করা না হলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি লিখিতভাবে জেলা কমিটিকে অবহিত করবেন এবং ক্ষতিপূরণের আদেশ কার্যকর করার জন্য তদবির করবেন তথা আবেদন করবেন।

আবেদন নিষ্পত্তির কার্যধারায় উপ-কমিটির সহায়তা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২৮ ধারা অনুযায়ী যে কোনো কমিটি তার কাজে সহায়তার জন্য কমিটির এক বা একাধিক সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করতে পারে। ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির কার্যধারায় সহায়তার জন্য জেলা কমিটি প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন করতে পারে। আবেদনের সংখ্যা বেশি হলে কিংবা কমিটির সদস্যদের ব্যস্ততার কারণে আবেদন নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হলে জেলা কমিটি উপ-কমিটির সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। এরূপ উপ-কমিটি গঠন করা হলে জেলা কমিটি দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেবে। তবে উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে না। উপ-কমিটি অনুসন্ধান বা শুনানী গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা কমিটিকে সহায়তা করতে পারবে।

ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব অর্পণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী যে কোনো কমিটি এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য এর কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করতে পারে। জেলা কমিটি প্রয়োজনে এই ধারার ক্ষমতা ব্যবহার করে দক্ষ ব্যক্তিকে ৩৬ ধারার আবেদন নিষ্পত্তির জন্য নিয়োগ করতে পারে। বিশেষ করে আবেদনের সংখ্যা বেশি হলে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ৩০ ধারার ক্ষমতাবলে কমিটি এর সদস্যদের ৩৬ ধারায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে আপীল দাখিল ও নিষ্পত্তি

কোথায় আপীল আবেদন দাখিল করতে হবে?

জেলা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে যে কোনো পক্ষ জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল আবেদন দাখিল করতে পারবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ৩৬ ধারার ৫ উপ-ধারা হল জেলা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের আইনগত ভিত্তি। বিধিমালার বিধি-৫ এর উপ-বিধি (৭) ও (৮) এ আপীল দাখিল ও নিষ্পত্তি বিষয়ে বিবৃত হয়েছে। আইন ও বিধিমালায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। যেহেতু জাতীয় নির্বাহী কমিটির সচিবালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সেহেতু এই সচিবালয়েই আপীল আবেদন দাখিল করতে হবে। তবে, নির্বাহী কমিটি ভিন্নরূপ নির্দেশনা দিলে কিংবা আপীলের স্থান নির্ধারণ করে দিলে সে অনুযায়ী আপীল দাখিল করতে হবে।

- ধারা ৩৬ (৭) মোতাবেক জাতীয় নির্বাহী কমিটির আদেশ এতদ্‌বিষয়ে চূড়ান্ত ও সকল পক্ষের উপর বাধ্যকরী। আপীলের সিদ্ধান্তে কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে উচ্চ আদালতে ন্যায়বিচার চেয়ে রিট আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

কে আপীল দাখিল করতে পারবেন?

যার বা যাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করা হয়েছে কেবল তারাই জেলা কমিটির আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন। আবেদন খারিজ করা হলে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারী আপিল করতে পারবেন, যদিও আইনে বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।

কার বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন?

ধারা ৩৬ (৫) ও বিধি ৫ (৭) মোতাবেক জেলা কমিটির আদেশ তথা জেলা কমিটির বিরুদ্ধে আপীল আবেদন করতে হবে।

কত দিনের মধ্যে আপীল দাখিল করতে হবে?

ধারা ৩৬ (৫) অনুযায়ী জেলা কমিটি কর্তৃক আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করতে হবে। তবে, একই ধারা মোতাবেক নির্বাহী কমিটি যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয়– আপীলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল করতে পারেন নাই তাহলে নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল আবেদন গ্রহণ করতে পারবে।

আপীল শুনানী

এই আইনের ধারা ৩৬ এর ৬ উপধারা অনুযায়ী জাতীয় নিবার্হী কমিটি উপ-ধারা ৫ এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনে বিষয়টির উপর উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে আপীল নিষ্পত্তি করতে আইনানুযায়ী বাধ্য। জেলা কমিটির মতোই আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য শুনানী বিষয়ক অনুসরণীয় বিষয়াদি আইন কিংবা বিধিমালা কোনোটাতেই বিস্তারিত আলোচনা করেনি। সুষ্ঠু বিচারের সাধারণ নীতিসমূহই এখানে আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসরণ করা উচিত।

আপীল আদেশ

নির্বাহী কমিটি সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পর্যালোচনা ও উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ সাপেক্ষে হয় আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করবে অথবা তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপীলটি খারিজ করবে (ধারা-৩৬, উপ-ধারা-৬)। 'প্রয়োজনীয় আদেশ'বলতে কী বুঝাবে তা আইন ও বিধিমালায় ব্যাখ্যা করা না হলেও ধারণা করা যায়, নির্বাহী কমিটি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস বা পরিবর্তন করতে পারবে।

আদেশের মান্যতা

অধিকার আইনের ৩৬(৭) ধারা এবং বিধিমালার বিধি ৫(৯) অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যকরী। ৮ উপধারার অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে কী করবেন?

আপীলের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে যে কোনো পক্ষ উচ্চ আদালতে রিট আবেদন দাখিলের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে পারে।

রায় বা আদেশ কার্যকরকরণ

ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশপ্রাপ্ত হলে দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আদিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আবেদনকারীকে পরিশোধ করতে বাধ্য [ধারা-৩৬(৮)]। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যর্থ হলে The Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে প্রক্রিয়ায় আদায় করা হয় সেই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করে আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করা হবে [ধারা-৩৬(৯)]। জাতীয় নির্বাহী কমিটি ক্ষতিপূরণ আদায়ের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ব্যাংক হিসাব জব্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অনুরোধ করতে পারবে।

কমিটির সদস্যগণ ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির সময় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে কাজ করবেন বলে সকলেই প্রত্যাশা করেন। প্রশিক্ষিত সদস্য ন্যায়বিচারের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই কমিটির সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ডিপিও নেতৃবৃন্দকে এ সকল বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং ৩৬ ধারার সুষ্ঠু প্রয়োগের স্বার্থে স্থানীয় কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নেয়া হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

রেখাচিত্রে ক্ষতিপূরণের আবেদন নিষ্পত্তির পর্যায়সমূহ (প্রচলিত আইন, প্র্যাকটিস ও ন্যায়বিচারের সাধারণ নীতি অনুযায়ী)

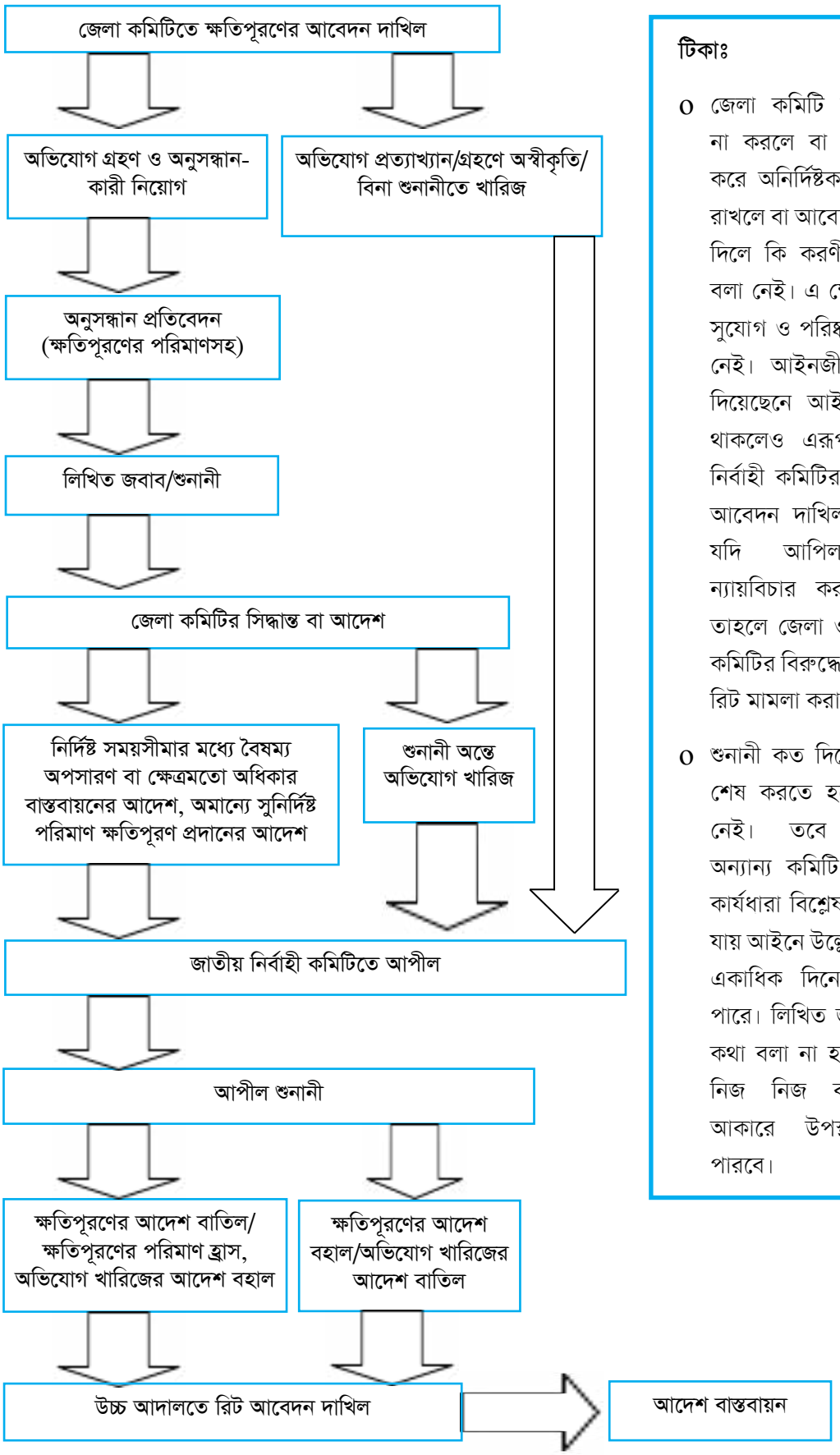

টিকাঃ

- জেলা কমিটি আবেদন গ্রহন না করলে বা আবেদন গ্রহন করে অনির্দিষ্টকাল ধরে ফেলে রাখলে বা আবেদন খারিজ করে দিলে কি করণীয় তা আইনে বলা নেই। এ ক্ষেত্রে আপিলের সুযোগ ও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই। আইনজীবীগণ পরামর্শ দিয়েছেনে আইনে উল্লেখ না থাকলেও এরূপ পরিস্থিতিতে নির্বাহী কমিটির নিকট আপিল আবেদন দাখিল করাই শ্রেয়। যদি আপিল কর্তৃপক্ষও ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয় তাহলে জেলা ও নির্বাহী উভয় কমিটির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট মামলা করা যেতে পারে।
- শুনানী কত দিনে বা কতবারে শেষ করতে হবে তা আইনে নেই। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য কমিটি ও কমিশনের কার্যধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আইনে উল্লেখ না থাকলেও একাধিক দিনে শুনানী হতে পারে। লিখিত জবাব দাখিলের কথা বলা না হলেও উভয়পক্ষ নিজ নিজ বক্তব্য লিখিত আকারে উপস্থাপন করতে পারবে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার

[প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কী?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১) নং ধারায় (ক) থেকে (ন) পর্যন্ত মোট ২০টি (বিশ) উপধারাতে প্রায় ২৮টি অধিকারের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকারের এই তালিকাটি চূড়ান্ত নয়। সরকার প্রয়োজন মনে করলে অন্যান্য অধিকারকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে [১৬(১)(প)]। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বলতে শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬ নং ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলোকেই বোঝাবে না। কারণ, এ আইনের ২(১১)নং ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হল :

- ধারা-১৬ তে উল্লিখিত অধিকারসমূহের যে কোনো এক বা একাধিক অধিকার এবং
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে উল্লিখিত অন্য কোনো অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার।

অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধান, প্রজ্ঞাপন বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে স্বীকৃত অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হবে। একইভাবে সিআরপিডিসহ বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লিখিত সকল অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকারও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন মোতাবেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল বৈষম্য। এ আইন অনুযায়ী বৈষম্য নিষিদ্ধ এবং বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ৩৬ ধারার আওতায় ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী। বৈষম্যের বিরুদ্ধে যত বেশি ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হবে বৈষম্য তত কমবে। কারণ ক্ষতিপূরণের দায় থেকে বাঁচার জন্য সকলেই তখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে।

৩৬ ধারায় আবেদনের দায়িত্ব বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের। তাদের সহায়তার দায়িত্ব আইনজীবী, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ডিপিওসহ সকল সচেতন মহলের উপর ন্যস্ত। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মাতা-পিতা, আইনগত বা বৈধ অভিভাবক কিংবা ডিপিওসমূহ অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সঠিকভাবে ৩৬ ধারায় আবেদন করা সম্ভব নয়। এ কারণে ডিপিও এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১৬ ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা জরুরি। তাই প্রয়োজনীয় উদাহরণ, কেস স্টাডি ও প্রচলিত প্রাসঙ্গিক আইনের রেফারেন্স দিয়ে এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

এক নজরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬ ধারায় বর্ণিত অধিকারসমূহ

ধারা নং	উপধারা শিরোনাম	অধিকার
১৬(১) (ক)	পূর্ণমাত্রায় বাঁচিয়া থাকা ও বিকশিত হওয়া	প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন ধারনের সমঅধিকার রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে নানান গুণ, সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। সকলের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও জীবনের সকল সৃজনশীলতা, গুণাবলী ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের অধিকার রয়েছে। সমাজের নানান ভুল ধারণা ও ঘৃণাবোধজনিত অপরাধ বা হেইট ক্রাইমের শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। অনেক সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা হয়রানির কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। আটক অবস্থায় অব্যবস্থাপনা ও অপ্রবেশগম্যতার কারণেও তাদের মৃত্যু হয়। এ রকম নানান নির্মম ঘটনায় তাদের জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

ধারা নং	উপধারা শিরোনাম	অধিকার
১৬(১) (খ)	সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা	উপার্জন করা, স্বাস্থ্যসেবা নেয়া বা না নেয়া, আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণের আইনী কর্তৃত্ব সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রয়েছে। তাদের ন্যায়বিচার লাভের অধিকারও রয়েছে।
১৬(১) (গ)	উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকার লাভের অধিকার রয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্যভাবে প্রাপ্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশোনা করার অধিকারও তাদের রয়েছে। এই সম্পদ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে ভোগ করার ক্ষেত্রে অন্যদের সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে অন্যদের অন্যায় প্রভাব ও বেআইনী হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।
১৬(১)(ঘ)	স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মতপ্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে। লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। তারা যেভাবে তথ্য পেতে চায় সেইভাবেই তথ্য দিতে হবে। তথ্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও সহায়তা লাভের অধিকারও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রয়েছে।
১৬(১)(ঙ)	মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজে সকলের সাথে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাজ ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো আশ্রয়কেন্দ্র বা হাসপাতালে রাখা যাবে না। বিয়ে করা ও সংসার করার অধিকার রয়েছে। কখন ও কয়টি সন্তান নেবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারও রয়েছে।
১৬(১)(চ)	প্রবেশগম্যতা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চারপাশের সব কিছুতে অবাধ প্রবেশগম্যতার অধিকার রয়েছে। এই প্রবেশগম্যতা হবে অবকাঠামোগত, তথ্যগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও মনোভাবগত প্রতিবন্ধকতামুক্ত। যানবাহন ও সেবা প্রদানের সকল ব্যবস্থায় এই প্রতিবন্ধকতামুক্ত প্রবেশগম্যতা থাকতে হবে। সকল গণস্থাপনা (পাবলিক প্লেস) ও সকলের যাতায়াত আছে এমন ব্যক্তিগত স্থাপনাগুলো এমনভাবে সংস্কার করতে হবে, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত অবাধে প্রবেশ করতে পারেন।
১৬(১)(ছ)	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জীবনের সর্বস্তরে পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং তাদের বঞ্চিত হবার ঘটনাকে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ সমাজের সকলের উপর ন্যস্ত।
১৬(১)(জ)	শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ	একীভূত বা সমন্বিত সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে সর্বাধিক শিক্ষাগত ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য পৃথক ও কার্যকর সহায়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন যা-ই হোক না কেন, শিক্ষাপদ্ধতি একীভূত শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
১৬(১)(ঝ)	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি	সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈষম্যহীনভাবে কাজে নিয়োগ লাভের অধিকার রয়েছে। নিয়োগের শর্ত, নিয়োগ প্রক্রিয়া, কর্মে বহাল থাকা, পদোন্নতি, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশসহ সবকিছুই বৈষম্যহীন হতে হবে। সমসুযোগ ও সমবেতন এবং হয়রানি থেকে সুরক্ষা ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ছাড়াও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ ন্যায্য ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা নং	উপধারা শিরোনাম	অধিকার
১৬(১)(ঞ)	কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকার, অন্যথায় যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি	চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিবন্ধিতার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে চাকুরীচ্যুত করা যাবে না। বরং একই চাকুরীতে ও একই পদে অবিলম্বে ফিরে আসার বা চাকুরী শুরু করার অধিকার রয়েছে। প্রয়োজনে যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন বা রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করে চাকুরীতে বহাল রাখতে হবে। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও পুনর্বাসনের অধিকারও রয়েছে।
১৬(১)(ট)	নিপীড়ন হতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তি;	নিপীড়ন ও খারাপ আচরণ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ, ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে উপযুক্ত/সুলভ/সহজপ্রাপ্য/সেবা, সহায়ক উপকরণ ও অন্যান্য চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
১৬(১)(ঠ)	প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তি;	বৈষম্যহীনভাবে সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রয়েছে। বিনামূল্যে বা ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্বাস্থ্য বীমাসহ স্বাস্থ্যসেবার সকল কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিগম্যতার অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে চিকিৎসকগণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবেন।
১৬(১)(ড)	শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা' প্রাপ্তি (reasonable accommodation)	শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন বা রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন লাভের অধিকারী। এর অর্থ হল, বিদ্যালয় বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এমনভাবে পদ্ধতিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করবেন যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সকলের সাথে সমানভাবে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন।
১৬(১)(ঢ)	শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধা লাভের অধিকারী। তারা বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চলাচল সহায়তা, প্রযুক্তিগত সহায়ক উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা লাভের অধিকারী, যাতে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সমাজে ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ে একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক পুনর্বাসন কর্মসূচির সুবিধা লাভের অধিকারী। পুনর্বাসন সুবিধা হবে স্বেচ্ছামূলক। অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটি করা যাবে না। সমাজ ও নিজ সম্প্রদায়ের খুব কাছাকাছি এটা করতে হবে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এ সুবিধা থাকতে হবে।
১৬(১)(ণ)	মাতা-পিতা বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হলে বা তার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হলে, যথাসম্ভব, নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন	পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আর্থিক সহায়তা লাভের অধিকারী। যাদের পরিবার ভরণপোষণ বা আবাসনের সংস্থান করতে সক্ষম নয় তারাও এই সহায়তা লাভের অধিকারী। দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণও আর্থিক সহায়তা লাভের অধিকারী। এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সুবিধা লাভের অধিকারী।

ধারা নং	উপধারা শিরোনাম	অধিকার
১৬(১)(ত)	সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক জীবন, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের আওতায় তারা কপিরাইট সংরক্ষিত কর্ম (ছবি, গেমস, সফটওয়্যার ইত্যাদি) ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতিতে লাভের অধিকারী। মূলধারার ক্রীড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।
১৬(১)(থ)	শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারাভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ	শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়ের স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে। একই সাথে বাংলা ইশারাভাষা বা তাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোনো পদ্ধতিতে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।
১৬(১)(দ)	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য একান্তভাবে সংরক্ষণ করার বা গোপন রাখার অধিকার রয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্যের অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। তাদের সুনাম ও সম্মানের উপর অনাকাঙ্খিত আক্রমণ প্রতিরোধে যথাযথ সুরক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।
১৬(১)(ধ)	স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-সহায়ক ও সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা গঠন ও পরিচালনার অধিকার রয়েছে। সংস্থার নিবন্ধন ও পরিচালনা পদ্ধতি তাদের জন্য সহজসাধ্য ও অভিগম্য হতে হবে।
১৬(১)(ন)	জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ; এবং	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র লাভ, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান ও নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। নিবন্ধন ও শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি, তথ্য দেয়া বা নেয়াসহ সার্বিক পরিবেশ তাদের উপযোগী হতে হবে।
১৬(১)(প)	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো অধিকার।	উপরোক্ত অধিকারগুলো ছাড়াও যদি অন্য কোনো অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সরকার আদেশ (প্রজ্ঞাপন) জারির মাধ্যমে এই তালিকায় আরো অধিকার যুক্ত করতে পারবে।

পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে থাকা এবং বিকশিত হওয়া [ধারা ১৬(১)(ক)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১০, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ক) এবং সংবিধানের অনু.৩২]

পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকার অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ক) নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়ার অধিকার থাকবে। একইভাবে, সিআরপিডি'র ১০ নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক মানুষের জন্মগতভাবে জীবনের অধিকার থাকার বিষয়টি পূণর্ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, 'অন্য ব্যক্তিদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত যাতে কার্যকরভাবে জীবনের অধিকার ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে পক্ষরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' অর্থাৎ, কেবল আইনে জীবনের অধিকার থাকার কথা উল্লেখ করলেই হবে না; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত যাতে এ অধিকার

বাধাহীনভাবে ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করাও পক্ষরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব। একইভাবে প্রতিবন্ধী নাগরিকের জীবনের অধিকার লঙ্ঘনকারী কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্যও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রয়েছে বাংলাদেশের। শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন নয় বরং বাংলাদেশে বসবাসকারী দেশি-বিদেশি সকল মানুষের জীবনের অধিকার রক্ষা করা বাংলাদেশ সরকারের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ জীবনের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

জীবনের অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত সচরাচর যেসব প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকেন বা সাধারণত যে উপায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে, সেসব ব্যাপারে সরকার, আইনজীবী, আইনী সেবা প্রদানকারী সংস্থাসহ সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, কেবলমাত্র প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। বিশ্বজুড়েই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত বিশেষত বুদ্ধি ও মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত মারাত্মক হেইট ক্রাইমস[১৮] বা ভ্রম-তাড়িত অপরাধের শিকার হচ্ছেন। জীবন সংকটে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা চলমান থাকবে, না-কি বন্ধ করে দেয়া হবে, সেটিও নির্ধারণ করেন অন্যরা। এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয় না। আরো কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। যথা :

১. হাসপাতাল, কারাগার বা অন্য কোনোভাবে হেফাজতে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনের অধিকার প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। হেফাজতে থাকাকালীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অনেক সময় নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়ে থাকেন। অমানবিক ব্যবস্থাপনা, অপর্যাপ্ত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসা সেবা[১৯] কিংবা প্রবেশযোগ্য অবকাঠামোর অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অনেক সময় মৃত্যুবরণ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৬ সালে ইন্টার-আমেরিকান হিউম্যান রাইটস কোর্টের নিকট প্রতীয়মান হয়েছিল যে, একটি রাষ্ট্রীয় কারাগার অপ্রবেশগম্য হওয়ার কারণে একজন হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী নারী কারাবন্দিকে স্থানান্তরের সময় তিনি পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় গুয়েতেমালাকে উক্ত প্রতিবন্ধী নারীর জীবনের অধিকার লঙ্ঘন করার দায়ে দায়ী করা হয়[২০]। যদিও প্রতিবন্ধী কারাবন্দির সংখ্যা কম তথাপিও তাদের জন্য কারাগার ও কারাবাস বিষয়ক সুবিধাদি খুবই অনুপযুক্ত।

২. মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বা দীর্ঘ মেয়াদি কোনো সেবার জন্য রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত প্রায়শ মৃত্যুবরণ করেন। ঠিকভাবে খাবার ও ঔষধ দেয়া হয় না, যত্ন করা হয় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক বলে প্রায়ই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করা হয়। ২০০৬ সালে ইন্টার আমেরিকান হিউম্যান রাইটস কোর্ট ব্রাজিলকে একজন মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায়ে দায়ী করে। কারণ জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিটি ছিলেন একজন মনো-সামজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। মানসিক হাসপাতালে ভর্তির তিন দিন পর মারাত্মক প্রহার এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্নসহ তার মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়[২১]।

৩. প্রতিবন্ধিতার কারণে অনেক সময় হত্যাকাণ্ড বা আত্মহত্যার প্ররোচনার ঘটনা ঘটে। এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ক)-এর লঙ্ঘন। অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার কারণে নানা প্রকারের হয়রানি এবং জবরদস্তির শিকার হয়ে থাকেন। ২০১০ সালে বগুড়া মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মধুসূদন চক্রবর্তী তার কথা বলার সীমাবদ্ধতার কারণে তার প্রতি শিক্ষকসহ অন্যদের বিরক্তিকর আচরণ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।

১৮ হেইট ক্রাইম হল এমন কিছু অপরাধ যেগুলো বর্ণবাদী আচরণের কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন : বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উত্যক্ত করা হয় তাদের প্রতিবন্ধিতার কারণে। সম্প্রতি যেমন বাঙালি হবার কারণে বৃটেনে বাংলাদেশের নাগরিকরা এসিড নিক্ষেপসহ বিভিন্ন মারাত্মক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন।

১৯ আইএসিএইচআর পিএম ৪৪০/১৬ জাহীর সিপারসাড, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো (২০১৭)

২০ ছিনছিলা সান্ডোভাল বনাম গুয়েতেমালা (২০১৬), ইন্টার-আমেরিকান মানবাধিকার আদালত, নং ১২.৭৩৯

২১ জিমেন্স লোপেজ বনাম ব্রাজিল (২০০৬), ইন্টার-আমেরিকান মানবাধিকার আদালত নং ১২.২৩৭

৪. আশ্রয়ের অভাবে জীবনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এর ফলে জীবনের অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মহামান্য হাইকোর্ট বিভিন্ন সময় বস্তি উচ্ছেদ মামলায় নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, জীবনের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবিকা এবং আশ্রয়ের অধিকার নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের উপর বাধ্যকরী। রাষ্ট্র বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে কোনো ব্যক্তিকে জোর করে স্থানান্তর করতে পারবে না। একইভাবে রাষ্ট্র যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও থেরাপির সেবা থেকে বঞ্চিত করে তবে তা জীবনের অধিকারের লঙ্ঘনের শামিল হবে।[২২] তবে জীবনের প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন সব বিষয়ই জীবনের অধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী নাও হতে পারে। সিআরপিডি কমিটিতে নিষ্পত্তিকৃত অন্তত দুটো কেসে এ কথা বলা হয়েছে[২৩]।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ক) নং ধারায় বর্ণিত বেঁচে থাকার অধিকারটি একই আইনের ১৬(১)(ট)[২৪] তে উল্লিখিত নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকারের সাথে অনেকটা সম্পর্কিত। তাই এই দুটো অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারও প্রায় একই রকম হবে। এই দুটো অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেই একদিকে দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে, অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারার আওতায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায়ে ক্ষতিপূরণও আদায় করা যাবে।

বিকশিত হওয়ার অধিকার

বিকশিত হওয়া বলতে শারীরিক, মানসিক ও চিন্তার বিকাশকেই বোঝায়। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য মৌলিক চাহিদাসমূহ বিনোদন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং তথ্যপ্রাপ্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিন্তা ও বিবেক তথা মানসিক বিকাশের কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী উপযোগী পদ্ধতিতে শিক্ষা, তথ্য আদান-প্রদান, সংস্কৃতি-চর্চা, খেলাধুলাসহ উল্লিখিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে বাধ্য। এ অধিকারসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে বৈষম্যহীনভাবে বা কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই ভোগ করতে পারেন সে নিশ্চয়তা রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কোনো এজেন্সি যদি এ অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক করে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার অভিভাবক সংশ্লিষ্ট সংগঠন বৈষম্যকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী।

উদাহরণ-০১: লালন-পালনে অসুবিধা হওয়ায় হত্যাকাণ্ডের শিকার প্রতিবন্ধী শিশু লাবিব

লাবিব হাসান রিয়েন ৫ (পাঁচ) বছর বয়সী বহুমুখী প্রতিবন্ধী শিশু। বুদ্ধি ও বাকপ্রতিবন্ধিতা ছিল এই শিশুটির। খিঁচুনিও ছিল। তাদের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম দেয়ার কারণে লাবিবের মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে তার বাবা হাবিবুর রহমান। বাবা ও সৎ মায়ের সাথে লাবিব কুমিল্লাতে তার বাবার কর্মস্থলে বসবাস করত। লাবিবের প্রতিবন্ধিতার কারণে তাকে লালন-পালনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তার পরিবার। এ কারণে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ঘাতক পিতা। সে ৮ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে ঠাণ্ডা মাথায় চাকু দিয়ে লাবিবকে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুন করে। ঘাতক নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে আহত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার পর ময়মনসিংহ কারাগারে আটক রাখা হয়। ঘটনার পরদিন শিশুটির মা ফুলবাড়ীয়া থানায় এজাহার দায়ের করেন। দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা হয়। হত্যাকারী দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করে। পুলিশ সুরতহাল করেছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। ঘটনার পাঁচ মাস অতিবাহিত হলেও (২৮ মে ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত) ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

---

২২ ইরেন বনাম আর্জেন্টিনা, ইন্টার-আমেরিকান মানবাধিকার কমিশন, নং ৩৭৬/১৫

২৩ এইচ.এম. বনাম সুইডেন (২০১২), সিআরপিডি কমিটি, নং ৩/২০১১

২৪ এক্স. বনাম আর্জেন্টিনা (২০১৪), সিআরপিডি কমিটি, নং ৮/২০১২।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *লাবিব সাধারণ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়নি। সে তার প্রতিবন্ধিতার কারণে এই নৃশংশতার শিকার হয়েছে। এ কারণে ফুলবাড়িয়া উপজেলা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক কমিটি লাবিব হত্যার বিষয়ে সভা আয়োজন করেছে। সভায় লাবিব হত্যা মামলাটি নিষ্পত্তির পূর্ব পর্যন্ত ফলোআপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটি। এ কমিটি নিজ ক্ষমতাবলে কার্যকর তদন্ত সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। উপজেলা কমিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সবচেয়ে নিকটবর্তী কমিটি। সকল উপজেলা কমিটি যদি নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে তৎপর থাকে এবং আইন বাস্তবায়ন করে তাহলে লাবিবের মতো শিশুদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।*

২. *ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন জমা না দিলে লাবিবের ন্যায়বিচার লাভের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। পুলিশের তদন্ত সঠিকভাবে না হওয়ার কারণেও লাবিবের ন্যায়বিচারের পথ সংকুচিত হতে পারে। এ সকল কারণে যদি সে বা তার পরিবার ন্যায়বিচার না পায় তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের সুরক্ষা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আরোপের দায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(১) ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। লাবিব হত্যার ঘটনায় ইতিবাচক ফল না আসলেও দায়িত্বে ব্যর্থতার কারণে ময়নাতদন্ত ও তদন্তের দায়িত্বে ব্যক্তি/সংস্থার বিরুদ্ধে লাবিবের পরিবার ৩৬ ধারায় আবেদন করতে পারবে।*

৩. *মেডিকেল টেকনোলজির উন্নতির কারণে মাতৃগর্ভস্ত সন্তানের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। ইদানীং একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়– গর্ভের সন্তানের প্রতিবন্ধিতা আগাম শনাক্ত করা হলে সেই সন্তানটিকে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই হত্যা করে ফেলা হয় কিংবা ভ্রুণ হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে একমাত্র মায়ের জীবন বাঁচানো ছাড়া ভ্রুণ হত্যার সুযোগ নেই। ভ্রুণ হত্যা বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর পরও প্রতিবন্ধিতার আশঙ্কার কারণেই ভ্রুণ হত্যা করা খুবই উদ্বেগের বিষয়। প্রতিবন্ধিতার কারণে ভ্রুণ হত্যার মতো মর্মান্তিক ও জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়ে আইনজীবী, অধিকার কর্মী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে।*

৪. *প্রতিবন্ধিতার কারণে নিজের পরিবারের নিকট বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিগ্রহ, সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে থাকে। এ ধরনের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার বা উচ্চকণ্ঠ না হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর নিপীড়ন বৃদ্ধি পাবে। লাবিব হত্যার সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার কারণে যারা মানুষের উপর নির্যাতন করে তাদের প্রতি কড়া বার্তা প্রদান করা উচিত। এ বিষয়ে পুলিশ, আইনজীবী, আইনী সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও বিচার প্রশাসন তথা আদালতসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সু-সমন্বিত উপায়ে কাজ করতে হবে।*

সর্বক্ষেত্রে আইনী সমান স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা [ধারা ১৬(১)(খ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১২ ও ১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(খ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ৩১, ৩৫]

সিআরপিডি'র ১২ ও ১৩ অনুচ্ছেদে সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি ও বিচারগম্যতার অধিকারকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অধিকার দুটোকেই একই ধারা ১৬(১)(খ) তে উল্লেখ করেছে। পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে অধিকার দুটো পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

সমান আইনী স্বীকৃতি

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত সর্বত্রই সমান আইনী স্বীকৃতি লাভের অধিকারী। তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যদের ন্যায় সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগের অধিকারী। বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমতার কথা বলা থাকলেও সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতির কথা সরাসরি বলা হয়নি। উল্লেখ্য, সমান আইনী স্বীকৃতি থাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান আইনী সক্ষমতাও থাকবে। 'আইনী সক্ষমতা' বিষয়টি স্বাভাবিক ও আইনসৃষ্ট বা কৃত্রিম ব্যক্তি[২৫] উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অধিকার ভোগের জন্য ব্যক্তির আইনী কর্তৃত্ব ও আইনী বাধ্যবাধকতা থাকা আবশ্যক।

বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে অনেক ক্ষেত্রে আইনী সক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সংবিধান ভোটাধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারসহ অনেক বিষয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান আইনী স্বীকৃতি দেয়নি। সংবিধানের ১২২(১)(গ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক কোনো ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোনো নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হবার অধিকারী হবেন না, যদি কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক তার সম্পর্কে 'অপ্রকৃতিস্থ' বলে ঘোষণা বহাল না থাকে।[২৬] একইভাবে ৬৬(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার বা সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি কোনো উপযুক্ত আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন।' উল্লেখ্য, সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতার উপর রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীসহ বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হওয়া বা নিযুক্ত থাকার যোগ্যতা নির্ভরশীল বিধায় সংবিধানের এরূপ বিধানের কারণে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হবার আইনী সক্ষমতা নেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের। ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ৭(১)(গ) ধারাতেও নাগরিকের ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত হবার যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে– (ভোটার তালিকায়) এমন প্রত্যেক ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকিবে, যিনি যোগ্যতা অর্জনের তারিখে কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত নহেন।' চুক্তি আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত কোনো প্রকার চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন না। মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ একটি চুক্তি বিধায় এই ধর্মের অনুসারী বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের আইনগত যোগ্যতা বা আইনী সক্ষমতা নেই। কর্মক্ষেত্রে যোগদানের ক্ষেত্রেও নিয়োগকারীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চুক্তি স্বাক্ষরের আইনী যোগ্যতা না থাকায় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত কাজ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ শুধু সমান আইনী স্বীকৃতি না থাকার কারণেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

এ ধরনের বৈষম্যমূলক আইন সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১২ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(খ) এর পরিপন্থী। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকারসহ যে সকল বিষয়ে সংবিধান নিজেই সমান আইনী স্বীকৃতির অধিকার রোধ করে রেখেছে, সেগুলো বাতিল বা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া দরকার।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বা সামাজিক সংস্কৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ সংস্কৃতি বা প্রবণতা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বেশি দেখা যায়। এ সংস্কৃতি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনী সক্ষমতা বা সমান আইনী স্বীকৃতি লাভের অধিকার পরিপন্থী। সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অভিপ্রায় হল– প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এমনভাবে সহায়তা করা যাতে তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করতে পারেন। যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যের সহযোগিতা ছাড়া নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকেন সে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কাউকে সাহায্যকারী নিয়োগের পরিবর্তে আদালত বা পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এমনভাবে সহযোগিতা প্রদান করবেন, যেন তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ যাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি সমাজে প্রকটভাবে বিদ্যমান তাদের সমান আইনী স্বীকৃতি লাভের আইনগত অধিকার সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে হলে সমাজের বিদ্যমান সংস্কৃতি পরিবর্তনের বিকল্প নেই। এ বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ও সমন্বিত উপায়ে কাজ করতে হবে।

---

২৫ আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি দু'ধরনের হয়ে থাকে। আইনের ভাষায় মানুষ হল স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ন্যাচারাল পার্সন। আরেক ধরনের ব্যক্তি রয়েছে যাদেরকে আইনের ভাষায় কৃত্রিম ব্যক্তি বলা হয়। আইনের দ্বারা কৃত্রিম ব্যক্তি সৃষ্টি করা যায়। যেমন: কোম্পানী, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হল কৃত্রিম ব্যক্তি। এদের বিরুদ্ধেও মামলা করা যায় এবং এরাও অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে

২৬ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ এর ৪৩ ধারাবলে (গ) ও (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১২(৪) এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনী কর্তৃত্বের 'রক্ষাকবচ' প্রণয়নের কথা বলেছে। এ রক্ষাকবচ প্রণয়নের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে :

১. একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিরোধিতা করতে পারে এমন কোনো উপায়ে তার সম্পদ তার আইনানুগ অভিভাবক ব্যবহার করতে পারবে না;

২. কোনো আইনানুগ অভিভাবক বা পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থের সাথে সংঘাত হতে পারবে না। এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থের কথা বিবেচনা করেও আইনানুগ অভিভাবক বা পেশাদার মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূলে কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত থাকবেন।

৩. আইনগত অভিভাবক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখেন না। যেমন : একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি মনে করেন, এমন কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে যে তার সম্পদ দেখাশোনা করতে পারবে, তাহলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে বা অন্য কাউকে দিতে পারবে না।

৪. কোনো মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গুরুতর ক্ষতির ঝুঁকি এড়ানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠিক ঐ সময় পর্যন্ত আটকে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন।

৫. পাঁচ বছর আগে একজন আইনানুগ অভিভাবক নিযুক্ত হয়। এই পাঁচ বছরে তার দায়িত্ব কখনোই আদালত দ্বারা পর্যালোচিত হয়নি। এমতাবস্থায় আদালতের তত্ত্বাবধান ব্যতীত একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন না।

অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনেকেই বলপূর্বক গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্বকরণ[২৭], ঔষধ সেবনে বাধা[২৮], যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘস্থায়ী আটকাবস্থা[২৯], দীর্ঘ মেয়াদি অনিচ্ছাকৃত হাসপাতালে ভর্তি করা[৩০], ভোটাধিকার থেকে বিরত রাখা[৩১], দত্তক গ্রহণ[৩২] বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে[৩৩] অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত করা, শিশু হেফাজতে নেওয়ার অধিকার[৩৪] বাজেয়াপ্ত করাসহ আরও অনেক অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনগত কর্তৃত্ব উপভোগের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাদেরকে এ সকল অধিকার উপভোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ জন্যই এইসব আইনে এ সম্পর্কিত বিধান রাখা হয়েছে, যা অন্যদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বারণ করে বরং এর পরিবর্তে অন্যরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এমনভাবে সহযোগিতা করবে যেন তারা তাদের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে।

উদাহরণ- ০২ : আদালতের নির্দেশে বন্ধ হল বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সুচিতার গর্ভপাত; সুরক্ষিত হল আইনী স্বীকৃতির অধিকার

ভারতের চণ্ডিগড় রাজ্যের সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি আশ্রয় কেন্দ্রের আশ্রিতা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী সুচিতা শ্রীবাস্তব। ৭ বছর বয়সে তার পরিবার তাকে রাস্তায় ফেলে যাওয়ার পর থেকে সে ঐ প্রতিষ্ঠানে আছে। একটু বড় হওয়ার পর ঐ প্রতিষ্ঠানের অনেক

২৭ গাওয়ার বনাম ফ্রান্স (২০১১), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ৬১৫২১/০৮ [অগ্রাহ্য]।
২৮ প্লেসো বনাম হাঙ্গেরি (২০১২), ইউরোপিয়ান মানবাধিকার আদালত, নং ৪১২৪২/০৮।
২৯ বুরেস বনাম চেক রিপাবলিক (২০১২), ইউরোপিয়ান মানবাধিকার আদালত, নং ৩৭৬৭৯/০৮ ।
৩০ কেজিয়র বনাম পোল্যান্ড (২০১২), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ৪৫০২৬/০৭।
৩১ কিস বনাম হাঙ্গেরি (২০১০), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ৩৮৮৩২/ ০৬।
৩২ এক্স. বনাম ক্রোয়েশিয়া (২০০৮), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ১১২২৩/০৪।
৩৩ লাশিন বনাম রাশিয়া (২০১৩), ইউরোপিয়ান মানবাধিকার আদালত, নং ৩৩১১৭/০২।
৩৪ কার্সকোভিক বনাম ক্রোয়েশিয়া (২০১১), ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত, নং ৪৬১৮৫/০৮ [অপ্রকাশিত]।

কর্মচারী দ্বারাই সে বেশ কয়েকবার ধর্ষণের শিকার হয়। ক্রমাগত যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণে ১৮ বছর বয়সে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যেহেতু মেয়েটি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এবং তার অভিভাবক ছিল সরকার, তাই সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল তার মানসিক বয়স ৯ বছর বিধায় তার ভালোর জন্যই গর্ভপাত করানো জরুরি। গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার কর্মীদের বিরোধিতার জন্য তারা গর্ভপাত করাতে পারেনি। এমতাবস্থায় সরকার পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে সুচিতার গর্ভপাত করানের অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। আদালত বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে রিপোর্ট প্রদান করার আদেশ দেন। উক্ত কমিটির অনুসন্ধানে সুচিতা সন্তান নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী বলে জানা গেলেও আদালত সরকারকে গর্ভপাত করানোর অনুমোদন দেন। আদালত তার রায়ে জানান, সরকার মেয়েটির অভিভাবক হিসেবে তার গর্ভপাত করাতে পারে।

উক্ত রায়ে ভারতে ব্যাপক তোলপাড় হয় এবং ভারতের কিছু সমাজকর্মী উক্ত বিষয়ে কোর্টের মতামত চেয়ে আপিল করেন। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায়কে বাতিল ঘোষণা করেন। আদালত উল্লেখ করেন, 'মৃদু থেকে মধ্যম মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মানুষেরা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে, যদিও কখনো কখনো তাদের অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। পরিশেষে আদালত এই সিদ্ধান্ত দেন, তার আইনগত অভিভাবক হলেও রাষ্ট্র সুচিতার একান্ত নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না বরং তার সন্তান লালন-পালন করতে সহায়তা করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *সুচিতা বাংলাদেশের নারী হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অধীনে সে সমান আইনী স্বীকৃতির দাবি করতে পারত। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩৬ ধারায় অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারত। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান আইনী স্বীকৃতি লাভের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে এরূপ ঘটনায় যথাযথভাবে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আইনী পদক্ষেপের ফলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্যদিকে অধিকার লঙ্ঘনকারী সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান আইনী স্বীকৃতি বিষয়ে সচেতন হবে।*

২. *বাংলাদেশের আইনে একমাত্র সন্তানসম্ভবা মায়ের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজন ব্যতীত গর্ভপাত নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। যদি সংশ্লিষ্ট সরকারি লোকেরা শুধুমাত্র সরকারি টাকা বাঁচানোর জন্য সুচিতার গর্ভপাত ঘটাত তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ফৌজদারী মামলাও দায়ের করতে পারত।*

বিচারগম্যতার অধিকার

সিআরপিডিএ'র অনুচ্ছেদ ১৩ অনুযায়ী পক্ষরাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিচার প্রাপ্তির জন্য অন্যদের ন্যায় সমতার ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সিআরপিডি অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায় বিচারপ্রাপ্তির জন্য রাষ্ট্র 'পদ্ধতিগত এবং বয়স উপযোগী' সুবিধা প্রদান করবে। এই সুবিধাসমূহ থানা, আদালত, আইন সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, কারাগার ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে। এই সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্র যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বোপরি আদালত, থানা, কারাগার এবং আইন সহায়তা দানকারী সংস্থার এ বিষয়ে আগাম পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের সুযোগ থাকতে হবে।[৩৫]

তদন্তসহ সকল বিচারিক কার্যধারায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা জরুরি।

---

৩৫ 'এ মিনিংফুল অপরচুনিটি টু পার্টিসিপেইট : এ হ্যান্ডবুক ফর জর্জিয়া কোর্ট অফিসিয়ালস অন কোর্টরুম অ্যাকসেসিবিলিটি ফর ইনডিভিজ্যুয়াল উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস'(ডিসেম্বর, ২০০৪), http://www.georgiacourts.org/files/ADAHandbk_MAY_05_800.pdf

- শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন থানা এবং আদালত ভবনে প্রবেশ করতে পারেন[৩৬]।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আনীত ফৌজদারী মামলার এজাহার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে পুলিশ গ্রহণ করবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আনীত ফৌজদারী অভিযোগ বিষয়ে সাড়া দিয়ে পুলিশকে অনুসন্ধানের প্রতি যত্নবান হয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজে নিয়োজিত হতে হবে।
- মামলা শুনানীর স্থান যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য না হয় তবে এমন স্থানে শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবেন।
- শুনানীসহ বিচারিক কার্যধারার সকল স্তরে যা ঘটবে তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বোধগম্য হতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিকট বিচারিক তথ্য সরবারহের জন্য ব্রেইল, ইশারাভাষা অনুবাদকের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ব্রেইল এবং ইশারাভাষা অনুবাদকের সহযোগিতা গ্রহণ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারবেন ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলের ১২ নং দফায় এ বিষয়ে রাষ্ট্রের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই তফসিল অনুযায়ী–

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কার্যকরভাবে সুবিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ঘরে-বাইরে লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণসহ সকল ধরনের শোষণ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হতে সুরক্ষার জন্য যথাযথ চিকিৎসাসহ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নিরাপত্তা হেফাজতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপযোগী 'সেফ হোম'-এ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে ভাষাগত যোগাযোগের প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

উদাহরণ-০৩ : ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিয়ে– বেআইনী সালিশে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হল বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারী নাজিফা (ছদ্মনাম)

রংপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে নাজিফা আক্তার (২৮)। সে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী। তার পিতা-মাতা তাকে আত্মীয়র বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে পাঠায়। একদিন বাড়িতে কেউ না থাকায় কৌশলে ৬০ বছর বয়সী গৃহকর্তা মনছুর আলী তাকে ধর্ষণ করে এবং সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এই ঘটনা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবন্ধী নারীদের একটি ডিপিও'র নেত্রী মনছুর আলীর কাছে যান এবং প্রথমে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। চেয়ারম্যান এই বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে একটি সালিশ ডাকেন। সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মনছুর আলী নাজিফাকে বিয়ে করে বৈধ স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু কিছুদিন পর মনছুর আলী সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। প্রতিবন্ধী নারী নেত্রীরা বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যানকে আবার জানান। সমাধানের জন্য তাকে চাপ প্রয়োগ করেন। এর পর প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পর্যায়ের একটি সংস্থার নেতৃবৃন্দ নাজিফার বাড়িতে যান এবং ঘটনার বিস্তারিত শোনেন। তারা স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করে সালিশের মাধ্যমে এর সমাধান দিতে বলেন। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা নাজিফার ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবেন বলে জানান। চেয়ারম্যান মনছুর আলীকে বিষয়টি

৩৬ টেনেসি বনাম লেন (২০০৪), ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রিম কোর্ট, ৫৪১ ইউএস ৫০৯, ১২৪ এস.সিটি ১৯৭৮ (২০০৪)

সম্পর্কে অবহিত করেন। পরবর্তীতে মনছুর আলী মুসলিম শরীয়ত অনুযায়ী নাজিফাকে ১ লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। নাজিফাকে ৫ শতক জায়গা লিখে দেয়। বর্তমানে নাজিফা ও তার সন্তান মনছুর আলীর বাড়িতেই থাকে। প্রতিবন্ধী নেত্রীবৃন্দ মনে করছেন নাজিফা ন্যায়বিচার পেয়েছে।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *বাংলাদেশে ধর্ষণের অপরাধ আপোষযোগ্য নয়। নাজিফার উপর নির্যাতনের ঘটনাটি আইনের নির্ধারিত পন্থায় সমাধান না করে বেআইনী প্রক্রিয়ায় সমাধান করায় নাজিফা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।*

২. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনী অধিকার লাভে বাধা দেয়ার অভিযোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(১) ধারায় এই আপোষের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।*

৩. *ধর্ষণের ঘটনা সালিশে মীমাংসা করা হলে সমাজে ধর্ষণের অপরাধ বৃদ্ধি পাবে। তাই কোনো যুক্তিতেই এটি করা উচিত নয়।*

উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(গ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১২(৫), প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(গ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(গ) তে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির অধিকার থাকবে। একইভাবে সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১২(৫) এ বলা হয়েছে– রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদের মালিকানা অর্জন উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২-এ বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর এবং অন্যভাবে সম্পত্তি বিলি বণ্টনের অধিকার থাকবে।

উত্তরাধিকার একটি জন্মগত অধিকার। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে বুদ্ধি অথবা মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন মেটানোর প্রথম আর্থিক অবলম্বন হল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি এবং সম্পত্তির মালিকানার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের আর্থিক বিষয়গুলোতে নিয়ন্ত্রণের অধিকার, ব্যাংক লোন পাওয়ার ব্যাপারে অন্য সবার সাথে সমান সুযোগ থাকা এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত না হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তার উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

সিআরপিডি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধানের সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উত্তরাধিকার ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকারপ্রাপ্তিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে না। কিন্তু হিন্দু আইনে মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা ছিল। যার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পিতা-মাতা বা অন্যান্য মৃত স্বজনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। পরবর্তীকালে এ বাধা অপসারণ করা হয়। তথাপি উত্তরাধিকার সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ও আইন সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে প্রায়ই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হলেও বাস্তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধী নারীরা উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির বেলায় বেশি মাত্রায় বৈষম্যের ঝুঁকিতে থাকে। বিবাহজনিত কারণে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশের চেয়েও কম সম্পদ দেওয়া হয়। উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি বণ্টনের বেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে এমন বৈষম্যমূলক আচরণ সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১২(৫) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(গ) এর পরিপন্থী।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবান সম্পদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অর্থনৈতিক শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার সুযোগ নিয়ে অনেকে অভিভাকত্বের অজুহাতে কিংবা অন্যান্য বৈধ ও অবৈধ পথে অনেক সময় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবান সম্পদ আত্মসাতের চেষ্টা করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(২) ধারা অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের দায়ে দোষী ব্যক্তি ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। উত্তাধিকার থেকে বঞ্চিত করার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদনও করা যাবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা প্রতিরোধ করতে হলে এই সকল আইনে বেশি বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

উদাহরণ-০৪ প্রতিবন্ধিতার কারণে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হল শিরিন

শিরিন একজন গুরুতর অটিজম প্রতিবন্ধিতার শিকার নারী। বর্তমানে তার বয়স ২৫ বছর। পরিবারের সাথে থাকে গাজীপুরের টঙ্গি এলাকায়। তার বাবা একজন নামকরা ডাক্তার এবং সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তি। ডা. আহমেদ নিজের মেয়ের ভবিষ্যঃ নিয়ে চিন্তিত। ডাক্তারের সম্পদের ভাগ কীভাবে শিরিন পাবে ও ভোগ করবে সে বিষয়ে তিনি সব সময় চিন্তিত থাকেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণীত হবার পর তিনি জানতে পারেন এই আইনের ১৬ ও ২৫ নং ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি জানতে পারেন, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উত্তরাধিকার বা অন্যান্য সূত্রে সম্পত্তির মালিক হলে সেই সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব সরাসরি উপজেলা কমিটির নিকট চলে যাবে। তার আশঙ্কা তৈরি হয়, তার মৃত্যুর পর তার মেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে যে সম্পদ পাবে সেটা সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট চলে গেলে কমিটির সদস্যরা সেই সম্পদের অপব্যবহার বা তছরুপ করবেন। তিনি এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য একজন আইনজীবীর শরণাপন্ন হন। আইনজীবী তাকে বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবার তথা অভিভাবকগণ না চাইলে বা কমিটির নিকট আবেদন না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব উপজেলা কমিটির নিকট যাবে না। এমনকি কমিটির নিকট সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পিত হলেও তারা যথেচ্ছভাবে সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। কমিটির জবাবদিহির ব্যবস্থা আইনেই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শিরিনের বাবা আইনজীবীর কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না। আইনজীবী বিকল্প পরামর্শ হিসেবে বলেন, চাইলে মেয়ে যতটুকু অংশ পাবে সেটুকু মেয়ের নামে ট্রাস্ট করতে পারেন। এই পরামর্শেও শিরিনের পিতা সন্তুষ্ট হলেন না। প্রতিবন্ধী মেয়ে শিরিনকে সম্পদ না দিয়ে তিনি অন্য সন্তানদের মধ্যে দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হওয়ার কারণেই কোনো ব্যক্তির সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুরক্ষা কমিটির নিকট চলে যাবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি নিজের সম্পদ দেখাশোনা করতে না পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি বা তার আইনগত অভিভাবক উপজেলা কমিটির নিকট আবেদন করলেই কেবল কমিটি সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব লাভ করতে পারবে। শিরিনের পিতা এই তথ্যটি জানতে পারেননি বলেই তিনি একটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং শিরিনকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।*

২. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার লাভের অধিকার সম্পর্কে সঠিক আইনী বার্তা তৃণমূল থেকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে একদিকে যেমন ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার, অন্যদিকে প্রতিবন্ধিতার কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।*

৩. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২৫(ঙ) ধারা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয়, লভ্যাংশ বা মুনাফা নিয়মিত উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কমিটিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও*

সময়ে উক্ত সম্পত্তির হালনাগাদ হিসাব ও সুরক্ষার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবে। এটিও উল্লেখযোগ্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭ ধারা মোতাবেক দণ্ডনীয় অপরাধ।

স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মতপ্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ঘ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২১, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঘ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯]

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা রয়েছে। ৩৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কতিপয় শর্তসাপেক্ষে যেমন : রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা এবং নৈতিকতা প্রভৃতি বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে। এগুলো নাগরিকের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১(ঘ) তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মতপ্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২১-এ বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত যাতে তাদের অভিব্যক্তি ও মতপ্রকাশের অধিকার স্বাধীনভাবে ভোগ করতে পারেন সে লক্ষ্যে পক্ষরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংবিধান ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সরাসরি যোগাযোগের পদ্ধতি বিষয়ে কিছু না উল্লেখ করলেও সিআরপিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলোকে চিহ্নিত করেছে এবং এগুলো নিরসন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুকূলে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য পক্ষরাষ্ট্রের করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছে। সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন, তথ্য গ্রহণ এবং তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য সবার সাথে সমান অধিকার থাকবে। ওয়েবসাইট ব্যবহার, ট্রেন এবং বাস ছেড়ে যাওয়া সম্পর্কিত তথ্য এবং ব্যাংক সম্পর্কিত তথ্য প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার থাকবে।
- তথ্য গ্রহণ, প্রাপ্তি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পছন্দ অনুসারে যোগাযোগের অধিকার থাকবে। অর্থাৎ তারা কীভাবে তথ্য লাভ করবে বা তথ্য প্রদান করবে, সেই পদ্ধতি নির্ধারণ করার অধিকার তাদের থাকবে।
- ইলেকট্রনিক এবং জরুরি সেবাপ্রাপ্তির অধিকার থাকবে।

যে কোনো ডিজিটাল কন্টেন্টে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একই সময়ে ও একই খরচে প্রবেশাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক ও মানবাধিকার থাকবে।[৩৭] সিআরপিডিতে কিছু সুরক্ষিত যোগাযোগের ব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন : কথ্য ও ইশারাভাষা, দৃশ্যমান লেখা, ব্রেইল, টেকটাইল কমিউনিকেশন, দীর্ঘ প্রিন্ট, ব্যবহারযোগ্য মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পছন্দ করেন না এমন পদ্ধতিতে যদি তাদের যোগাযোগ করতে বাধ্য করা হয় তবে তা সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের লঙ্ঘন হবে। যেমন : শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে যোগাযোগে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করছেন বিধায় তাকে জনসমক্ষে বক্তব্যদানের সুযোগ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানানো অথবা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের লঙ্ঘন হবে। শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি যোগাযোগের জন্য ইশারাভাষা ব্যবহার করেন তাহলে তাকে যোগাযোগের জন্য লিখিত নোট ব্যবহার

৩৭ জোনাথান লাজার অ্যান্ড মিশেল এশলেই স্টেইন, ডিজঅ্যাবিলিটি, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি (ফিলাডেলফিয়া: পেনসিলভানিয়া ইউ পি), পি.১ (২০১৭)।

করতে বাধ্য করা যাবে না। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তথ্যাদি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বোধগম্য 'প্লেইন ল্যাঙ্গুয়েজ'[৩৮] ফরমেটে নিশ্চিত করতে না পারাও সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হবে। একইভাবে একজন ইশারাভাষায় যোগাযোগে অভ্যস্ত শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যোগাযোগের জন্য ইশারাভাষা ব্যবহার করতে না দিয়ে লিখিত নোট ব্যবহার করতে বাধ্য করা হলে কিংবা যোগাযোগের জন্য ইশারাভাষা ব্যতীত অন্য মাধ্যম যেমন : কমিউনিকেশন অ্যাকসেস রিয়্যাল টাইম ট্রান্সলেশন (CART)[৩৯] ব্যবস্থা প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোও সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন পরিপন্থী।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(থ)তে শুধু শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী, যথাসম্ভব, বাংলা ইশারাভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আর সে কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঘ) এর বিষয়বস্তু থেকে ধারা ১৬(১)(থ) এর বিষয়বস্তু আলাদা। এই অংশ প্রাথমিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মতপ্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই ইশারাভাষার অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

সুতরাং অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর ধারা ১৬(১)(ঘ)-এর ব্যাখ্যা এমনভাবে করতে হবে, যাতে একজন প্রতিবন্ধী অন্য সবার মতো সমতার ভিত্তিতে এবং খরচ নির্বিশেষে তথ্যে প্রবেশাধিকার পান।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিন্তা ও মানসিক বিকাশের জন্য স্বাধীন অভিব্যক্তি, মতপ্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ন্যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও অবাধে অন্যের বিনা হস্তক্ষেপে এই অধিকারসমূহ উপভোগের অধিকারী।

উদাহরণ-০৫ : জামানকে (ছদ্মনাম) এটিএম কার্ড দিল না একটি বেসরকারি ব্যাংক

জামান একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। একটি বেসরকারি ব্যাংকে তিনি একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন। তার বিভিন্ন আয় থেকে সঞ্চিত অর্থ তিনি এই একাউন্টে জমা করেন। জরুরি প্রয়োজনে টাকা উঠাতে হলেও তাকে ব্যাংক খোলার দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, কারণ তার এটিম কার্ড ছিল না। তার বন্ধু ঐ একই বাংকে হিসাব খুলেছেন এবং তিনি উক্ত ব্যাংক থেকে একটি এটিএম কার্ড সংগ্রহ হরেছেন। জামান নিজেও এটিএম কার্ডের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে এটিএম কার্ড দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে জানায়, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার কারণে তার এটিএম কার্ড নিরাপদ নয়। তিনি এটিএম কার্ড নিলে সহজেই জালিয়াতির শিকার হতে পারেন এবং এর দায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাতে পারে। ব্যাংক আরো জানায়, তাদের এটিএমগুলোতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। অপারেটিং সিস্টেমে শব্দ ব্যবস্থা নেই। ফলে জামান এটিএম কার্ড পেলেও তাদের বুথ ব্যবহার করতে পারবেন না।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *ব্যাংকটি জামানকে এটিএম কার্ড প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের লঙ্ঘন করেছে।*

---

৩৮ কোনো যোগাযোগ তখনই প্লেইন ল্যাঙ্গুয়েজ হবে যখন এর শব্দ চয়ন, গঠন ইত্যাদি এতটাই পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হয় যে অভীষ্ট শ্রোতা/দর্শক যা খুঁজছেন তা সহজেই পেয়ে যান, অথবা যা উক্ত যোগাযোগ থেকে লাভ করেন তা সহজে বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারেন। এ বিষয়ে অধিকতর তথ্যের জন্য দেখুন: www.PlainLanguageNetwork.org

৩৯ CART এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে যান্ত্রিকভাবে তথা নোটবুক কম্পিউটার বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে শব্দকে তাৎক্ষণিক ইংরেজি লেখায় রূপান্তর করা যায়। রূপান্তরিত এই লেখা যে কোনো ব্যক্তির কম্পিউটারের মনিটর, স্ক্রিন বা অন্য কোনো উপায়ে প্রদর্শন করা যায়।

২. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী জামান তার অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ৩৬ ধারায় জেলা কমিটির নিকট আবেদন করতে পারেন। তিনি আইনী প্রক্রিয়ায় ব্যাংকটিকে এটিএম কার্ড ইস্যু করতে বাধ্য করতে পারবেন।*

৩. *বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সকল সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এটিএম সুবিধা প্রদান বাধ্যতামূলক করা উচিত। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে গঠিত কমিটিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি সরকারকে পরামর্শ প্রদান করতে পারে।*

মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন [ধারা ১৬(১)(ঙ)]

[সিআরপিডি অনুচ্ছেদ ১৯ এবং ২৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ (১(ঙ)]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির 'মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সাথে সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন'-এর অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আইনের এই ধারায় প্রদত্ত অধিকার]গুলোর কোনো সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ নেই। সুতরাং সিআরপিডিতে বর্ণিত এই অধিকারগুলো কীভাবে আইনের এ ধারায় স্বীকৃত হয়েছে, তা বোঝা আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ১৬(১) (ঙ) ধারায় দৃশ্যত সিআরপিডি'র ১৯ ও ২৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারগুলোকে সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৯ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা এবং সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার'-এর স্বীকৃতি প্রদান করে এবং অনুচ্ছেদ ২৩ গৃহ ও পরিবার গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। যেহেতু এই দুটি অনুচ্ছেদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সেহেতু ধারাবাহিকভাবে নিচে এই দুটি অনুচ্ছেদের উপর আলোচনা করা হল।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ) এর প্রথম অংশের প্রদত্ত বক্তব্য 'সমাজে বসবাস' সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১৯-এর প্রদত্ত বক্তব্য সমাজে স্বাধীনভাবে বসবাসের অধিকারকে প্রতিধ্বনিত করে। অনুচ্ছেদ ১৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী বসবাসের জন্য আবাসস্থল বেছে নেয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই অধিকারের অর্থ হচ্ছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসে বাধ্য করা যাবে না। যেমন, যদি কোনো মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার চিকিৎসার জন্য পাবনা মানসিক হাসপাতালের মতো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বসবাসের জন্য বাধ্য করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এই অধিকারটি আরো গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের প্রয়োজনীয় পছন্দ ও জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং জীবনের বিষয়ে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা সক্ষম এবং এই অধিকার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা লাভের অধিকার তাদের রয়েছে– শুধুমাত্র তারা কোথায় বসবাস করবে সেটিই নয়।[৪০] প্রকৃতপক্ষে অনুচ্ছেদ ১৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচি নির্ধারণ এবং অনুসরণের পাশাপাশি তাদের জীবনধারা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা প্রাত্যাহিক ও দীর্ঘ মেয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরিবার, পরিচর্যাকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ কখনো কখনো ব্যক্তির অধিকারকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অধিকন্তু অনুচ্ছেদ ১৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য পছন্দ করার মতো সুযোগ থাকার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ ছাড়াও অনুচ্ছেদ ১৯ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করে। সমাজে অন্তর্ভুক্তকরণ অর্থ শুধু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে গৃহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বসবাসকে বুঝায় না অথবা সমাজে অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান সেবাসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকারকেও শুধু বুঝায় না।

---

৪০ অনুচ্ছেদ ১৯-এর উপর সিআরপিডি কমিটির সাধারণ মন্তব্য ইউ এন ডক সি আর পি ডি/সি/জি সি/৫/অনুচ্ছেদ ১৬(এ) (২০১৭)।

সিআরপিডি কমিটির অনুচ্ছেদ ১৯-এর উপর সাধারণ মন্তব্যের বর্ণনায় দেখা যায়, অনুচ্ছেদ ১৯-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই অপূর্ণতাগুলো তৈরি হয়েছে এই অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সকল বাধা রয়েছে তা থেকে। এগুলো হলো :

- সমাজের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা ও বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত সামাজিক সহযোগিতা এবং নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অভাব।
- অপর্যাপ্ত আইনী কাঠামো এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবিশেষের জন্য ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকা।
- নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, অপবাদ, বদ্ধমূল সামাজিক ধারণা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সমাজে অন্তর্ভুক্তি এবং প্রচলিত সেবাসমূহ গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এবং
- প্রাপ্য সেবা ও সুবিধাসমূহ অপর্যাপ্ত, অগ্রহণযোগ্য, ব্যয়বহুল, ব্যবহারের অযোগ্য এবং অসঙ্গতিপূর্ণ যেমন : পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণস্থাপনা ভবন, নাটক, চলচ্চিত্র, পণ্যসামগ্রী, সেবাসমূহ, সরকারি ভবনসমূহ ইত্যাদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্য না হওয়া।

সুতরাং বিদ্যমান এ সকল বাধা 'সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১৯ কে যেমন লঙ্ঘন করছে, অনুরূপভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ) কেও লঙ্ঘন করে।

সিআরপিডিতে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্মগত মর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঙ) তে ব্যবহৃত সকল বক্তব্যের অর্থ নির্দেশ করে– প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তে পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিশু এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে করা সিআরপিডি'র মুক্তিকামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংঘাতপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সিআরপিডি'র পক্ষরাষ্ট্রগুলোকে বদ্ধমূল সামাজিক ধারণা যেমন প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হচ্ছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্যকর পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হতে পারে না বরং তারা জন্মগতভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এই ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত আইনজীবীদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ঙ) ধারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। কেননা, এই ধারায় ব্যবহৃত ভাষা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত বদ্ধমূল যে সামাজিক ভুল ধারণা রয়েছে তাকে শক্তিশালী করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার যে অধিকার সিআরপিডিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা দুর্বল করে দিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, সিআরপিডির ধারা ১৬(১)(ঙ)-এর প্রথম অংশকে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৯-এর সাথে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ (১) (ঙ) এর দ্বিতীয় অংশ সিআরপিডির ২৩ অনুচ্ছেদকে অনুসরণ করে, যেখানে প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক, পরিবার গঠন, পিতৃত্বসহ সকল ক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ (১) (ঙ)-এর দ্বিতীয় অংশকে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন নিম্নোক্ত অধিকারগুলো রক্ষা করা যায় :

- বিবাহযোগ্য সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পছন্দসই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সন্তান জন্মদানের অধিকার রয়েছে;
- প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই সন্তান জন্মদান ও তাদের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এবং

- সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই অন্যদের ন্যায় সমতার ভিত্তিতে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উর্বরতা রক্ষার অধিকারী।

প্রায়ই দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা বা তাদের আইনানুগ অভিভাবককরা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উর্বরতা অপসারণের চেষ্টা করে। বিশেষ করে নারী ও উঠতি বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি পরিলক্ষিত হয়। এই ভয় থেকে যে, তারা সন্তানের পরিচর্যা করতে সক্ষম হবে না। বদ্ধমূল কিছু সামাজিক ধারণা ও সংকীর্ণতা একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুযোগকে হরণ করে তার জন্য ক্ষতি সাধন করে। এমনকি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে দেখা যায়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং বিচারকরাও সহজেই এই সংকীর্ণতা দ্বারা প্রভাবি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সামাজিক কুৎসা যুক্ত হয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনের উপাদানগুলো প্রকাশের সুযোগকে অস্বীকার করে। আদালতের রায়ে বলা হয়– 'যেহেতু মিস শ্রীবাস্তব সন্তান প্রসব বিষয়ে পরিষ্কারভাবে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল (বিস্তারিত জানতে দেখুন উদাহরণ ০২), সেহেতু অন্যান্য বিষয় যেমন যৌন ক্রিয়া সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান, পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত গর্ভধারণ ও মাতৃত্বকালীন দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান থাকা সত্ত্বেও তার প্রজনন সংক্রান্ত পছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।'

একটি মামলায় আদালত সিআরপিডি'র আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন– বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা অথবা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, পরিবার গঠন, পিতৃত্ব ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তার পছন্দকে উপেক্ষা করা নিষিদ্ধ।

পরিশেষে বলা যায়, সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৩ পিতামাতা ও প্রতিবন্ধী শিশু উভয়ের অধিকারই রক্ষা করে। অতএব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ (১) (ঙ) কে সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে এ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত অধিকারগুলো রক্ষা করা যায়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের সন্তানের সাথে পরিবারে বসবাসের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধিতার কারণে তাদের সন্তানদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করা যাবে না। অধিকন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারী। অনুরূপভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের তাদের প্রতিবন্ধকতার কারণে নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার অধিকার রয়েছে। এর পরিবর্তে পক্ষরাষ্ট্রগুলোকে বৃহত্তর পরিবারের আওতায় বিকল্প যত্ন প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এটি ব্যর্থ হলে সমাজের মধ্যেই পরিবারভিত্তিক প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণ-০৬ : অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা ভুয়া ঠিকানা দিয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের ফেলে যায় পাবনা মানসিক হাসপাতালে

৩৩ বছর বয়সে ১৯৯৪ সালের ৯ অক্টোবর তারিখে পরিবারের সদস্যরা পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে মাহবুব আনোয়ারকে। হাসপাতালের সেবায় দ্রুতই সুস্থ হয়ে ওঠেন মাহবুব। কিন্তু তাকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হলে জানা যায়, যে ঠিকানা লিখে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল সেটা ভুল। ঠিকানাহীন মাহবুবকে আর পরিবারে ফেরত পাঠাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। সুস্থ হয়েও মাহবুব ২১ বছর হাসপাতালে কাটিয়ে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে হাসপাতালেই ইন্তেকাল করেন। এমনকি তাকে দাফনও করা হয় এই হাসপাতালে। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ১০ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পাবনা মানসিক হাসপাতালে ২১ জনের বেশি রোগী রয়েছেন, যারা পরিবারে ফিরে যাবার মতো সুস্থতা অর্জন করলেও পরিবারের সদস্যদের অনীহার কারণে তাদের হাসপাতালেই থাকতে হচ্ছে। এই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে একটি আইন সহায়তা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসা বিষয়ক প্রচলিত আইনসমূহ নিয়ে একটি গবেষণা করা হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান আইনের দুর্বলতা খুঁজে বের করা, যে কারণে চিকিৎসাকেন্দ্রটি আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এক দল আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী হাসপাতালে সরেজমিন অনুসন্ধান করেও পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা দেখতে পান।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *মাহবুবকে তার পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ভুল ঠিকানা দিয়ে ফেলে যাওয়ায় তার একাধারে অনেক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। লুনেসি আইন, ১৯১২ এর আওতায় পাবনা মানসিক হাসপাতাল পরিচালিত হয়। এ হাসপাতাল কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নয়, তবু মাহবুবকে কেন ২১ টি বছর রোগীদের সাথে কাটাতে হলো– সেটা অবশ্যই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। হাসপাতালে রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, যাতে রোগীর সাথে আসা স্বজনগণকে কোনো জনপ্রতিনিধি বা পুলিশের মাধ্যমে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।*

২. *উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে যদি মাহবুবের মতো কাউকে মানসিক হাসপাতালে ফেলে রাখা হয়, তাহলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(২) ও ৩৭(৩) ধারায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।*

প্রবেশগম্যতা [ধারা ১৬(১)(চ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ৯ ও ২০; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ২(১৩), ১৬(১)(চ), ৩২ ও ৩৪; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলের দফা ৫, ৬ ও ৭ এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ ও ৩৬]

প্রবেশগম্যতার অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রবেশগম্যতা না থাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রায় সকল অধিকার বাধাগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে সরাসরি প্রবেশগম্যতা বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে সাংবিধানিকভাবে সমতার অধিকার (অনু.২৭) বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। সকলের সাথে সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ভোগের বিষয়টি নিশ্চিত করার বাধ্যকরী দায়িত্ব রাষ্ট্রের সংবিধানের ৩৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবাধে চলাচলের অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার। মুক্ত চলাচল ও সমানাধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা যদি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সামনে চলে আসে, তাহলে তা অপসারণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। প্রবেশগম্যতার অভাবে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সেটা বৈষম্য হিসেবে গণ্য হবে।

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ৯ এবং ২০-এ প্রবেশগম্যতা প্রত্যয়টির উল্লেখ রয়েছে। এই সনদের আলোকে প্রণীত উল্লিখিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ২(১৩) তে প্রবেশগম্যতা বলতে কী বুঝায় তা আলোচনা করা হয়েছে। এ ধারা অনুযায়ী প্রবেশগম্যতা বলতে ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন যোগাযোগ, তথ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্ত সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যদের মতো প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তির অধিকারকে বুঝাবে।

প্রবেশগম্যতা বলতে অনেকে শুধু রাস্তাঘাট বা দালানের প্রবেশগম্যতাকে বুঝিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এর ব্যাপ্তি ও অর্থ অনেক বড়। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য তার বইগুলো অডিও ভার্সনে প্রদান করলে তার শেখার বিষয়টি সহজ হয়। ব্রেইলে বই সরবরাহ করাও প্রবেশগম্যতার বিষয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস, লঞ্চ, ট্রেন, বিমানসহ সকল ধরনের গণপরিবহনের[৪১] মালিক বা কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ পরিবহনের মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখবেন। এই ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত যে কোনো একটি কাজের জন্য কমিটি উক্ত পরিবহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে পারবে :

যানবাহনে ৫% আসন সংরক্ষণ না করলে;

০০ পরিবহনের চালক, সুপারভাইজার বা কন্ডাক্টর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংরক্ষিত আসনে আসন গ্রহণ করতে সহায়তা না করলে;

৪১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গণপরিবহন বলতে ভাড়ার বিনিময়ে যে সকল যানবাহন স্থল, জল বা আকাশপথে চলাচল করে, সে সকল সাধারণ পরিবহনকে বুঝায়।

- আসন গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করলে।

৩৪ ধারায় গণস্থাপনায়[৪২] প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ ও এর বিধিমালা যথযথভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এ ধারায় আরো বলা হয়েছে, আইন কার্যকর হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব সর্বসাধারণ গমন করে এমন সকল গণস্থাপনাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরোহণ, চলাচল ও ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রবেশগম্যতার বিষয়ে প্রচলিত আইনী বিধানগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না বিধায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। নির্মাণ আইনসমূহের বাস্তবায়ন দেখভাল করার কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নেই। ২০১০ সালে একটি যুগান্তকারী রায়ে হাইকোর্ট ইমারত নির্মাণ আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ গঠনের নির্দেশ প্রদান করলেও অদ্যাবধি তা গঠন করা হয়নি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলের ৫, ৬ ও ৭ নং দফায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং চলাচল বিষয়ে রাষ্ট্রের করণীয় ও গৃহীতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই সব কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার অধিকার অনেকটাই নিশ্চিত হতে পারে।

উদাহরণ-০৭ :গণস্থাপনায় প্রবেশগম্যতা নেই বলে সেবা থেকে বঞ্চিত হন সাইদুর

এসএম সাইদুর রহমান (ছদ্মনাম)। একজন হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। সাইদুর তার প্রতিবন্ধিতাকে জয় করে ইংরেজী বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি তার এলাকার স্থানীয় একটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ভবনও বহুতল ভবনে স্থাপিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী বান্ধব অবকাঠামো যেমন- র‍্যাম্প বা লিফট না থাকায় এ সকল ভবনে গিয়ে মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণসহ দাপ্তরিক কাজে অংশগ্রহণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি। প্রবেশগম্যতার অভাবে তিনি নিজে উপস্থিত হতে পারেন না বলে অন্য কাউকে দিয়ে তার প্রতিনিধিত্ব করাতে হয়ে। এ কারণে তিনি অসহায়ত্ব বোধ করেন।

সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধী নাগরিকের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মাণকৃত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, সরকারি-বেসরকারি ভবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলাচলের জন্য তেমন কোনো উপযোগী ব্যবস্থা নেই। অথচ নাগরিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই এগুলোতে প্রবেশ প্রয়োজন।

সাইদুর বলেন, 'স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারকে গুরুত্বারোপ করা জরুরি; এবং ভৌত অবকাঠামোগুলোতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে প্রতিবন্ধীবান্ধব চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।'

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সকল গণস্থাপনা প্রবেশগম্য হিসেবে তৈরি করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যে সকল স্থাপনা তৈরি করা হয়েছিল সেগুলোকেও প্রবেশগম্য হিসেবে সংস্কার করার আবশ্যকতা রয়েছে। গণস্থাপনাগুলো প্রবেশগম্য করতে অনেক টাকার দরকার– এই যুক্তিতে স্থাপনাগুলোকে সংস্কার না করে ফেলে রাখার সুযোগ নেই। যতদিন পর্যন্ত স্থাপনাগুলো প্রবেশগম্য না হবে ততদিন বিকল্প উপায়ে সাইদুরের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন : সভাগুলো নিচতলা বা অন্য কোনো প্রবেশগম্য স্থানে আয়োজন করা যেতে পারে।*

৪২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী গণস্থাপনা বলতে সর্বসাধারণ গমন বা চলাচল করে এমন সকল সরকারি ও বেসরকারি ইমারত বা ভবন, পার্ক, স্টেশন, বন্দর, টার্মিনাল ও সড়ককে বুঝায়।

২. *স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করে আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে। এতেও কাজ না হলে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।*

৩. *গণস্থাপনায় প্রবেশ করতে না পারায় সাইদুরের গণজীবনে কার্যকর অংশগ্রহণের অধিকারসহ অনেক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। তিনি চাইলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় জেলা কমিটিতে প্রতিকার চাইতে পারেন।*

উদাহরণ-০৮ : উচ্চ আদালতের নির্দেশে বিশেষ যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি পেলেন প্রতিবন্ধী নারী জারীন (ছদ্মনাম)

জারীন একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী। তিনি হুইল চেয়ার ব্যবহার করেন। তিনি একটি অফিসে চাকুরী করেন এবং চাকুরীর কারণে ঢাকায় বসবাস করেন। তার বাবা মেয়েকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের জন্য সিএনজি চালিত একটি অটোরিক্সা ক্রয় করেন এবং সেটি নিবন্ধন করেন। জারীনের হুইল চেয়ারসহ অটোরিক্সায় উঠা-নামার সুবিধার জন্য অটোরিক্সায় সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। উক্ত অটোরিক্সার প্রতি প্রতিবন্ধী নারী জারীনের ছিল অসম্ভব ভালোবাসা। তিনি এটিতে ভ্রমণ করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ৭ জুন ২০১২ তারিখে প্রদত্ত এক আদেশ অনুযায়ী ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ শহরে প্রাইভেট অটোরিক্সা চলাচল অবৈধ ঘোষণা করে। ফলে প্রতিবন্ধী জারীন তার বিশেষ অটোরিক্সা ব্যবহারে বাধাপ্রাপ্ত হন। এর অভাবে তিনি তার কর্মস্থলে যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। প্রতিক্রিয়ায় তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হয়ে যায়। তার অসুস্থতা বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় প্রতিবন্ধী জারীনের বাবা সিটি কর্পোরেশনের জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে সেটি বাতিলের জন্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের চেম্বার জজের আদালতে আবেদন করেন। আবেদনে যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়, অটোরিক্সা নিষিদ্ধ হবার কারণে জারীনের চলাচলের অধিকার খর্ব হয়েছে। কারণ প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তিনি বিশেষ বাহন ব্যবহার করছিলেন। চেম্বার জজ আবেদকারীর পক্ষে আদেশ প্রদান করেন। আদালত বলেন, ঢাকা মহানগরের রাস্তায় চলাচলের জন্য নিবন্ধিত হয়নি এমন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত [প্রাইভেট] সিএনজি অটোরিক্সা চলাচলের উপর উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র শিরিনের বিশেষ যানটির ক্ষেত্রে অকার্যকর করা হল। ফলে জারীনের অটোরিক্সা পুনরায় ঢাকা মহানগরের রাস্তায় চলাচল করতে শুরু করে। ব্লাস্ট এই মামলায় আবেদনকারীকে আইনী সহায়তা প্রদান করে।

শিক্ষণ ও করণীয় :

জারীনের মামলাটি যখন করা হয় তখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ছিল না। ফলে তার চলাচলের অধিকার তথা মৌলিক অধিকার রক্ষায় উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্যতার অধিকার দেয়া হয়েছে। এখন এই অধিকারবলেই ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত তাদের চলাচলের অধিকার আইনী প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

৪. *যানবাহনে প্রবেশাধিকার বা অবাধ চলাচলের অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিক জীবনে পূর্ণ অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানসহ অনেক অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ঢাকাসহ বাংলাদেশের কোনো শহরে প্রবেশগম্য বাস সার্ভিস না থাকায় এ সকল এলাকায় বসবাসকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত পাবলিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারেন না। এ সকল যানবাহনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হলেও সেগুলো যানবাহনের অপ্রবেশগম্যতার কারণে মূলত কোনো কাজে আসছে না। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে পাবলিক যানবাহন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী করা অত্যাবশ্যক।*

৫. *সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৭ (খসড়া) তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তৈরিকৃত বিশেষ যান নিবন্ধনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ আইনটি দ্রুত সংসদে পাস করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জাতীয় সমন্বয় কমিটি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।*

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ছ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ছ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৯, ২৮]

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১৯-এর স্বাধীন বসবাস ও সমাজে একীভূত হবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১১ এ প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকাণ্ডে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং ১৯ অনুচ্ছেদে সুযোগের সমতা ও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে। এ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

সিআরপিডি'র আলোকে প্রণিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ছ) তে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রতিবন্ধিতার কারণে উপরোল্লিখিত অধিকারসমূহ উপভোগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা প্রদান, বৈষম্য প্রদর্শন কিংবা এই সকল অধিকার উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা হলে এই আইনের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে।

বাংলাদেশে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন ইতিবাচক ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। যেমন : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ একটি ধারা যুক্ত করে রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন কমিটিতে নারীর সংখ্যা কমপক্ষে ২৫% রাখার বিধার চালু করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারগুলোতে বিভিন্ন পদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য আনুপাতিক হারে পদ বরাদ্দ করার কথা বলা হয়নি বিধায় প্রতিবন্ধী নারীগণের প্রতিনিধিত্ব যেমন নেই, তেমনি কার্যকর অংশগ্রহণও নেই।

উদাহরণ-০৯ : পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বঞ্চিত চায়না (ছদ্মনাম)

প্রতিবন্ধিতার বেড়াজালে আবদ্ধ শারীরিক প্রতিবন্ধী চায়নার জীবন। প্রতিবন্ধী হবার কারণে ছোটবেলা থেকেই চায়নাকে বেশির ভাগ সময় বাড়িতে রাখা হতো। যার ফলে তার কোনো বন্ধু তৈরি হয়নি। বাইরে বের হলে সবাই তাকে তার নাম ধরে না ডেকে 'ল্যাংড়া' বলে সম্বোধন করে। এতে সে খুব কষ্ট পায় এবং বিড়ম্বনা এড়াতে সে ঘরেই অন্তরীণ থাকে। এক কথায়, পারিপার্শ্বিকতা তাকে গৃহবন্দি থাকতে বাধ্য করছে।

প্রতিবন্ধী হবার কারণে চায়না সমাজের সব ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সামাজিক অনুষ্ঠানে তাকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে তাকে প্রতিবন্ধিতার কারণে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। চায়নার বিয়ে হয়েছে কিন্তু সে স্বামীর বাড়িতে যেতে পারেনি। ভ্যানচালক স্বামীর সাথে সে তার মায়ের বাড়িতেই থাকে। অথচ চায়নার অন্য বোনেরা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে থাকে। সেও তার স্বামীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি অথবা স্বাধীনভাবে আলাদা থাকতে পছন্দ করে, কিন্তু তার সে সুযোগ নেই। কারণ, সে জানে না যে তাকে কী করতে হবে এবং কখন করতে হবে।

চায়না তার স্বামী ও মায়ের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সে তার নিজের ব্যাপারে স্বামীর সাথে জোর গলায় কিছু বলতে পারে না, তার সে সাহসই নেই। সে ভয় পায় যদি তার স্বামী রাগ করে তাকে ছেড়ে চলে যায় তখন কে তার দায়িত্ব নেবে? তার বাবা নেই আর মা একা সবকিছু কীভাবে সামলাবে– চায়নার মধ্যে সব সময় এ দুশ্চিন্তা কাজ করে।

সাক্ষাৎকারে চায়না জানায়, 'প্রতিবন্ধী মানুষের নিজের অধিকার ভোগ করার সুযোগ নেই। কেউ প্রতিবন্ধী মানুষের অনুভূতি ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয় না। আমাদের কিছু বলার আছে– এরা কেউ শুনতে চায় না।'

তাই সে সেল্ফ অ্যাডভোকেসি দলে যোগ দিতে পেরে খুব খুশি। এ জন্য যারা সেল্ফ অ্যাডভোকেসি দল তৈরি করতে সাহায্য করেছে, তাদের কাছে সে ঋণী। তারাই তার স্বামী ও মাকে বুঝিয়েছে এবং সে দলে যোগ দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে।

চায়না ভাবে, তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকলেও সে তো একজন মানুষ। অথচ তার সাথে সবাই কেন এ ধরনের আচরণ করে? কেন এত অপমান, অবহেলা? মানুষ হিসেবে তার কি কোনো অধিকার নেই? কেন সে তার নিজের জীবন নিজে পরিচালনা করতে পারে না?

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *বিয়ের দাওয়াতে চায়নাকে প্রতিবন্ধিতার কারণে আমন্ত্রণ না করার ফলে তার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ কারণে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগে সে ইচ্ছা করলে ৩৬ ধারায় জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবে। কেননা, ৩৬ ধারার আবেদন যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে, এমনকি নিজের পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধেও দাখিল করা যায়। প্রয়োজনে কোনো স্থানীয় ডিপিও চায়নার আবেদন দাখিল বিষয়ে সহায়তা করতে পারে।*

২. *চায়না পরিবারের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। ৩৬ ধারায় আবেদন করা হলে তার উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হতে পারে। চায়নার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ৩৬ ধারায় আবেদন না করেও বিষয়টির প্রতিকারের বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। উপজেলা ও জেলা কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে একটি উদ্বুদ্ধকরণমূলক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধানাবলীকে একটি অ্যাডভোকেসি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।*

শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(জ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৪, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(জ), ১৬(২)(১), ৩৩, ৩৬ এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক), ১৭, ১৯, ২৭, ২৮(১), ২৮(৩), ২৮(৪)]

অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুযায়ী রাষ্ট্র নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। অনুচ্ছেদ ১৭ মোতাবেক রাষ্ট্র নিরক্ষরতা দূর করতে একই পদ্ধতির গণমুখী, সার্বজনীন ও সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার নিশ্চয়তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২৮ অনুচ্ছেদে একদিকে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে বিশেষ সুবিধা যেমন : কোটা ইত্যাদি প্রদানের সুযোগ দিয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(জ) অনুযায়ী সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। ১৬(২) ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে শিক্ষার অধিকার বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। একই আইনের ধারা ৩৩ সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে।

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৪-এ বলা হয়েছে, শিক্ষার সকল স্তরে রাষ্ট্র একীভূত, সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। সিআরপিডি কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অনুচ্ছেদ ২৪-এর উপর সাধারণ মন্তব্য থেকে বুঝা যায়, এ অনুচ্ছেদের ব্যাপ্তি ও পরিধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১) (জ) নং ধারার তুলনায় অনেক বড়। সিআরপিডি কমিটির সাধারণ মন্তব্যে বলা হয়েছে :

১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে ব্রেইল, বিকল্প স্ক্রিপ্ট, সংযোজনী, বিকল্প ব্যবস্থা, যোগাযোগের উপায় ও বিন্যাস, পাশাপাশি অভিযোজন এবং গতিশীলতার দক্ষতা শেখার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

২. বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ইশারাভাষা শেখার সুযোগ দিতে হবে।

৩. দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ এবং ডিফ-ব্লাইন্ড প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম ও পদ্ধতি শেখার সুযোগ দিতে হবে।

৪. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ-সরল ভাষায় এবং দৃষ্টিসহায়ক শেখার উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, যা জীবিকা এবং বৃত্তিমূলক প্রসঙ্গগুলোর জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত করবে।

শিক্ষার সুযোগ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষার সকল স্তরেই থাকতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে' শিক্ষার অধিকারের কথা বলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার অধিকারকে খানিকটা সংকুচিত বা শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু সিআরপিডি কমিটির অনুচ্ছেদ ২৪-এর উপর সাধারণ মন্তব্য অনুযায়ী :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নিষিদ্ধ। কোনো কোনো বিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রার ভিত্তিতে ভর্তির বিষয়টি বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সীমিত করে থাকে। যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি 'ব্যক্তিগত সম্ভাব্যতার' উপর নির্ভর করে বা যখন প্রতিবন্ধী ছাত্রদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির অনুপযুক্ত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তখন সিআরপিডি'র বিধানের ব্যত্যয় ঘটে।
- সম্পদ ও আর্থিক সংকটের অজুহাতে একীভূত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ব্যর্থতা অনুচ্ছেদ ২৪-এর লঙ্ঘন ঘটায়।

একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে সিআরপিডি কমিটির সাধারণ মন্তব্যে বলা হয়েছে :

- যখন কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্ষেত্রে/প্রতিষ্ঠানে/ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাধা প্রদান করা হয় বা ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয় তখনই প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ঘটে;
- যখন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের থেকে ভিন্ন পরিবেশে শিক্ষা প্রদান করা হয় তখন পৃথকীকরণ ঘটে;
- মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একই প্রতিষ্ঠানে রেখে পৃথকভাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকেই ইন্টিগ্রেশন বলা হয়;
- অন্তর্ভুক্তি মানে হল শিক্ষাগত বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি, কাঠামো এবং কৌশল সম্পর্কে পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে পদ্ধতিগত সংস্কার করা, যাতে উপযুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশের সাথে প্রাসঙ্গিক বয়স বিবেচনায় সকল ছাত্রকে একইভাবে শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়। সাংগঠনিক ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ ও শেখার কৌশলসমূহের পরিবর্তনের মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তন করা না হলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সাথে রেখে শিক্ষার সুযোগ দিলেই সেটা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হয় না। উপরন্তু, ইন্টিগ্রেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা থেকে একীভূত ব্যবস্থায় স্থানান্তরের নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

বাংলাদেশে এখনও মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার খুবই কম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়া এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক দক্ষ শিক্ষকের অভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই সাথে প্রতিবন্ধিতার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে ভর্তি না করার মতো অভিযোগও শোনা যায়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অনেক জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

ভারতের একটি মামলার ঘটনা থেকে জানা যায়, মামলার বাদী পলিওতে আক্রান্ত হওয়ায় ৫০% চলনজনিত প্রতিবন্ধিতা ছিল। মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে পঞ্চম স্থান অর্জন করে। কিন্তু মেডিকেল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ৩% আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানায়। উক্ত পরীক্ষায় মোট আসন ১২৫৫-এর

বিপরীতে ৩% হারে ৩৯টি আসন সংরক্ষিত থাকার পরও তাকে ভর্তি না করার সিদ্ধান্তের বিপরীতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ শুনানীতে অংশগ্রহণ করে বলে, তামিলনাড়ু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস সিডিউল কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবাল অ্যাক্ট ১৯৯৩ প্রতিবন্ধীদের ভর্তির জন্য কোনো আসন সংরক্ষণের কথা বলেনি। হাইকোর্ট তাদের যুক্তিকে গ্রহণ না করে বলেন, প্রতিবন্ধী আইনের ধারা ৩৯ অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ৩% আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। আর সেই আইনানুসারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে। আদালত বাদীকে ভর্তি করার জন্য কর্তৃপক্ষকে আদেশ দেন।

উদাহরণ-১০ : কর্তৃপক্ষের সাথে লড়াই করে স্কুলে ভর্তি হল মর্জিনা (ছদ্মনাম)

বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির বিজ্ঞাপন দেখে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়ে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করে। মেয়েটির প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ছিল খুব সামান্য। তার ডান হাত অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকার কারণে সে বেশিরভাগ কাজই বাম হাতে করত। বাম হাত দিয়েই সে লিখত। যথাসময়ে মেয়েটি বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলে কর্মরত শিক্ষক প্রতিবন্ধিতার কারণে তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেন এবং নানা ধরনের বাজে মন্তব্য করেন। একজন শিক্ষক এ মন্তব্য করেন– প্রতিবিন্ধতার বিষয়টি আগে জানলে সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগই পেত না। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেও সে অন্যদের সাথে মিশতে পারবে না। অথচ মেয়েটির আগের স্কুলে সে শুধু ভালো ছাত্রীই ছিল না, বরং সে ছিল সকলের প্রিয় বন্ধু। এমতাবস্থায় মেয়েটির অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেন এবং তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রতিবন্ধিতার অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। অথচ উক্ত বিদ্যালয় 'সকলের সমান অধিকার', 'সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ' প্রভৃতি তাদের বিদ্যালয়ের নীতিমালা ও উদ্দেশ্য লিখে রেখেছিল। তা ছাড়া কোথাও উল্লেখ ছিল না– প্রতিবন্ধী শিশুরা উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১০ সালে বাংলাদেশের সকল সরকারি এবং আধা-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সার্কুলার পাঠায়। যেখানে বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রত্যায়নপত্র দাখিল করতে হবে।'

এ পর্যায়ে প্রতিবন্ধী মেয়েটির অভিভাবক ন্যায় বিচার পাবার আশায় 'ব্লাস্ট' নামে একটি মানবাধিকার ও আইনী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে। ব্লাস্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠিতে অনুরোধ জানায়– মেয়েটিকে যেন বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগসহ বাজে মন্তব্য প্রদানকারী শিক্ষকদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি তারা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আরো অনুরোধ জানায়, তারা যেন বৈষম্য পরিহার করে তাদের বিদ্যালয়ে সকল প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তির সুযোগ দেয়। এ বিষয়ে অনেক দেনদরবার এবং আলোচনার পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েটিকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। মেয়েটি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *এ ঘটনাটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের পূর্বে ঘটেছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন ঘটনা ঘটলে জেলা কমিটির মাধ্যমে মেয়েটির ভর্তি নিশ্চিত করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ৩৩ ধারায় প্রতিকার পাওয়া যাবে। প্রতিকারের জন্য ৩৬ ধারায় আবেদন করতে হবে।*

২. *ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রণের সময় প্রতিবন্ধী ভর্তিচ্ছুকগণ কোটায় আবেদন করতে পারেন। ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ভর্তি হওয়া যাবে না। তবে, কৃতকার্য হলে তুলনামূলক কম প্রতিযোগিতায় ভর্তির সুযোগ তৈরি হবে।*

৩. *বিদ্যালয়গুলো কিছু ভুল ধারণার কারণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে চায় না। কিন্তু আইনে প্রতিবন্ধিতার*

কারণে ভর্তি না করা সম্পূর্ণ নিষেধ। আইনের বিধানটি সকল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়া উচিত। জেলা ও উপজেলা কমিটি এই কাজটি করতে পারে। দুটো কমিটিতেই সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা কর্মকর্তা থাকেন। ফলে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিজ নিজ কর্ম-এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়সমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ভর্তি বিষয়ক আইনী বিধান সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি [ধারা ১৬(১)(ঝ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৭; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(ঝ), ৩৫, ৩৬ এবং সংবিধান প্রস্তাবনার ৩য় অংশ, অনুচ্ছেদ ১৫(খ), ১৯, ২০(১), ২৭, ২৮(১)(৪), ২৯ ও ৪০]

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৭ অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে নিযুক্ত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সিআরপিডি'র এ অনুচ্ছেদটির ব্যাপ্তি বেশ বড়। নিয়োগের প্রজ্ঞাপন থেকে চাকুরী লাভের পর কর্মস্থলে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের অধিকার, পেশাগত উৎকর্ষের জন্য প্রশিক্ষণ, চাকুরীকালীন প্রতিবন্ধিতা বরণ করলে কর্মে বহাল থাকা এমনকি বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে মুক্তি পর্যন্তও এ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু। আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসা ও সমবায় গঠনও এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে সিআরপিডি'র ২৭ অনুচ্ছেদকেই মূলত বিভক্ত করে নিম্নলিখিত তিনটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে :

- ধারা ১৬(১)(ঝ) সরকারি-বেসরকারি কর্মে নিযুক্তি
- ধারা ১৬(১)(ঞ) কর্মজীবনের প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকার, অন্যথায় পুনর্বাসন ও যথাযথ ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি এবং
- ধারা ১৬(১)(ড) শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের০ জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা (রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন) প্রাপ্তি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিল ১০-এ অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৭-এর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কিছু কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যেমন :

- যথাযথ নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে শনাক্তকরণ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসায় উদ্যোগ বা নিজস্ব ব্যবসা চালুর জন্য ব্যাংক থেকে ঋণপ্রাপ্তিতে বৈষম্যহীন আচরণসহ বাণিজ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা
- সমবায় সমিতি গঠনে অগ্রাধিকার ও উৎসাহ প্রদান
- চাকুরীর বয়সসীমা শিথিলকরণ ও কোটা সংরক্ষণ ইত্যাদি।

সিআরপিডি'র ২৭ অনুচ্ছেদ পুরোপুরিভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিফলিত হয়নি। তবে বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন যেমন : শ্রম আইন, ২০০৬; মানব পাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারাগুলোকে প্রয়োগের সময় সিআরপিডি'র আলোকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের বর্তমান আইনী কাঠামোতেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত সিআরপিডি'র ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্ম ও কর্মসংস্থানের সকল অধিকার আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(জ) তে বর্ণিত কর্মে নিযুক্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত হতে হবে :

১. নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বৈষম্যমুক্ত হতে হবে। এ লক্ষ্যে যা করতে হবে তা হল :

- নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বৈষম্যমূলক কোনো শর্ত থাকতে পারবে না। যে কাজের জন্য বা যে পদের জন্য নিয়োগ দেয়া হচ্ছে সেটি করার জন্য অত্যাবশ্যক নয় এমন কোনো বাড়তি যোগ্যতা বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যাবে না। উক্ত পদে যদি রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন : টেলিফোন অপারেটর পদের জন্য বাইসাইকেল চালানোর যোগ্যতার কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যাবে না। কারণ এই পদে সাইকেল চালানোর দরকার নেই।

- নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মানব বৈচিত্র্যকে সম্মান প্রদর্শনমূলক বিবৃতি সংযোজিত থাকলে বৈষম্যের ঝুঁকি অনেকটা কমে আসে। যেমন : ফেসবুকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে, 'চাকুরীতে সমসুযোগ ও ইতিবাচক সুবিধা প্রদানকারী নিয়োগকারী হতে পেরে ফেসবুক গর্বিত। আমরা গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, লিঙ্গ (প্রসূতি, বাচ্চা জন্ম দেয়া বা এ ধরনের স্বাস্থ্যগত অবস্থাসহ), যৌনাচার, লিঙ্গ পরিচয়, বয়স, প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা আইন দ্বারা সুরক্ষিত অন্যান্য বৈশিষ্টের ভিত্তিতে বৈষম্য করি না। আপনার যদি কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হয় অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।'

- বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিবন্ধিতা রয়েছে কি-না এমন বিষয় ইতিবাচক উদ্দেশ্য ব্যতীত উল্লেখ করা যাবে না। যেমন : প্রতিবন্ধী প্রার্থী কোন ধরনের রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন লাভ করতে চান সেটা আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকতে পারে। কিন্তু আবেদনকারীর প্রতিবন্ধিতা রয়েছে কি-না বা থাকলে কী ধরনের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন কিছু জিজ্ঞেস করা বা জানতে চাওয়া যাবে না।

- আবেদন করা থেকে নিয়োগ পর্যন্ত সকল স্তরে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন : অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকলে সেটা অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য ও ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।

- নিয়োগ পরীক্ষার সময় প্রতিবন্ধী আবেদনকারী ব্রেইল, শ্রুতিলেখক বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা চাইলে সেটা প্রদান করতে হবে। অপ্রবেশগম্য পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না।

২. কর্মস্থল প্রবেশগম্য হতে হবে।

৩. প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি কর্মে বিদ্যমান পদগুলোকে চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রণয়ন করা যাবে। কিন্তু তালিকার বাইরে কোনো নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি আবেদন করতে চান তাহলে তাকে সুযোগবঞ্চিত করা যাবে না।

৪. কর্মস্থলে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাবে না। সমসুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. চাকুরীতে পদোন্নতি ও চাকুরী অব্যাহত থাকার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৮. শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৫ ধারায় কর্মে নিয়োগে বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, যোগ্যতা থাকলে কোনো উপযোগী কর্মে নিযুক্ত হতে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বঞ্চিত বা বৈষম্য করা বা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। কোনো পদ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী কি-না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে জাতীয় সমন্বয় কমিটি নির্দেশনা প্রদান করবে। আইন অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫(খ) অনুযায়ী রাষ্ট্র অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। অনুচ্ছেদ ১৯ অনুযায়ী রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী, সার্বজনীন এবং সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার নিশ্চয়তার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অনুচ্ছেদ ২০(১) মোতাবেক সবার সমান সুযোগ থাকবে এবং সেই সাথে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী আইনের চোখে সবাই সমান এবং সমান আইনী আশ্রয় লাভ করবেন।। অনুচ্ছেদ ২৮(১)(৪) মোতাবেক রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ এবং জন্মস্থানের ভিত্তি করে কোনো নাগরিকের সাথে বৈষম্য করবে না। রাষ্ট্র অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে না। অনুচ্ছেদ ৪০ অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ লাভে সবার সমান অধিকার থাকবে। ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কেউ কর্মে নিয়োগ লাভে অযোগ্য হবেন না কিংবা সে ক্ষেত্রে তার সাথে বৈষম্য করবে না। অনগ্রসর অংশের প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করবে।

কর্মের অধিকার হল প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। কর্মের অধিকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকারে অংশ। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হল রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বস্তরে সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যমান কর্মব্যবস্থায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সরকারি-বেসরকারি কর্ম লাভের সুযোগ কম। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন এই সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনী ভিত্তি তৈরি করেছে। সরকারি-বেসরকারি চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে ৩৬ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আইনী বাধ্যবাধকতা বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং এ অধিকার বাস্তবায়িত হবে।

উদাহরণ-১১ : স্বপন চৌকিদারের মামলায় বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থীরা

স্বপন চৌকিদার একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আইনজীবী। তিনি ১৯৯৯ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় স্টার মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হন এবং ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। স্বপন চৌকিদার ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই যথাক্রমে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে এলএলবি (অনার্স) এবং এলএলএম ডিগ্রি লাভ করেন । ২০০৯ সালে স্বপন চৌকিদার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। স্বপন ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়া করতেন। শিক্ষাজীবনের সর্বস্তরে এবং সকল প্রতিযোগিতা০মূলক পরীক্ষায় তিনি শ্রুতিলেখক ব্যবহার করতেন।

স্বপন সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতোই বিসিএস অফিসার হবার স্বপ্ন দেখতেন। ৩২তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর তিনি যথাযথ নিয়ম ও সকল শর্ত মেনেই আবেদন করেন। কিন্তু পিএসসি তাকে আইনী বাধার অজুহাতে প্রবেশপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় । এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং অ্যাকশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি) যৌথভাবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বয়স, যোগ্যতা এবং সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা) বিধি-১৯৮২ এর সিডিউল-৩ কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করে। কারণ এই নিয়োগ বিধিটির অজুহাতেই পিএসসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করে আসছিল । এ বৈষম্যকেই রিট আবেদনে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫, ১৯(২) ২৭ এবং ২৯-এর লঙ্ঘন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। আরো উল্লেখ করা হয়, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় তৎকালীন প্রচলিত প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদেরও লঙ্ঘন।

রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ৮ জুন ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বিধি ১৯৮২ এর সিডিউল-৩ সংবিধানের সাথে যতখানি সাংঘর্ষিক ততখানি অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না কেন– এই মর্মে কারণ দর্শানোর আদেশ জারি করেন। আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী পিএসসির ক্যাডার সার্ভিসের পদ চিহ্নিত করার জন্য আদেশ জারি করেন। এর আগে আদালত ২৫. ০৪. ২০১০ তারিখে জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারিকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৬(২) এবং সিডিউল-৩ এ উল্লিখিত বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানে আদেশ প্রদান করেন।

মামলাটি বর্তমানে শুনানীর জন্য আপেক্ষমাণ। কিন্তু ইতিমধ্যে পিএসসি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে শ্রুতিলেখক ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিসিএস ক্যাডারসহ ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে ১% কোটা সংরক্ষণের বিধান চালু করেছে।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *স্বপনের ঘটনাটি যখন ঘটে তখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ছিল না। তাই প্রতিকারের জন্য তাকে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন আছে। এখন কেউ প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্যের শিকার হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অধীনে প্রতিকার চাইতে পারবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানগুলোকে অ্যাডভোকেসি টুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।*

২. *এ রকম ঘটনায় ৩৬ ধারায় আবেদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।*

৩. *স্বপন উচ্চ আদালতে রিট মামলাটি দায়ের না করলে পিএসসি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এখনো চাকুরী থেকে বঞ্চিত করত। এ মামলার ফলে সরকার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি কর্মে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ৩৪তম বিসিএস থেকে অনেক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করার সুযোগ লাভ করেছেন।*

উদাহরণ-১২ : একটি বেসরকারি ব্যাংক চাকুরী দিল না প্রতিবন্ধী নারী আয়নাবকে, দিলেন জেলা প্রশাসক

আয়নাব। শারীরিক প্রতিবন্ধী এক নারী। বাবা সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত)। মাতা একজন গৃহিণী। তারা তিন বোন, দুই ভাই। মাত্র ৫ বছর বয়সে জ্বরের তাপে পুরো শরীর বিশেষ করে দুই পা অবশ হয়ে যায়। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ভর্তি হন প্রাইমারি স্কুলে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই খুব আদর করতেন। প্রাইমারিতে ভর্তি হওয়ার পর পা দুইবার অপারেশন করা হয়েছে। প্রাইমারি শেষ করার পর হাই স্কুলে পড়ার সময় তিনবার মাথায় টিউমার অপারেশন করা হয়েছে। হাই স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হবার পর আরও একবার টিউমার অপারেশন করা হয়েছে। দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়েনি তার। অনার্স ২য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার সময় গুরুতর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেন তিনি। মাস্টার্স পরীক্ষার সময় অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অপারেশন করতে হয়। এত বিপর্যয়েও তিনি ভেঙে পড়েননি।

২০১৪ সালে একটি বেসরকারি ব্যাংকে কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য কাগজপত্র জমা দিতে যান তিনি। কিন্তু তার প্রতিবন্ধিতার কারণে কাগজপত্র জমা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। ক্যাশিয়ার সাহেব জানান, প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বেশি থাকায় তিনি নাকি কাজ করতে পারবেন না। ক্যাশিয়ার বলেন, 'আমি তো এখন আপনাকে নিতে পারব না। ঢাকা থেকে অফিসাররা এসে আপনাকে দেখলে আমাকে বকা দেবেন। বলবেন, এ রকম হাঁটতে পারে না এমন মেয়েকে কেন নিয়োগ দিয়েছেন?' উত্তরে আয়নাব বলেন, 'আমার তো হাঁটার কোনো কাজ নেই। আমার তো হাত ঠিক আছে। হাত দিয়েই তো কাজ করব। এর পরও আমার আবেদনপত্র জমা নেয়া হয়নি। এর পর আমি বাসায় এসে খুব কান্না করলাম। চিন্তা করলাম, এত কষ্ট করে পড়ালেখা করে এই সার্টিফিকেট দিয়ে কী হবে? আমার রাগ হলো– এগুলো আমি পুড়িয়ে ফেলব।' কয়েক দিন পর সমাজসেবার উপ-পরিচালককে ব্যাংকের ঘটনা খুলে বলেন। উপ-পরিচালকের পরামর্শে তিনি জেলা প্রশাসককে সব খুলে বলেন। জেলা প্রশাসক সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকের ম্যানেজারকে ফোন দিয়ে জানান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যোগ্যতা থাকলে তাদেরকে অবহেলা করা যাবে না। এর পরও ম্যানেজার তাকে চাকুরী দেননি। অবশেষে জেলা প্রশাসক নিজের কার্যালয়ে রেকর্ড রুমে ডাটা এন্ট্রির কাজ প্রদান করেন আয়নাবকে।। অস্থায়ীভাবে ওখানে কাজ করছেন। এখনো স্থায়ী হয়নি। সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উদ্দেশে আয়নাব বলেন, 'আমার মতো যারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন, তারা সবাই আমাকে দেখে উৎসাহী হয়ে ওঠো। লেখাপড়া করে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাও।'

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী ব্যাংকের বিরুদ্ধে আয়নাব ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারতেন। সেটি না করায় তার ও প্রতিবন্ধী সমাজেরই ক্ষতি হয়েছে। কারণ, ৩৬ ধারায় আবেদন করলে একদিকে জেলা কমিটি ব্যাংকটিকে অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে হয় চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য অপসারণের আদেশ দিতে পারত, না হয় ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারত। এর ফলে ব্যাংকটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্য করার বিষয়ে ভবিষ্যতে সতর্ক হতো। অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হতো।*

২. *জেলা প্রশাসক আয়নাবকে নিজের অফিসে চাকুরী দিলেও, জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি আয়নাবকে ব্যাংকের বিরুদ্ধে ৩৬ ধারায় আবেদন করার পরামর্শ দিতে পারতেন। এতে একদিকে আইনটি যেমন কার্যকর হতো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যও হ্রাস পেত।*

কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির কর্মে নিয়োজিত থাকার, অন্যথায় যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি [ধারা ১৬(১)(ঞ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৭, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঞ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ৩২, ৪০]

সিআরপিডি'র ২৭(১) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পক্ষরাষ্ট্র আইন প্রণয়নসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মরত অবস্থায় প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির কাজ করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে। মূলত সিআরপিডি'র এই অংশকেই পৃথক করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঞ)তে বলা হয়েছে কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির কর্মে নিয়োজিত থাকার, অন্যথায় যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির অধিকার থাকবে। এই ধারাটিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমন :

১. কোনো ব্যক্তি কর্মকালীন প্রতিবন্ধিতা অর্জন করলে তাকে চাকুরী থেকে অপসারণ করা যাবে না। বরং রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিকে তিনি যে পদে কর্মরত ছিলেন সেই পদে বহাল রাখতে হবে। যদি নিজ পদে বহাল হয়ে সংশ্লিষ্ট কাজটি প্রতিবন্ধিতার কারণে করতে না পারেন তাহলে তিনি যে কাজ করতে পারবেন, সেই কাজেই তাকে নিযুক্ত রাখতে হবে।

২. যদি প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি চাকুরী করতে না চান সে ক্ষেত্রে পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণসহ প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধাসহ তাকে অপসারণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, কর্মকালীন প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিটির ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করবে তিনি চাকুরীতে ফিরে আসবেন, নাকি পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।

যেমন : 'মনির' (ছদ্মনাম) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পদমর্যাদায় মাঠ পরিদর্শক হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় গাড়ি দুর্ঘটনায় মাথায় মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আঘাতের কারণে তার স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সে চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হলেও স্নায়ুগত অসুবিধার কারণে সে হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে শুরুকরে। পূর্বের সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরও মনির যদি মনে করে সে মাঠ পরিদর্শকের পদেই যোগদান করবে তাহলে তাকে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থাসহ স্ব-পদে যোগদান করতে দিতে হবে। তার পক্ষে মাঠ পরিদর্শকের কাজ সম্ভব না হলে তাকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্য কোনো পদ যেমন 'স্টোর কিপার' হিসাবে নিয়োজিত থাকার অধিকার থাকবে। কোনোভাবেই তাকে ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের সুবিধা দিয়ে চাকুরী থেকে অপসারণ করা যাবে না।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৫০(১) অনুযায়ী দুর্ঘটনার ফলে শরীরে জখমপ্রাপ্ত হয়ে ৩ (তিন) দিনের বেশি সময় ধরে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা হারালে মালিক উক্ত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। ধারা ১৫১(ক) প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক জখমের ফলে স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার জন্য পঞ্চম তফসিলের তৃতীয় কলামে উল্লিখিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার

টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে ১০ (দশ) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ঞ) ধারার ব্যাপ্তি শ্রম আইনের ১৫০ ধারার ব্যাপ্তির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ :

- শ্রম আইনের ১৫০ ধারাটি দুর্ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। কেবল দুর্ঘটনায় আহত হয়ে প্রতিবন্ধিতা অর্জনকারী ব্যক্তিদের জন্য এটি প্রযোজ্য। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারাটি শুধু দুর্ঘটনা নয়; অসুস্থতা বা যে কোনোভাবেই কর্মকালীন প্রতিবন্ধিতা অর্জন করুক না কেন, এরূপ ব্যক্তি চাকুরীতে বহাল থাকার অধিকারী হবেন।

- শ্রম আইন শুধু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শ্রম আইনে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও অন্তর্ভুক্ত নন। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধান সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রের সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্যই প্রযোজ্য।

- শ্রম আইনের বিধানটি কেবল কর্মকালীন প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কর্মজীবনের যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো ব্যক্তি যদি প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার সময় দায়িত্বরত অবস্থায় নাও থাকেন, তাহলেও তিনি চাকুরীতে বহাল থাকার অধিকারী হবেন।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন একটি বিশেষ আইন। বিশেষ আইন সব সময় সাধারণ আইনের কার্যকারিতাকে অগ্রাহ্য করে। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১) ধারার শুরুতেই বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলের বিধি-বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ১৬(১)(ক) থেকে ১৬(১)(ন) পর্যন্ত উপধারায় বর্ণিত অধিকারগুলো থাকবে। অর্থাৎ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের পর থেকে শ্রম আইনের কর্মকালীন দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণসহ চাকুরী থেকে অপসারিত হবার এই বিধানটি কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি নিজেই কাজে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেবেন।

কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিদের চাকুরীতে পুনঃযোগদানের বিধানটি বিভিন্ন কারণেই গুরুতপূর্ণ। প্রথমত : এটা সম্মানজনক। প্রতিবন্ধিতার কারণে চাকুরী চলে গেলে সেটা মর্যাদার উপর আক্রমণ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতিবন্ধিতা কখনো চাকুরীতে থাকা বা না থাকার মাপকাঠি হতে পারে না। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে এই বিধানটি যুক্ত হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে। দ্বিতীয়ত : কাজের অধিকার অন্যতম মানবাধিকার। প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি নিজের চাকুরীতে পুনর্বহাল হলে তার এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তৃতীয়ত : ক্ষতিপূরণের টাকা চিকিৎসাসহ নানা প্রয়োজনে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু চাকুরীতে বহাল থাকলে উন্নত ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা থাকবে। ফলে এই অধিকারটি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচেতন হতে হবে।

বাংলাদেশ সার্ভিস রুল ১৯৮২ এর প্রথম খণ্ড এবং বিধি ৩৮৯ তে বলা হয়েছে– প্রতিবন্ধিতার কারণে অবগতরের জন্য আবেদন করতে প্রতিবন্ধিতা প্রমাণিত হলে অবগতর মঞ্জুর করবেন। অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি পাবেন এবং পুঃনিয়োগের বাধা নেই। বাংলাদেশে প্রচলিত শ্রম আইনসহ অন্যান্য আইনকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সাথে সাজুয্য রেখে সংস্কার করা প্রয়োজন।

উদাহরণ-১৩ : দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পা হারানো বিমলকে চাকুরীতে বহাল রাখল মোবাইল অপারেটর কোম্পানি

বিমল ওয়াসেক (ছদ্মনাম) বাংলাদেশের একটি খ্যাতনামা মোবাইল অপারেটর কোম্পানিতে ২০০৭ সালে যোগদান

করেন। অসাধারণ কর্মদক্ষতার কারণে তিনি একাধিকবার পুরস্কৃত হন এবং ২০১২ সালের মধ্যে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১৩ সালের ২৫ মে তারিখে তিনি এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। দেশে-বিদেশে উন্নত চিকিৎসার পরও তার বাম পা কেটে ফেলতে হয়। বিমলের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা বাবদ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রদান করে। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মকালীন কোনো শ্রমিক-কর্মচারী কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারালে তাকে সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে চাকুরী থেকে অবগতর প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ কোম্পানিটি বিমলের প্রাপ্য টাকার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ সহায়তা প্রদান করে। শুধু তাই নয়; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ঞ) ধারায় বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক চাকুরী থেকে অপসারণ না করে বিমলকে পূর্বের পদেই বহাল রাখে। বিমল সুস্থ হয়ে ৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন। তার কার্যালয়ের বাথরুমসহ কর্মপরিবেশ প্রবেশগম্য ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না বিধায় তাকে টেলিযোগাযোগ কোম্পানিটি সপ্তাহে ৩ দিন বাড়ি থেকে অনলাইনে কাজ করার সুযোগ প্রদান এবং সপ্তাহের বাকি দু'দিন কার্যালয়ে হাজির হয়ে অর্ধ-দিবস কাজ করার অনুমতি প্রদান করে।

কিন্তু চাকুরীতে পুনরায় যোগদানের এক বছর না যেতেই দৃশ্যপট পাল্টে যেতে থাকে। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিমলকে কোনোরূপ কাজ দেয়া থেকে বিরত থাকে কর্তৃপক্ষ। এর অবধারিত ফল হিসাবে তিনি অদক্ষ কর্মী রূপে চিহ্নিত হন এবং একই বছর আগস্ট মাসে তাকে পদত্যাগ করার প্রস্তাব দেয়া হয়।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *বিমলের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট তাকে চাকুরীতে বহাল না রেখে পুনর্বাসনের জন্য টাকা আর ক্ষতিপূরণ দিয়ে চাকুরী থেকে বিদায় করার কোনো সুযোগ নেই। বিমল চাকুরী করতে চাইলে তাকে চাকুরীতে বহাল রাখতে হবে।*

২. *চাকুরীচ্যুত করা হলে মোবাইল কোম্পানির বিরুদ্ধে ৩৬ ধারায় বিমল ক্ষতিপূরণের আবেদন বা চাকুরীতে বহাল থাকার আবেদন করতে পারবেন।*

উদাহরণ-১৪ : ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দুর্ঘটনার শিকার কুনাল চাকুরীতে বহাল

কুনাল সিংহ কনস্টেবল হিসাবে ভারতের স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরোতে নিয়োগ পান। দায়িত্বরত অবস্থায় তিনি বাম পায়ে আঘাত পান। তাকে মেডিকেল সহায়তা দেওয়া হলেও তা উপকারে আসেনি। আঘাতের জায়গায় পচনের কারণে কুনাল পা কাটাতে বাধ্য হন। ডাক্তারি রিপোর্টের কারণে কর্তৃপক্ষ তাকে চাকুরী থেকে অবৈধ ঘোষণা করে। কর্তৃপক্ষ তাকে এক আদেশের মাধ্যমে ২০. ১১. ১৯৯৮ তারিখে স্থায়ীভাবে অক্ষম ঘোষণা করে। আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুনাল সিংহ হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। রিটে তিনি দাবি করেন, কর্তৃপক্ষের এমন আদেশ স্বেচ্ছাচারিতার শামিল। তাকে প্রতিবন্ধিতার কারণে বিকল্প কোনো চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু পিটিশনটি আদালত খারিজ করে দেন। হাইকোর্ট বলেন, ডাক্তারের রির্পোটে তিনি স্থায়ীভাবে অক্ষম হওয়ার কারণে তাকে আর চাকুরীতে পুনর্বহালের সুযোগ নেই। হাইকোর্টের এমন আদেশের কারণে কুনাল আপীল করেন। আপীল আদালত বলেন, কুনাল কর্মরত অবস্থায় প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন। আপীলকারী কুনাল যে পদে চাকুরী করতেন সে পদে যদি কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন, তাহলে তাকে অন্য কোনো সমান পদমর্যাদা এবং সমান বেতনের পদে তাকে বদলি করতে পারতেন, যেটা তার জন্য উপযোগী। আর যদি বাদীর জন্য কোনো উপযুক্ত পদ না পাওয়া যায় তাহলে কর্তৃপক্ষ তাকে অতিরিক্ত দায়িত্বে রাখতে পারত। কিন্তু এমন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেনি। বরং কর্তৃপক্ষ বাদী কুনালকে অপসারণের চেষ্টা করেছে। আদালত উপরোক্ত কারণে বাদী কুনালের আপীল গ্রহণ করেন এবং হাইকোর্ট কর্তৃক তাকে অপসারণের আদেশ বাতিল করার আদেশ দেন। সেই সাথে কর্তৃপক্ষকে বাদী কুনালকে ক্ষতিপূরণের আদেশ দেন।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *কুনাল যদি বাংলাদেশের নাগরিক হতেন তাহলে কর্তৃপক্ষ তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধিতার কারণে চাকুরী থেকে অপসারণ করতে পারত না। যদি তাকে অপসারণ করা হতো তাহলে কুনাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিকার পেতেন। তিনি পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩৬ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।*

২. *উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করার পূর্বে দেশের প্রচলিত আইনে কোনো প্রতিকার থাকলে গ্রহণের চেষ্টা করার আবশ্যকতা রয়েছে। ফলে, ৩৬ ধারায় প্রতিকার গ্রহন না করে সরাসরি উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে অনেক আইনজীবী মনে করেন। তাই কুনাল বাংলাদেশের নাগরিক হলে তাকে রিট করার আগে ৩৬ ধারায় আবেদন করতে হতো।*

নিপীড়ন হতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ট)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১১ ও ১৬, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(ট), সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১, ৩২, ৩৫ ও ৪০]

সিআরপিডি ২০০৬ অনুচ্ছেদ ১১ রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণ উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অনুচ্ছেদ ১৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে শোষণ, নির্যাতন এবং সহিংসতার শিকার না হন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শোষণ, নির্যাতন এবং সহিংসতাকারীকে চিহ্নিত করা, ঘটনার তদন্ত এবং যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন;

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ট) তে বলা হয়েছে– প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিপীড়ন হতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার থাকবে। এ ধারাটি ১৬(১)(ক) নং ধারায় বর্ণিত পূর্ণমাত্রায় বেঁচে থাকা ও বিকশিত হওয়ার অধিকারের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। কেননা, এ দুটো ধারার উপাদান পরস্পর সম্পর্কিত ও নিকটবর্তী।

নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০-এর ধারা ৪ ও ১০ শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার ব্যক্তি ২০ ধারা অনুসারে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৭০ শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ডের বিধান সংক্রান্ত বিষয়াবলী। শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৫১-৬০ শিল্প-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যবিধি। নিষ্ঠুর, লাঞ্ছনাকর, অমানবিক ব্যবহার এবং নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা বা পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করলে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দন্ডিত হবেন। নির্যাতনের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটালে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত হতে পারেন। গ্রেফতারকালে বা রিমান্ডে নির্যাতন করলেও শাস্তি হবে। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণও পাবেন। এ ছাড়াও শিশু আইন, ২০১৩ এর ৭০ ধারা অনুযায়ী হেফাজতে থাকা শিশুর উপর নির্যাতন করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এমনকি পিতা-মাতা বা অভিভাবকও পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি হেফাজতে থাকাকালীন নির্যাতনের শিকার হন তাহলে তিনি এই দুটো আইনে বিচার তো পাবেনই, সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় জেলা কমিটি থেকে ক্ষতিপূরণের আদেশও পেতে পারেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা বিষয়ে ৩৫(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না। কিংবা নিষ্ঠুর, যন্ত্রণাদায়ক ও লাঞ্ছনাকর কিংবা কারো সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। এ ছাড়াও অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী কোনো নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। ফলে সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থানও পরিষ্কার।

উদাহরণ-১৫ : ধর্ষণের শিকার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারীর মামলা নিতে পুলিশের অনীহা

অপরাজিতা (ছদ্মনাম) একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারী। বয়স আনুমানিক ২০। বসবাস করেন ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলায়। ধর্ষণের শিকার হয়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন এবং একটি বাচ্চা প্রসব করেন। ফুলবাড়ীয়া উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা বয়সে তরুণ হলেও বেশ উদ্যমী, প্রত্যয়ী ও কর্মঠ। তিনি ভিকটিম ও নবজাতকের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছেন। শিশুটির পুনর্বাসন যাতে অকৃত্রিম ও পারিবারিক পরিবেশে হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখছেন। শিশুটিকে কোনো উপযুক্ত ও আগ্রহী দম্পতির হেফাজতে দেয়ার চেষ্টা করছেন। ভিকটিমকেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে সরকারি কোনো সেবাকেন্দ্রে পুনবাসন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট থানায় বিষয়টি অবহিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। ফুলবাড়ীয়া থানাও অপরাজিতার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি গুরুত্বের সাথে নিয়ে সাধারণ ডায়েরি হিসাবে নথিভুক্ত করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে পোশাক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীও দেয়া হয়েছে ভিকটিমকে। ভিকটিমের পুনর্বাসনে পুলিশ সর্বাত্মক সহযোগিতা করলেও ঘটনাটি মামলা হিসাবে নথিভুক্ত করতে রাজি নয়। যুক্তি হচ্ছে– প্রতিবন্ধিতাজনিত কারণে ভিকটিম কিছু বোঝে না, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারবে না, মামলার তদন্ত ও বিচারে সহায়তা করতে পারবে না। এর ফলে মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া এগোবে না ইত্যাদি। তাদের মতে, এ ঘটনায় যেহেতু ভিকটিমের পক্ষে কোনো ফল আসবে না সেহেতু অহেতুক মামলা করার প্রয়োজন নেই। অথচ মামলার ফল কী হবে সেটা ভাবার দায়িত্ব, ক্ষমতা বা অধিকার কোনোটাই পুলিশের নেই। তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে মামলা রুজু করা, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা, তদন্ত, বিচারকার্য পরিচালনা থেকে রায় কার্যকর পর্যন্ত বিচার প্রশাসনকে সহায়তা করা।

ফুলবাড়ীয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির সভা ডেকে ভিকটিমের পুনর্বাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *পুলিশের দায়িত্ব অপরাধ সংঘটিত হলে মামলা রুজু করা। মামলার সিদ্ধান্ত নেয়া পুলিশের কাজ নয়। ধর্ষণের মামলা নেয়ার বিষয়ে উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনাও রয়েছে। ফলে অপরাজিতার ঘটনায় পুলিশের মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি নিঃসন্দেহে বেআইনী কাজ। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(১) ধারায় মামলা করা যেতে পারে।*

২. *প্রতিবন্ধিতার কারণে ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে অপরাজিতার সাথে বৈষম্য করা হলে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অধিকার আইনের ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদন করা যাবে।*

৩. *অপরাজিতার ঘটনার সুবিচার না হলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষত বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নারীদের উপর যৌন সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে। তার ন্যায়বিচার লাভের বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ডিপিও, মানবাধিকার সংস্থা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিসমূহকে তৎপর হতে হবে। প্রয়োজনে অপরাজিতার পক্ষে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।*

উদাহরণ-১৬ : বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ ও নিপীড়নের শিকার সাকিব (ছদ্মনাম)

সাকিব (২৬) একজন অটিজমের শিকার প্রতিবন্ধী। তার বয়স যখন ১৪ বছর তখন তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাবা কর্নেল আযমের মতে, পারিবারিক দ্বন্দের সূত্র ধরে তিনি সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে চাকুরীচ্যুত হন। ফলে স্ত্রীর সাথে তার বিরোধ জটিল আকার ধারণ করে। কর্নেল আযম বিচ্ছেদের পর আরেকটি বিয়ে করেন ও সপরিবারে কানাডায় স্থানান্তরিত হন। সাকিবের মা আর বিয়ে করেননি এবং তিনি সাকিবকেসহ সাকিবের নানার বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন।

কয়েক বছর কানাডায় থাকার পর সাকিবের পিতা বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সাকিবকে নিজের হেফাজতে নেয়ার জন্য

আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত সাকিবের সর্বোত্তম মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে সাকিবকে তার মায়ের হেফাজতে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। সাকিবের বাবাকে আদালত সাকিবের ভরণপোষণ প্রদানের আদেশ দেন এবং ছেলের সাথে নিয়মিত সাক্ষাতের সময়সূচি ঠিক করে দেন। সেই থেকে সাকিবের বাবা প্রতি মাসে সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ ৫০ হাজার টাকা সাকিবের মাকে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করছেন। তিনি সাকিবের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ড্রাইভারসহ একটি গাড়ি সরবরাহ করেন। সাকিবকে তার মায়ের বাসায় গিয়ে নিয়মিত দেখে আসেন এবং কখনো কখনো সাকিবকে নিজের বাসায়ও নিয়ে আসেন। কিন্তু সাকিব তার বাবার সাথে অবস্থান করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। বিশেষত সে কখনোই বাবার সাথে রাতে অবস্থান করতে চায় না। এ জন্য কর্নেল আযম তার সাবেক স্ত্রীকে দায়ী করেন। তিনি দাবি করেন, ছেলের জন্য যে টাকা প্রতি মাসে পরিশোধ করেন সেটা ছেলের স্বার্থে খরচ করা হয় না। তিনি আরো দাবি করেন, যেহেতু তিনি শুধু দিনের বেলাতেই সাকিবের সাথে দেখা করার সুযোগ পান, সেহেতু তাকে তার সন্তান থেকে দূরে রাখার জন্য সাকিবের মা সাকিবকে দিনের বেলা ঘুমের ঔষধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। তিনি সাকিবকে অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করিয়ে দুর্বল করে ফেলার অভিযোগও আনেন। প্রমাণ হিসাবে তিনি সাকিব ও তার থাকার ঘরের কিছু ছবি সরবরাহ করেন। এ সকল ছবিতে বোঝা যায়, সাকিবের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে এবং তার থাকার পরিবেশ খুব অস্বাস্থ্যকর।

ছেলের জীবন রক্ষার জন্য তিনি একটি মানবাধিকার সংস্থায় আবেদন করেন। সংস্থাটির পক্ষ থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা করে দেয়া হয়। সাকিবের বাবার দাবি অনুযায়ী সাকিবের মায়ের বাসায় একজন প্রশিক্ষিত সেবিকা নিয়োগ করা হয়, যার বেতন সাকিবের বাবা পরিশোধ করতেন। সাকিবের বাবা দাবি করেন, সাকিবের মায়ের অশোভন আচরণের কারণে উক্ত সেবিকা কয়েক মাস কাজ করার পর চাকুরীতে ইস্তফা দেন। সাকিবের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। সে কোনো চিকিৎসকের নিকট যেতে ভীষণ অনিচ্ছুক। সাকিবের পিতা ছেলেকে নিজের হেফাজতে নিয়ে তার চিকিৎসা করাতে চান। সেটা সম্ভব না হলে কোনো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাকিবের শারীরিক অবস্থার তদন্ত করে তার জীবন বাঁচানোর অনুরোধ জানান।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *সাকিব তার বাবা-মায়ের বিরোধের কারণে হেনস্থার শিকার। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটি হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাকে অতিরিক্ত ঔষধ সেবন করানো হচ্ছে কি-না বা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও অযত্নের কারণে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে কি-না সেটা কমিটি খতিয়ে দেখতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।*

২. *অধিকার লঙ্ঘনের কারণে সে আইনের ৩৬ ধারায় ক্ষতিপূরণের আবেদনও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনো ডিপিও তাকে সহায়তা প্রদান করতে পারে বা তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।*

৩. *সাকিবের অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। কমিশনের অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে তদন্তের ক্ষমতা রয়েছে।*

প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ঠ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৫; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(ঠ), সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(১ক), ১৮(১), ৩২ ও ৩৫।]

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী, কোনোরূপ বৈষম্য না করে পক্ষরাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক মানের অর্জনযোগ্য স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পুনর্বাসনসহ লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ এলাকাকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, অন্যদের মতো সমমানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার, বিশেষ চাহিদা ও তাদের অবাধ ও সচেতন সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বিষয়ে

প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা তৈরি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জীবন বীমাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঠ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করে। এটি মূলত সিআরপিডি'র ২৫ নং অনুচ্ছেদের একটি আংশিক প্রতিফলন। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার বলতে সবার সাথে সমতার ভিত্তিতে হাসপাতাল, ক্লিনিক, ঔষধ এবং ডাক্তারের সেবা প্রাপ্তির সহজ প্রবেশাধিকার এবং পর্যাপ্ত, গ্রহণযোগ্য সেবা পাওয়ার অধিকারকে বুঝায়। স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তির অধিকার মানুষের মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ধারণের অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একজন অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির চেয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার ভোগের জন্য নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সবার সাথে সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার পাওয়ার অধিকার থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশেষ ব্যবস্থার অভাব এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বাস্থ্যসেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য আলাদাভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকারকে আইনী স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনী অধিকার। রাষ্ট্র শিশু নারী, প্রবীণ ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা, বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহে দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসকল্পে ব্যবস্থা এবং সেই সাথে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী চিকিৎসা হল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা। এটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত নয় বলে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ঠ) ধারা স্বাস্থ্সেবা প্রাপ্তির অধিকারকে আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য করেছে। অর্থাৎ দেশের অন্যান্য নাগরিক আদালতের মাধ্যমে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার বলবৎ করার অধিকারী না হলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই ধারার বলে সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আইনগতভাবে আদায় করতে পারবেন।

উদাহরণ-১৭ : শ্রবণ প্রতিবন্ধী রাজিব বঞ্চিত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা থেকে

রাজিব সিদ্দিকী (ছদ্মনাম) ২৮ বছর বয়সী শ্রবণপ্রতিবন্ধী তরুণ। দু'বছর বয়স থেকে তিনি কানে শুনতে পান না। হাইকেয়ার স্কুল নামে একটি বিশেষ স্কুলে রাজিব পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন এবং প্রায় সকল ধরনের কথা বলতে পারেন। তিনি চোখ ও ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে অন্যদের কথা কিছুটা বুঝতেও পারেন তবে শুনতে পারেন না। তিনি ১৯ বছর বয়সে সিজোফ্রেনিয়াতে আক্রান্ত হন। এ রোগে তার আরেকটি ভাইও আক্রান্ত হয়। ডাক্তারের পরামর্শে সেই ভাইটিকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে প্রায় পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা সম্ভব হলেও রাজিবকে কাউন্সেলিং করানো যায়নি। কারণ কোনো চিকিৎসক ইশারাভাষা বোঝেন না এবং রাজিবও ইশারাভাষা শেখেননি। ফলে রাজিব কাউন্সেলিংয়ের অভাবে সুস্থ হতে পারছেন না। বিকল্প হিসেবে তাকে ডাক্তার বিভিন্ন ঔষধ প্রদান করছেন। এই ঔষধ খেয়ে রাজিব ঔষধনির্ভর হয়ে উঠছেন এবং কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ভুগছেন।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ইশারাভাষা বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাজিবের কাউন্সেলিংয়ের জন্য ইশারাভাষা বিশেষজ্ঞ*

নিয়োগ করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্বের খেলাপ করায় রাজিব স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

২. *রাজিব ৩৬ ধারায় বৈষম্যের প্রতিকার চাইতে পারবেন।*

৩. *সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধানগুলোর মাধ্যমে অ্যাডভোকেসিমূলক কাজ করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিগুলোও এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে।*

উদাহরণ-১৮ : স্বাস্থ্যসেবায় শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে ইশারাভাষার সুবিধা প্রদানের আদেশ দিলেন কানাডার সুপ্রিম কোর্ট

কানাডায় সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিক ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করা হতো না। এ কারণে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবা থেকে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি বঞ্চিত হতো। ওয়েস্টার্ন ইনস্টিউট ফর ডিফ অ্যান্ড হার্ড অব হেয়ারিং (ডব্লিউআইডিএইচএইচ) নামের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান অনুদানের টাকায় বৃটিশ কলম্বিয়ায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে ইশারাভাষা সেবা প্রদান করে থাকে। ১৯৯০ সালে অর্থ সংকটের কারণে তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সংগঠনটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট ইশারাভাষা সেবা প্রদানের জন্য অর্থ সহায়তা চায়। কিন্তু ইশারাভাষার জন্য টাকা দিলে পরে আবার আদিবাসীরা তাদের ভাষান্তরের জন্য দোভাষী নিয়োগের টাকা চাইতে পারে– এই আশঙ্কায় মন্ত্রণালয় ইশারাভাষা সুবিধার জন্য বরাদ্দ দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

সরকারি স্বাস্থ্যসেবাসমূহে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইশারাভাষার সুবিধা না থাকা এক প্রকার বৈষম্য। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে দু'জন জন্মগত বধির ব্যক্তি রবিন এলরিজ ও লিন্ড ওয়ারেন বৃটিশ কলম্বিয়ার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাদের যুক্তি হল– ইশারাভাষার সুবিধা না থাকায় তারা ভুল ও অকার্যকর চিকিৎসার ঝুঁকিতে পড়েছেন। তাদের দাবি সংশ্লিষ্ট আইনে স্বাস্থ্যসেবায় ইশারাভাষার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত না করায় সরকার কানাডিয়ান চার্টারের ১৫ ধারা অনুযায়ী সমতার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। তবে এ মামলায় শেষ পর্যন্ত এলরিজরা হেরে যান।

পরে তারা ডব্লিউআইডিএইচএইচ, কয়েকটি এনজিও এবং ডিপিও'র সহায়তায় কানাডার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তিনটি কানাডিয়ান ডিপিও তাদের পক্ষে মামলায় অংশগ্রহণ করে। এ মামলায় লড়াই করতে একটি এনজিও-ডিপিও কোয়ালিশন গঠন করা হয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মামলায় জিতে যান এলরিজরাও। আদালত উক্ত মামলার রায়ে বলেন, কানাডার অধিকার এবং স্বাধীনতা চার্টার অনুসারে প্রাদেশিক সরকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজনকে চিহ্নিত করতে বাধ্য। সে হিসাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ইশারাভাষার সুবিধা লাভের অধিকারী। আদালত পরিষ্কারভাবে বলেন, আবেদনকারীদের সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইশারাভাষা অনুবাদকের অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, যা বৈষম্যের শামিল।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করা হয় না। এতে তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হন। এভাবে স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে নিজের অধিকার আদায় করতে পারবেন।*

২. *ইশারাভাষার সুবিধা না থাকার ফলে স্বাস্থ্যসেবা না পেয়ে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনের অধিকারও ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ইশারাভাষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আওতায় গঠিত কমিটির সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নিতে অ্যাডভোকেসি করা যেতে পারে।*

৩. *বাংলাদেশে বসবাসকারী এলরিজদের মতো বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নাগরিকের সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কৌশলগত আইনী পদক্ষেপ বা মামলা দায়ের করা যেতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা না হলে উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে।*

শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার [ধারা ১৬(১)(ড)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৪(গ) এবং ২৭(জ); প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ধারা ১৬(ড); সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪), ২৯(৩)]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোনো এক বিশেষ ধরনের অসামর্থ্যকে বিবেচনায় রেখে যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের অন্যান্য সামর্থ্যকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে, যেমন চলাচলের স্থান, কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

একই ব্যবস্থা সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত নয়। একেক জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য একেক রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। বিচারক, আইন প্রণয়নকারী এবং আইনজীবীদের অস্পষ্ট বোঝাপড়ার কারণে প্রায়ই রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায়। রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন মানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত বা বেশি সুবিধা প্রদান নয়, বরং এটি তাদের স্বাভাবিক অধিকার। রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন সম্পর্কে মনে রাখতে হবে :

- এই অধিকার একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদার উপর নির্ভরশীল। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজস্ব অসুবিধার বিষয় মাথায় রেখে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করতে হয়। রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন কখনো পুরো সম্প্রদায়ের বা একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদার কথা মাথায় রেখে প্রদান করা যায় না। এ কারণে রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন ও প্রবেশগম্যতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন : ব্রেইল বই লাভের অধিকার প্রবেশগম্যতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কারো প্রয়োজনে বসার চেয়ার ছোট বা বড় করার বিষয়টি রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন হিসেবে গণ্য।
- এটি আসলে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা, যেখানে বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন না করলেও একজন নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমতার ভিত্তিতে এবং সম্পূর্ণভাবে অন্যদের মতোই অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দেয়;
- একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার বাস্তব সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত একটি বদলানো বা সংশোধিত বা পরিবর্তিত পরিবেশ লাভের অধিকারী, যেটা তাকে সমতার ভিত্তিতে অধিকার ভোগের সুযোগ করে দেয়;
- একটি মাধ্যমে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোনো কাজের মৌলিক কার্যবিবরণী সম্পূর্ণ করতে বা অপ্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে পড়াশনা করতে বা সুবিচার পেতে সমান সুযোগ পায়।

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৪(গ) রাষ্ট্র প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার নিশ্চিত করবে। অনুচ্ছেদ ২৭(জ) অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ২(১৪) ধারায় বলা হয়েছে, রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন অর্থ হল, প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন বা সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার উপভোগ এবং অনুশীলন নিশ্চিত করা। সিআরপিডি'র উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলোর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ড) ধারায় উল্লিখিত শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রসহ

প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকারকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে আইনী স্বীকৃত হলেও অধিকার বাস্তবায়নে আইনী প্রয়োগ আমাদের দেশে কম। প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকার বা রাষ্ট্রের হলেও দুর্বল আইনী প্রয়োগ, বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবহেলা, জবাবদিহির অভাব, আর্থিক সমস্যার অজুহাত ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। যার ফলে আমাদের দেশে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক জায়গাগুলো থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রবেশধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যথাযথ ক্ষমতায়ন হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ড) রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় এ অধিকার এখন আইনী প্রক্রিয়ায় আদায় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ অধিকার লংঙ্ঘন ধারা ৩৬ এর মাধ্যমে প্রতিকারযোগ্য।

উদাহরণ-১৯ : শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত থেকে সড়ে দাঁড়াল পিএসসি

পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) বিসিএস পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে আসছিল। এ নিয়ম মেনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জুনিয়র শিক্ষার্থী কিংবা উপযুক্ত পরিচিত ব্যক্তিদের শ্রুতি লেখক হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষার মাত্র এক সপ্তাহ আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করল– দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীগণ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রুতি লেখক হিসাবে মনোনীত করতে পারবেন না। এ নিয়ম পিএসসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেও উল্লেখ করেনি। তাই সকলেই অপ্রস্তুত ছিলেন। মাত্র তিন দিন সময় বেঁধে দিয়ে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকলকে মনোনীত শ্রুতিলেখকের সম্মতিপত্র, ছবি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ শ্রুতিলেখকের আবেদন করতে বলে। অনেক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পিএসসি'র নির্দেশ মোতাবেক ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীকে এত অল্প সময়ে খুঁজে না পাওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিলেন। ক্ষুব্ধ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীগণ পিএসসিকে বারবার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানালেও পিএসসি সিদ্ধান্তে অনড় থাকছিল। কয়েকজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী আইন সহায়তা চাইলে একটি বেসরকারি আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা পিএসসি'র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সাথে দেখা করতে চাইলে তিনি দেখা না করে জানান, যেহেতু পিএসসি'র সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেহেতু এই সিদ্ধান্ত তাদের পরবর্তী সভা ব্যতীত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, যেহেতু যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়ে এই নোটিশ প্রদান করা হয়েছে সেহেতু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমঅধিকার আদায়ের স্বার্থে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিসিএস পরীক্ষা স্থগিতও হতে পারে। একই দিন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি সংস্থার নিকট থেকে খবর পেয়ে প্রথম আলো পত্রিকার পক্ষ থেকেও একজন প্রতিবেদক বিষয়টি নিয়ে পিএসসি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কথা বলেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে অবশেষে পিএসসি নিজ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে এবং শ্রুতিলেখক বিষয়ক পূর্বের নিয়ম পুনর্বহাল করে।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *পিএসসি অ্যাকসেসিবল উপায়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রে গাফিলতি করলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি শ্রুতিলেখক বিষয়ে জেলা কমিটির মাধ্যমে পিএসসিকে বাধ্য করতে পারে।*

২. *একজন সাংবাদিক পিএসসিকে শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত বিষয়ে সংবেদনশীল বা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একইভাবে জেলা কমিটি বা এর সদস্যদের সংবেদনশীল করতে পারতেন। জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা এর সদস্যদের শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত একটি নীতিমালা তৈরির জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন।*

৩. *জাতীয় সমন্বয় কমিটি ও নির্বাহী কমিটি শ্রুতিলেখক সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এই দুটো কমিটির সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন মোতাবেক পিএসসি যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সে বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করা প্রয়োজন।*

উদাহরণ-২০ : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রহিমার আবেদনে শিথিল হল নিবন্ধনের বয়সসীমা

শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার কিশোরী রহিমা (ছদ্মনাম) চট্টগ্রামের একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। তার বয়স ১৭ বছর অতিক্রম করায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়ে দেয়, চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য জেএসসি পরীক্ষায় সে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে শিক্ষার্থীকে সাথে নিয়ে তার মা একটি আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থায় সহায়তার আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থাটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বরাবর প্রতিবন্ধিতার শিকার শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিল করার মাধ্যমে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের আবেদন করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট এ মর্মে একটি আবেদন করে। আবেদনপত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর তফসিলের ৯(ক) দফার বিষয়ে উল্লেখ করে বলা হয়, আইন অনুযায়ী সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্কুলে ভর্তির বয়স শিথিল করতে বাধ্য বিধায় নিবন্ধনের বয়স শিথিলেও বাধ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশেষ বিবেচনায় শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার শিক্ষার্থীকে ১ নভেম্বর ২০১৬ থেকে অনুষ্ঠিতব্য জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। যার ফলে রহিমা জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর তফসিলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও কার্যক্রম বিধৃত আছে। ওই তফসিলের ৯ (ক) নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, স্বাভাবিক স্কুলগামী শিশু অপেক্ষা প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা শুরুর বয়স শিথিল করা অর্থাৎ ৯ (ক) মতে কোনো প্রতিবন্ধী শিশু বেশি বয়সে শিক্ষা শুরু করলে স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রতিবন্ধী শিশু অপ্রতিবন্ধী শিশুদের থেকে বেশি বয়সে প্রত্যেক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *রহিমার আইনজীবীরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট চিঠিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলে বর্ণিত রিজনেবল অ্যাকোমোডেশনের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন লাভের অধিকারের কথা উল্লেখ করেনি। এ বিষয়টি উল্লেখ করলে রহিমার দাবি আরো শক্তিশালী হতো।*

২. *অ্যাডভোকেসির জন্য মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিসমূহকে ব্যবহার করা যেত। তবে এর সুবিধা ও অসুবিধা দুটোই রয়েছে। রহিমার পরীক্ষা সন্নিকটে ছিল বিধায় কমিটিকে সম্পৃক্ত করে প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে তার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হতে পারত। জাতীয় সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে বয়স শিথিল বিষয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারির ব্যবস্থা করা হলে তা রহিমার মতো অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক হবে।*

৩. *অন্যান্য বিদ্যালয়ও যাতে রহিমার মতো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সাথে এমন আচরণ না করে সে লক্ষ্যে রহিমার কেসটি অ্যাডভোকেসি কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রহিমার ঘটনাটি বহুল প্রচার করলে সকলেই এ বিষয়ে সচেতন হতে পারবেন।*

শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হওয়ার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তি [ধারা ১৬(১)(ঢ)]

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৮(৪,২৯(৩) ও ৪০, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ধারা ১৬(ঢ),৩৬, শিশু আইন ২০১৩ ধারা ৮৯(২) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ ধারা ১৩ এবং ১৪ এবং সিআরপিডি ২০০৬ অনুচ্ছেদ ২৬]

অনুচ্ছেদ ২৮(৪) রাষ্ট্র অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে; অনুচ্ছেদ ২৯(৩) রাষ্ট্র নাগরিকদের অনগ্রসরদের অংশের প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করবে; অনুচ্ছেদ ৪০ যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার থাকবে;

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(ঢ) প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হওয়ার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তি অধিকার;

শিশু আইন ২০১৩-এর ধারা ৮৫ সুবিধাবঞ্চিত শিশুর অ-প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করা জন্য সরকার প্রণীত নীতিমালার আলোকে, নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করবে যথা : ছোটমণি নিবাস; দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র; সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ধারা ৮৯(২) সরকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুর বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন ও পরিচর্যা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২-এর ধারা ১৩ সরকার এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য এক বা একাধিক পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে; ধারা ১৪ এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য ডেপুটি কমিশনার বা উক্ত কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করার জন্য লিখিতভাবে জেলা কমিটির নিকট সুপারিশ করবেন;

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অন্তর্ভুক্তকরণ ও অংশগ্রহণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সহায়ক সেবা বলতে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ক্ষমতা এবং জ্ঞান লাভে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। সহায়ক সেবাগুলো এমন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় যারা কখনও দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। যেমন একটি শিশু যে তার বয়স অনুসারে প্রত্যাশিত কথা বলছেন না, এমন ব্যক্তিকে সহায়ক সেবা প্রদান করা হয়। অপরদিকে পুনর্বাসন বলতে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য দক্ষতা, ক্ষমতা বা জ্ঞান পুনরুদ্ধার, যা প্রতিবন্ধতার কারণে বা ফলে বা পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন হয়েছে। সহায়ক সেবা এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্য হল সর্বাধিক স্বাধীনতা, পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বৃত্তিমূলক ক্ষমতা অর্জন বজায় রাখা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে অধিকারগুলো ভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক সেবা এবং পুনর্বাসন অপরিহার্য। পর্যাপ্ত সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কাজ করতে, স্কুলে যেতে বা সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া বা বিনোদন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত । সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সহায়ক সেবা এবং পুনর্বাসন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সরকারের সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন মূলধারার সেবা থেকে আলাদা এবং যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সরকারের সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বাইরে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি বেসরকারি সংগঠন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(ঢ) তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসনের অধিকার ভোগে বৈষম্যের শিকার হন অথবা বৈষম্যের

ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে বৈষম্য দূর বা ক্ষতিপূরণের জন্য ৩৬ ধারা অনুসারে জেলা কমিটির নিকট আবেদন করতে পারবেন। শিশু আইনে ছোটমণি নিবাস, দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পুনর্বাসনের সুবিধা প্রদান করা হয়। এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২-এর অধীনে এসিড সন্ত্রাসে আক্রান্ত ব্যক্তির পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। এসব ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনে ফেরত যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ।

উদাহরণ-২১ : প্রতিবন্ধী নারীদের পুনর্বাসন সুবিধাপ্রাপ্তির সুযোগ কম

বাংলাদেশে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে দুটি। একটি ঢাকার টঙ্গীতে, অপরটি বাগেরহাটে। এই দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দুটিতে আবাসিক ব্যবস্থাসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ সম্বলিত হলেও একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী উক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান না। এতে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সিআরপিডি'র ২৬ নং অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রতিবন্ধী নারীসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এই কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখতে হবে।*

২. *প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি এই বৈষম্যের বিষয়টি জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করা উচিত।*

মাতা-পিতা বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হলে বা তার আবাসন ও ভরণপোষণের যথাযথ সংস্থান না হলে যথাসম্ভব নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন [ধারা ১৬(১)(ণ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৮, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪)]

ডিআরপি'র ধারা ১৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি নিদিষ্ট উপগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে, যারা তাদের মাতা-পিতা অথবা পরিবারের উপর নির্ভরশীল এবং তারা মাতা-পিতা থেকে আলাদা অথবা তাদের ভরণপোষণ ও আবাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই প্রক্রিয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে অনগ্রসর অংশকে পৃথক করে, যা বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও সিআরপিডি'র অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। তা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) এর লক্ষ্য হল, সরকারের সমতাভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষার অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে পরিপূর্ণ ও কার্যকরভাবে বাস করতে প্রতিবন্ধিতার কারণে যেসব বাধার সম্মুখীন হন সেসব বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। ১৬(১)(ণ) ধারার বিধানগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৮-এ উল্লিখিত যথাযথ বাসস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের কথা সামনে রেখে।

যথাযথ বাসস্থানের অধিকারকে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা অনুচ্ছেদ ২৫-এ মূল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিইসিআর) এর অনুচ্ছেদ ১১ তে প্রত্যেক ব্যক্তির যথাযথ বাসস্থান, পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র সেই সাথে ক্রমবর্ধমান জীবনমানের উন্নয়নের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির (আইসিইএসসিআর) বাস্তবায়ন

কমিটি তার তার ৫ নং সাধারণ মন্তব্যে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমাজে বাস করার জন্য সহায়ক পরিবেশ, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং স্বাধীনভাবে বাস করার জন্য যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করেছে।

অনুচ্ছেদ ২৮ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে ভিত্তি করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যথাযথ বাসস্থানের অধিকার সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার পরিষ্কার পানি, পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের অবস্থার উন্নয়নকে অনুচ্ছেদ ২৮-এর ক্রমবর্ধমান জীবনমানের উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। একই সময়ে অনুচ্ছেদ ২৮ প্রতিবন্ধিতা ও দারিদ্র্যের তিনটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সীমারেখার আওতাভুক্ত করেছে।

উদাহারণ, সীমিত শিক্ষার সুযোগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈষম্যমূলক আচরণ, প্রবেশ্যযোগ্য যানবাহন ও প্রতিবন্ধীবান্ধব কাজের জায়গার অভাব প্রভৃতি কারণে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জনে অপারগ হতে পারেন। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক প্রয়োজন মেটানের জন্য একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আর এ কারণে পরিবারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মর্যাদাহানি ঘটে এবং নিজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই সাথে সাধারণ মানুষের মনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতার প্রতি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি নেতিবাচক ধারণা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়তা করার ইচ্ছাশক্তিকে নষ্ট করে দেয় এবং তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার নিজের উন্নয়নের সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত করে। আর এভাবে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আর্থিকভাবে নিজেকে সহায়তায় অক্ষম হওয়ার কারণে দারিদ্রের দুষ্টচক্রের শিকার হয়ে মৌলিক প্রয়োজন মেটানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন খাদ্য, পানি, বস্ত্র, আশ্রয় অথবা প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবারের জন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয় সেসব মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

প্রথমত, অনুচ্ছেদ ২৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যথাযথ ও সাশ্রয়ী সেবা, সহায়ক যন্ত্র এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত অন্যান্য সহায়তার প্রবেশাধিকারকে সুনির্দিষ্ট করেছে। এভাবে সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৮-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানসম্পন্ন জীবন উপভোগের জন্য সহায়ক যন্ত্র যেমন হুইল চেয়ার, থেরাপি ও যোগাযোগ সহায়ক যন্ত্রসহ অন্যান্য সহায়তা পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) এবং সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৮ কে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যায় আনলে দারিদ্র্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন ও নিদিষ্ট সেবায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করে না।

দ্বিতীয়ত, অনুচ্ছেদ ২৮ প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত ব্যয় একটি পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে দরিদ্রতার সম্মুখীন করতে পারে এমন বিষয়কে স্বীকার করে। সে কারণেই অনুচ্ছেদ ২৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবারের দরিদ্র অবস্থায় বসবাসের কারণে রাষ্ট্র থেকে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত ব্যয়ের ব্যাপারে আর্থিক সহয়তা গ্রহণ; সেই সাথে প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং, আর্থিক সহায়ত এবং অবগতর সেবা প্রদান করা রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। যেমন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা স্বাভাবিকভাবে সহায়তার উপর নির্ভরশীল এবং সেবা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করার জন্য অর্থ গ্রহণ করে থাকে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) কে সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৮-এর সাথে যৌথভাবে ব্যাখ্যায় আনতে হবে, যাতে তারা স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়। বর্তমানে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সামাজিক সেবার আওতায় মাসিক হারে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে থাকেন। আবার উক্ত আর্থিক সুবিধার বাইরে ধারা ১৬(১)(ণ)-এর মতে, নগদ অর্থ সুবিধার বাইরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা গ্রহণের অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য ধারা ১৬(১)(ণ) কে অনুচ্ছেদ ২৮-এর সাথে যৌথভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

সবশেষে, অনুচ্ছেদ ২৮ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে মহিলা, বালিকা এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম ও দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিতে সমান প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের মূল স্রোতধারায় আসার জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি যেমন ক্ষুদ্র ঋণ, উপার্জনে অংশগ্রহণ ও সুবিধা

ভোগের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সম্প্রতি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় উন্নয়ন কর্মসূচি ও ভবিষ্যতের জন্য গৃহিত বিশেষ কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার থাকবে। সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণের অধিকারকে অস্বীকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ণ) এর লঙ্ঘনের শামিল।

কিন্তু যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সামাজিক সুরক্ষার আওতায় বাসস্থানসহ যথাযথ জীবন যাপনের সুযোগ পায় তখন শুধু এই কারণে ধারা ১৬(১)(ণ) উল্লিখিত মৌলিক সেবাপ্রাপ্তির অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া যাবে না। এ কারণে ধারা ১৬(১)(ণ) তে উল্লিখিত অধিকার বাসস্থানবিহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শুধু তার প্রতিবন্ধিতার কারণে পৃথক অংশ হিসাবে বিবেচনা করে না। ধারা ১৬(১)(ণ) দারিদ্র্যমুক্তি সহায়তাকরণ কর্মসূচি থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পৃথক করে না। বরং ধারা ১৬(১)(ণ) কে অনুচ্ছেদ ২৮-এর সাথে যৌথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে শুধু আর্থিক সহায়তা না, অন্যান্য সহায়তা যেগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় এবং যেগুলো প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাধার সম্মুখীন হন (যেমন, বিনামূল্যে হুইল চেয়ার পাওয়া অথবা অন্য কোনো সেবাপ্রাপ্তির অধিকার) এবং সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে অপ্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উদাহরণ-২২ : সানজিমা'র আশ্রয় হল না কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে

সানজিমা একজন বহুমুখী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তার মনো-সামজিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে। বয়স আনুমানিক ৩০ (ত্রিশ) বছর। তার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব রয়েছে। সৎ মা ও বাবার সাথে সানজিমা যুক্তরাষ্ট্রেই বসবাস করতেন। কিছুদিন পূর্বে তার পিতা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকা আসেন। তার পাসপোর্ট আটকে রেখে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন তার পিতা। কিছুদিন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থাকার পর তারাও তাকে আশ্রয় প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান। সানজিমার দাবি, তার পিতার চাপেই নাকি স্বজনরা তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সানজিমা একদিন সন্ধ্যায় একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যালয়ে সহায়তা লাভের জন্য আসেন। সংস্থাটি তাকে ঐ এক রাতের জন্য আশ্রয় ব্যবস্থা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন আশ্রয় প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করলেও সানজিমার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়নি; কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা যায়নি। কারণ তাদের নীতিমালা অনুযায়ী কেবল অনূর্ধ্ব-১৮ বছর বয়সী মেয়ে শিশুদের আশ্রয় দেয়া হয়। একইভাবে কোনো সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সন্ধ্যার পর কাউকে আশ্রয়ের জন্য গ্রহণ করা হয় না; সহিংসতার মামলা ব্যতীত কাউকে আশ্রয় দেয়া হয় না, চাকুরীর জন্য ব্যতীত কাউকে আশ্রয় দেয়া হয় না ইত্যাদি কারণে সানজিমাকে কেউ আশ্রয় প্রদান করতে পারেনি। অবশেষে সানজিমাকে প্রতিবন্ধী নারীদের একটি সংস্থার কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত আবাসনে প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হলে সানজিমার এক বান্ধবী তার বাসায় প্রেরণের অনুরোধ জানান।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সিআরপিডি'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এগুলোকে সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।*

২. *সানজিমার সামাজিক সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আওতায় তিনি প্রতিকার পেতে পারেন।*

৩. *৩৬ ধারায় আবেদন না করেও কি কমিটিসমূহের মাধ্যমে আশ্রয়কেদ্রেগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় অ্যাডভোকেসি করে সানজিমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে?*

৪. *সানজিমার ঘটনাটি ব্যবহার করে সানজিমার মতো কোনো প্রতিবন্ধী নারীদের এমন অবস্থার মুখোমুখি হলে কী করতে হবে সে বিষয়ে সচেতন করা যেতে পারে।*

সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ত)]

(সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৩০, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ত) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২)

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ত) তে বলা হয়েছে– প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংস্কৃতি, বিনোদন লাভ, ভ্রমণ, অবকাশ যাপন এবং ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। সিআরপিডির ৩০ নং অনুচ্ছেদেও এই অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সমাজের অন্য সকল মানুষের মতোই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও চিত্তবিনোদনের পূর্ণ ও সমঅধিকার রয়েছে। সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এ অধিকার অপরিহার্য। কিন্তু বাস্তবতা হল, মূলধারার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার কারণে সামাজিকভাবে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। এর সমাধানকল্পে সিআরপিডি অনুচ্ছেদ ৩০-এ উল্লিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়া হল :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। পাঠাগার, জাদুঘর, নাট্যশালা, সিনেমা হল ও ভ্রমণসেবার মতো সাংস্কৃতিকক পরিসরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমঅধিকার রয়েছে। অনুচ্ছেদ-৩০ শহীদ মিনারের মতো জাতীয় ও ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং সাংস্কৃতিককভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা স্থাপনা এর সাথে সংযুক্ত করেছে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। তাদের শ্রম, মেধা, সৃজনশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক অংশগ্রহণ এবং নিজের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সামাজিক উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য সাহিত্যকর্মে প্রবেশের অধিকার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেখকের মেধাস্বত্ব অধিকার বিষয়ক আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বাধার সৃষ্টি করে। লেখকের মেধাস্বত্ব অধিকার আইনের কারণে তার সৃজিত বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহার উপযোগী বিকল্প পদ্ধতিতে যেমন অডিও ব্রেইল ইত্যাদিতে রূপান্তর করা যায় না।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ইশারাভাষা ব্যবহারের অধিকারকে সংরক্ষণ করে।[৪৩]

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মূলধারার ক্রীড়াকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ যেমন মাঠে বা সুইমিং পুলে প্রবেশের অধিকার রয়েছে। মূলধারার ক্রীড়ার পাশাপাশি প্রতিবন্ধীবান্ধব ক্রীড়ায় (যেমন হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীদের ক্রিকেট) অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩০ সুনির্দিষ্টভাবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে শিশুদের ক্রীড়াকর্মে অংশগ্রহণ, অনুশীলন, বিনোদন ও অবকাশ যাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

- সাধারণ পর্যটকের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও ভ্রমণ করতে পারবেন এবং পর্যটনের সকল সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রসিদ্ধ স্থাপনা, মাঠ, সৈকত, জাতীয় উদ্যান, হোটেল, ফেরি ও যাত্রীবাহী জলযান ইত্যাদি। কারণ সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৩০ অনুসারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, নাট্যশালা, ক্রীড়াভূমি ইত্যাদি সকলের জন্য উপযোগী স্থান হতে হবে। অন্যথায় এসব স্থাপনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সমান সুযোগ পান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বার্ষিক গলফ টুর্নামেন্টে শারীরিক প্রতিবন্ধী গলফার কে সি মার্টিনের জন্য যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়নের মাধ্যমে তার উপযোগী করে গলফ কোর্স গড়ে তুলতে প্রফেশনাল গলফ অ্যাসোসিয়েশনের (পিজিএ) প্রতি আদেশ জারি করেছিলেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২-এ জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। জীবনের অধিকারকে বাংলাদেশের আইনী এখতিয়ারের মাঝে জীবনযাপনের অধিকার পর্যন্ত বা ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও

৪৩ বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন ধারা ১৬(১)(ঠ), পৃষ্ঠা-১০০

বেশি দূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করা হয়েছে। জীবন যাপনের অধিকার রক্ষার অংশ হিসাবে খেলার মাঠ বেদখল হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং শিশুদের খেলাধুলার অধিকার রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের রায় প্রদানের নজির রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদনের অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক।

উদাহরণ-২৩ : সোয়াতের ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের অধিকার লঙ্ঘন করছে তার বিদ্যালয়

সোয়াত ১০ বছর বয়সের ডাউন সিনড্রোম প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত একজন শিশু। সে মধুমিতা, টঙ্গী, গাজীপুরে অবস্থিত চিলড্রেন ফাউন্ডেশন নামক মূলধারার স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। প্রতি বছর সোয়াতের স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ বছর ২০১৮ সালে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় সোয়াত লং জাম্প, ১০০ মিটার দৌড় ও যেমন খুশি তেমন সাজো– এই তিনটা ইভেন্ট অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সোয়াতকে তার স্কুল কর্তৃপক্ষ শুধু যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। প্রতিবন্ধিতার অজুহাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ লং জাম্প ও দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। অথচ 'যেমন খুশি তেমন সাজো' ইভেন্টে সব প্রতিযোগীকে হারিয়ে সোয়াত দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দেয়।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্যের কারণে সোয়াত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ত) অনুসারে সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মেকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।*

২. *সোয়াতকে দুটো ইভেন্টে প্রতিবন্ধিতার কারণে অংশ নিতে বাধা দেয়ার দায়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সে প্রতিকার চাইতে পারে।*

৩. *৩৬ ধারায় আবেদন না করে একই ঘটনা যাতে ঐ স্কুল আর না ঘটায় সে লক্ষ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধানের আলোকে অ্যাডভোকেসি করা যেতে পারে।*

৪. *জেলা কমিটিকে সম্পৃক্ত করে অন্যান্য স্কুলে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধানগুলো সম্পর্কে কমিটির সাথে সভা করে তাদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।*

শ্রবণপ্রতিবন্ধী ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী যথাসম্ভব বাংলা ইশারাভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ [ধারা ১৬(১)(থ)]

[সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২১, ৩০, ২৪ এবং ৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১) (থ), সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯।]

এই নির্দেশিকার পূর্ববর্তী অংশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ঘ)-এর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বোধগম্য যোগাযোগ এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারটি আলোচিত হয়েছে। এই অংশে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার এবং বাংলা ইশারাভাষা ব্যবহারের অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(থ) দফা থেকে সংযোজিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সিআরপিডির ৩০ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে– বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ইশারাভাষার ব্যবহার এবং এর অনুবাদ শুধু তার কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য নয় বরং ইশারাভাষা বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয় এবং যা সুনির্দিষ্ট ও এটি তাদের ভাষাগত পরিচয়ের বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার ৭ ফেব্রুয়ারিকে বাংলা ইশারাভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

ইশারাভাষা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুতপূর্ণ বিষয় হল :

- ইশারাভাষা হচ্ছে এমন একটি দৃশ্যমান মাধ্যম, যার দ্বারা বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের মনের ভাব এবং তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে[৪৪]। বাংলা ইশারাভাষার শব্দসমূহ হাতের সাহায্যে দেখানো বিভিন্ন আকৃতি, অবস্থা, নড়াচড়া, শরীরের নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গি, মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি এবং অন্যান্য দৃশ্যমান ইঙ্গিতের সমন্বয়ে গঠিত। এই ভাষাসমূহ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। এগুলো ইংরেজী অথবা বাংলা ভাষার অনুবাদ নয়।
- 'সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী ইশারাভাষাকে স্বীকৃতি প্রদা এবং এর ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা পক্ষরাষ্ট্রসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
- কর্তৃপক্ষ ব্যয়ের অজুহাতে ইশারা ভাষার সেবা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। ধারা ১৬(১)(থ) কে 'সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২১-এর সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাপক পরিসরে ব্যাখ্যা করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত অনেক অধিকারের সঙ্গে ইশারাভাষার অনুবাদপ্রাপ্তির অধিকারটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই অধিকারটি লঙ্ঘিত হলে বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এক সাথে আরো অনেকগুলে অধিকার লঙ্ঘিত হয়। সুতরাং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার, যা তার জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

ইশারাভাষা বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যেভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

ইশারা ভাষার সেবায় প্রবেশাধিকার শুধু একটি সাংস্কৃতিক বিষয় নয় বরং কখনো কখনো এটি জীবন বাঁচানোর জন্য দরকার হতে পারে। কখনো মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। একজন বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি সিঁড়ি থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। পুলিশ তার সাথে যোগাযোগের জন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করেনি, এমনকি পুলিশ তাকে কোনো প্রকার কাগজ-কলম সরবরাহ করেনি, যাতে তিনি তার আঘাতের কথা লিখে জানাতে পারেন। ফলে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ অনুযায়ী বাকপ্রতিবন্ধী শিশুরা চাইলে ইশারাভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এ ধারা অনুযায়ী ইশারাভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করা বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একটি অধিকার। 'সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২৪ অনুযায়ী পক্ষরাষ্ট্রসমূহ ইশারাভাষা শেখায় সহায়তা প্রদান করবে। এবং শিক্ষকদের জন্য ইশারাভাষার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে যেন বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা তাদের কাছ থেকে ইশারাভাষার উপর নির্দেশনা লাভ করতে পারেন। জীবনের শুরুতে বাকপ্রতিবন্ধী শিশুর ইশারাভাষায় প্রবেশে ঘাটতি তার শিক্ষা জীবনে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে তার সমস্ত জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ভাষার জ্ঞান অর্জন করতে না পারা তার উন্নতিকে বিলম্বিত করে দেয়, যা শুধু বাকপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার হার কমানোর ঝুঁকিই তৈরি করে না বরং বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার হারকেও কমিয়ে দেয়। যার পরিণামে বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি বাধার সৃষ্টি হয় এবং এতে তাদের বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬-এর (১) (খ) ধারার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে বিচার ব্যবস্থায় সঠিক ইশারাভাষার অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইশারাভাষার অনুবাদকারী না থাকায় বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিচারগম্যতার অধিকার লঙ্ঘিত হয়। (উদাহরণ : ২৫)

---

৪৪ ইশারাভাষা সম্পর্কে আরও জানার জন্য দেখুন ওয়ার্ল্ড ডিফ ফেডারেশনের ওয়েবসাইট : http:// wfdwaf.org/human-rights/crpd/sign-language

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬ (১)(ঘ)-এ ইশারাভাষার অধিকার প্রসঙ্গে 'যথাসম্ভব' শব্দটি ব্যবহার করায় এ ধারার ব্যাপ্তি সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২১ বা ৯ তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সিআরপিডি অনুসারে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ ব্যয়ের অজুহাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যে প্রবেশাধিকারের অধিকারটি পূরণের দায় হতে অব্যাহতি পেতে পারে না। কিন্তু 'যথাসম্ভব' শব্দটি ব্যবহার করায় ব্যয়ের অজুহাতে ইশারাভাষা বিষয়ক দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার অবকাশ রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, 'সিআরপিডি' বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন তৈরি করা হয়েছে সেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬ (১)(ঘ) ধারাটি 'সিআরপিডি' র আলোকে বৃহৎ পরিসরে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ইশারাভাষার অদক্ষ অনুবাদক প্রায়ই কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হন। এর ফলে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশে ইশারাভাষার উপর আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সনদ প্রদানের ব্যবস্থা নেই। অনানুষ্ঠানিক ইশারাভাষা ব্যবহারকারীর তথ্য সঠিকভাবে অনুবাদ করা একজন দক্ষ অনুবাদকের জন্যও কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একজন অনুবাদকের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয় বরং অর্থপূর্ণ অনুবাদ করাই দরকারি বিষয়।

উদাহরণ-২৪ : বিদ্যালয়ের বাধার কারণে ইশারাভাষা শেখা হল না শ্রবণপ্রতিবন্ধী রাজিবের (ছদ্মনাম)

রাজিব সিদ্দিকী। ২৮ বছর বয়সী শ্রবণপ্রতিবন্ধী তরুণ। দু'বছর বয়স থেকে তিনি কানে শুনতে পারেন না। কানে শোনেন না বলে তিনি কথা শিখতে পারেননি বা বলতে পারেন না। তার পরিবার তাকে কথা শেখানোর জন্য হাইকেয়ার স্কুল নামে একটি বিশেষ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে। ৪ বছর বয়স থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত রাজিব এই স্কুলে কথা বলা ও পড়ালেখা শেখেন। ওদের বিদ্যালয়ে চোখ ও ঠোঁটের ব্যবহারের মাধ্যমে কথা শেখানো হতো। রাজিবের স্কুলে ইশারাভাষা নিষিদ্ধ ছিল। স্কুল থেকে পরিবারের সদস্যদেরকেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, যেন রাজিবের সাথে কোনোভাবে কোনো রকম ইশারা ব্যবহার করা না হয়। রাজিবের পরিবার স্কুলের পরামর্শমতো রাজিবের সাথে ইশারাভাষা ব্যবহার করত না। এমনকি রাজিবের বন্ধুরাও ইশারাভাষা ব্যবহার করত না। এভাবে হাইকেয়ার স্কুল থেকে রাজিব পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে। পঞ্চম শ্রেণীর পর ওদের স্কুলে আর পড়ানো হয় না। তাই তার পরিবার তাকে অন্য একটি স্কুলে ভর্তি করে। কিন্তু এই স্কুলে শ্রবণপ্রতিবন্ধী ছাত্রীদের পড়ানোর মতো প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। ফলে রাজিবের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইশারাভাষা না শেখায় তিনি ইশারাভাষার শিক্ষাক্রম অনুযায়ীও আর পড়ালেখা করতে পারেননি। এখন তিনি ২৮ বছরের তরুণ। রাজিবের ভাই-বোন সকলেই পড়ালেখা শিখলেও রাজিব সেটা করতে পারেননি বলে নিজেকে পৃথক ও বঞ্চিত মনে করেন। রাজিব হাইকেয়ার স্কুলে লিখে ও অস্পষ্ট ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করতে শিখেছিলেন। একদিন তিনি তার মা'কে মন-ভরা কষ্ট নিয়ে বললেন, 'তোমরা আমাকে আগে ইশারাভাষা শেখাওনি কেন? এই ভাষা শিখলে তো আমি পড়ালেখা করে চাকুরী করতে পারতাম!' রাজিবের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা নেই তার পরিবারের।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *ইশারাভাষা না জানার কারণে রাজিব বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কারণ সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আলোকে অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সরকার যে সুযোগ-সুবিধাগুলো প্রদান করবে সেগুলো ইশারাভাষা ব্যবহারকারীদের জন্যও প্রদান করা হবে। ইশারাভাষা না জানলে রাজিব এই সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।*

২. *শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকদের সন্তানের শিক্ষার মাধ্যম কী হবে সেটা সন্তানের ইচ্ছা ও মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার দায়িত্ব রয়েছে। রাজিব ইশারাভাষা শিখতে ইচ্ছুক কি-না, সে বিষয়ে রাজিবের অভিভাবকগণ গুরুত্ব প্রদান করেননি। রাজিবের স্কুল কর্তৃপক্ষও ইশারাভাষা শেখার বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছে। রাজিব চাইলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় পরিবার ও স্কুলের বিরুদ্ধে আইনী প্রতিকার পেতে পারেন।*

৩. *রাজিবের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটির সদস্যদের মোবিলাইজ করা পেতে পারে। অন্যান্য শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিশুদের ইশারাভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আরোপ প্রতিরোধে রাজিবের ঘটনাটি অ্যাডভোকেসি কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।*

উদাহরণ-২৫ : সিডও কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত হল ফিলিপাইনের প্রতিবন্ধী নারীর বিচার প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা

ফিলিপাইনের সুবারবান মেট্রো এনিলার এক দরিদ্র পরিবারে ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এক শ্রবণপ্রতিবন্ধী। তার বয়স ১৭ বছর। তিনি বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী বালিকা। ১১ জুন ২০০৬ সালে ভোর ৪টায় তার প্রতিবেশীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন। তদন্ত থেকে শুরু করে বিচার প্রক্রিয়ার অধিকাংশ সময় অভিযোগকারীকে অপরাধ প্রমাণের জন্য ইশারাভাষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ৩১ জানুয়ারি ২০১১ সালে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ থেকে রেহাই প্রদান করেন এবং আদালত তার রায়ে অভিযোগকারীর সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে আপত্তি জানান এবং বলেন, বাদীপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। রায় ঘোষণার দিনও আদালত অভিযোগকারীর জন্য ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করেননি। আপীলের সুযোগ না থাকায় অভিযোগকারী আদালতের রায়ের পর ২৩ মে ২০১৩ সালে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য রোধের সনদ, ১৯৭৯ এর অপশনাল প্রটোকলের আওতায় গঠিত কমিটির নিকট ফিলিপাইন সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য অভিযোগ জানান।

সরকারের ইশারাভাষা সম্পর্কিত নীতির অভাবে 'ফিলিপাইন ডিফ রিসার্চ সেন্টার' শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারীর প্রতি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার কিছু তথ্য সংগ্রহ করে। সংস্থাটি ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মোট ৭০টি ধর্ষণের ঘটনায় শ্রবণপ্রতিবন্ধী ভিকটিমের পক্ষের বা সাক্ষীর ঘটনা সংগ্রহ করে। সেখানে ৩ জনের মধ্যে ১ জনকে আদালত ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করেন। সংস্থাটি ২০০৬-২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ৮০টি ঘটনার নিবন্ধন নেয়, যার মধ্যে ২৮ মামলায় ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান করা হয়। এসব ঘটনার ৮৫% ধর্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার মধ্যে ২৫% শ্রবণপ্রতিবন্ধী মেয়েদের ধর্ষণের মামলা রয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে বিচার প্রক্রিয়ার শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এমন সমস্যা সমাধানের জন্য 'ফিলিপাইন ডিফ রিসার্চ সেন্টার' আদালতে ইশারাভাষা চালুর জন্য একটি অ্যাডভোকেসি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পে সংস্থাটি নিম্নলিখিত বাধাগুলো চিহ্নিত করে :

- আদালতের যৌন হয়রানির শিকার অভিযোকারী শ্রবণপ্রতিবন্ধী অপ্রাপ্তবয়স্কদের গড় বয়স ৪-১৬ বছর;
- সারাদেশে বিচারিক আদালতগুলো সুপ্রিম কোর্টের স্মারক আদেশ নং ৫৯-২০০৪ এবং বিজ্ঞপ্তি নং ১০৪-২০০৭ সম্পর্কে সচেতন নয়;
- কিছু আদালত শ্রবণপ্রতিবন্ধী পক্ষের ইশারাভাষার অনুবাদককে অনুমোদন করে না;
- আদালত ইশারাভাষার সাক্ষ্যকে 'হেয়ারসে' বা 'জনশ্রুত' সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করে থাকে;
- ইশারাভাষার অনুবাদক বাদীপক্ষকে ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য খরচ বাদীপক্ষকেই বহন করতে হবে;
- আদালতে ইশারাভাষা প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রের কোনো বিধি-বিধান নেই;
- ইশারাভাষা অনুবাদকদের আইনী কোনো প্রশিক্ষণ নেই।

অভিযোগকারী সিডও কমিটির নিকট তার বক্তব্যে 'ফিলিপাইন ডিফ রিসার্চ সেন্টার'-এ অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরেন এবং সিডও কমিটি উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগকারীর পক্ষে ক্ষতিপূরণের আদেশসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফিলিপাইন সরকারের প্রতি সুপারিশ করেন।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং ন্যায়বিচার লাভের পথে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের, অভিযোগের পুলিশি তদন্ত এবং আদালতে শুনানীর সময় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ন্যায়বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। যেমন : তদন্ত প্রক্রিয়ায় ইশারাভাষার সুবিধা না থাকা, আদালতের বিচার কার্যক্রমে ইশারাভাষার অনুমোদন না থাকা বা অনুমতি থাকলেও ইশারা ভাষাকে সাক্ষ্যগত মূল্যের বিবেচনায় দুর্বল জনশ্রুতি সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত আইনী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবলের অভাবে বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ন্যায় বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।*

২. *সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ১৩ অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই সাথে পুলিশ, কারাগারের কর্মী এবং বিচার প্রশাসনে কর্মরত সবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে বাধ্য।*

৩. *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ও সিডও কমিটির উক্ত আদেশটিকে অ্যাডভোকেসি টুল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিচারিক প্রক্রিয়ায় বাক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইশারাভাষার সুবিধা প্রদান বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ইশারাভাষার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।*

ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার [ধারা ১৬(১)(দ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২২, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(দ) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৩]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-১৬(১)(দ) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার থাকবে। সিআরপিডি'র ২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গোপনীয়তার বিষয়টি ১৬(১)(দ) ধারার মতো কেবল 'ব্যক্তিগত তথ্য'র মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনুচ্ছেদ ২২-এ গোপনীয়তার অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি এবং বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও বিশদ।

কোনো কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শৌচকর্ম, গোসল, খাদ্য গ্রহণ, চলাফেরা এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনে অন্যের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ ধরনের অন্যের উপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক তথ্য ও লেনদেনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্যের সহায়তা প্রয়োজন হয়। কল্যাণমূলক সেবা, যেমন থেরাপি গ্রহণের ক্ষেত্রেও একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাহায্যকারী প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাহায্যকারী তার অর্থনৈতিক তথ্য জানার কারণে অনেক সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে টাকা চুরি বা আত্মসাতের আশঙ্কা থাকে। ফলে প্রতিবন্ধী তার ব্যক্তিগত তথ্য, যোগাযোগ ও তার চারপাশের পরিবেশ নিয়ে সব সময় ভীতিকর অবস্থায় থাকেন। তার ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপের বিষয়টি তার গোপনীয়তার অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে এবং সামগ্রিক বিষয়টি তার মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে।

মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী বা বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি যারা আদর্শ ইশারাভাষা বুঝতে সক্ষম নয় তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যোগাযোগে সক্ষম নন বলে তারা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণে অপারগ। ফলে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অসুস্থতার ক্ষেত্রে ডাক্তারও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি কথা না বলে তার পরিচারক বা পরিবারের সদস্যের সাথে কথা বলেন। এমনকি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বা সেখানকার কর্মীরাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে না জানিয়ে পরিচারক বা পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের সাথে ফোনে কথা বলে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে তার অনুমতি না নিয়ে বা তাকে না জানিয়েই সেবা দানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সম্পন্ন করে থাকে এবং প্রায়ই দেখা যায় যে নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে না জানিয়েই তার তথ্য তৃতীয় কোনো সেবা

দানকারী প্রতিষ্ঠান বা নীতি-নির্ধারণী সংস্থাকে দিয়ে দেয়।

সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ২২-এর চারটি উপাদান রয়েছে। যথা :

১. প্রথমটি হলো তথ্যের গোপনীয়তা, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ধারা ১৬(১)(দ)-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার সম্পর্কিত তথ্য কোথায় ব্যবহার করা হবে বা হবে না– এ বিষয়ে তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার চিন্তা-ভাবনা, মন্তব্য, ব্যক্তিগত ইতিহাস অথ বা নিজস্ব তথ্য স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে তার 'ব্যক্তিগত, শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত তথ্য' ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

২. দ্বিতীয়টি হলো যোগাযোগের গোপনীয়তা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-১৬(১)(দ)-এ ব্যবহৃত 'ব্যক্তিগত তথ্য' প্রত্যয়টি যতদূর সম্ভব এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন ব্যক্তিগত তথ্য বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যের সাথে খুদে বার্তা, ই-মেইল বা টেলিফোনে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কার সাথে যোগাযোগ করবেন– এ বিষয়ে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

৩. তৃতীয়টি হল পরিপার্শ্বের গোপনীয়তা। সিআরপিডি অনুচ্ছেদ ২২ অনুযায়ী একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তার বাড়ি, তার পরিবার, নিজস্ব পরিসরে এমনকি তার বসবাসের স্থানে গোপনীয়তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি তার নিজ পরিসরে তার গোপনীয়তা রক্ষা না করতে পারেন তবে তার পক্ষে তথ্য ও যোগাযোগের গোপনীয়তা উপভোগ করাও সম্ভব নয়। ব্যালট বাক্সে গোপনে ভোটদানের অধিকার, এটিএম মেশিন থেকে কারও হস্তক্ষেপ ছাড়া গোপনে অর্থ লেনদেনের অধিকারও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

৪. চতুর্থ উপাদান হলো সম্মান ও মর্যাদার উপর আঘাত থেকে রক্ষা পাবার অধিকার। এটিও সম্ভবত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-১৬(১)(দ)-এর আওতার বাইরে। যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুনামের উপর আক্রমণ করা হয় তখন তার প্রতিকার প্রদান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-১৬(১)(দ)-এর আওতার বাইরে চলে আসে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা-৩৭(৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ফৌজদারী মামলা করার অধিকার প্রদান করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারার আওতায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধের শিকার হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

আইনী প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(দ) ধারার পুরো সুবিধা পেতে হলে গোপনীয়তা সংক্রান্ত সিআরপিডি'র ২২ নং অনুচ্ছেদের উপাদানগুলোর আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

উদাহরণ-২৬ : সামাজিক গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে দায়িত্বহীনতা

আজমল মিয়া (ছদ্মনাম) নামের এক তরুণ বাংলাদেশ থেকে কয়েক বছর পূর্বে কাজের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে যাবার পর তার মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। মালয়েশিয়া থেকে তাকে বাংলাদেশের উদ্দেশে বিমানে তুলে দেয়া হয়। মানসিক অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি বিমানে উঠে নগ্ন হয়ে বিরূপ আচরণ প্রদর্শন করায় তাকে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের পর আটক করা হয়। পরবর্তীতে পুলিশ বুঝতে পারে, আজমল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন; তাই তারা আজমলের পরিবারকে ডেকে তাদের নিকট আজমলকে হস্তান্তর করেন। পরিবার আজমলকে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। কিন্তু এই ঘটনার পর মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের গণমাধ্যমে আজমলের নগ্ন ছবি দায়িত্বহীনভাবে প্রচার করা হয় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। আজমল যদি কখনো সুস্থতা লাভ করেন তখন এই ছবি ও তথ্য তার জীবনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে অধিকার কর্মীগণ ধারণা করছেন।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *উপরোক্ত ঘটনায় গণমাধ্যম ও মিডিয়া আজমলের নগ্ন ছবি প্রকাশের মাধ্যমে তার সম্মানের ওপর অন্যায় আক্রমণ করেছে। আজমল একটি বিশেষ মানসিক অবস্থায় নগ্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি তার গোপনীয়তার অধিকার ওয়েভ করেননি। তবে যারা তার গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে গণমাধ্যমে উন্মুক্ত করেছেন তারা জেনে-বুঝেই করেছেন। এ কারণে গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের জন্য আজমল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিকার লাভ করতে পারেন।*

২. *আজমলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ বা অন্যরা ভিন্ন উপায়ে তথ্য সংরক্ষণ করতে পারত।*

৩. *আজমলের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষায় ৩৬ ধারায় আবেদন না করেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনকে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটির সদস্যদের মোবিলাইজ করার কাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে।*

স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা [ধারা ১৬(১)(ধ)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৯।(খ)(২), প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ২।(১২), ২।(২৯), ১৬।(১)(ধ) এবং তফসিলের দফা-১৬ এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮]

সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৯ এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার ও গণজীবনের অংশগ্রহণের অধিকার সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের একাংশকে পৃথক করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ধ) তে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এই অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের তফসিলে 'সংগঠন' শিরোনামে ১৬ নং দফায় রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীতব্য বেশ কিছু কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- নেতৃত্বের বিকাশে উৎসাহ প্রদান করা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান;
- সংগঠনসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ডিপিওসমূহের সংগঠক ও নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৭(ন), ১৯(ণ), ২৩(ড), ২৩(ঞ) এবং ২৪(ছ) ধারায় যথাক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও শহর কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করার বিধান রাখা হয়েছে। সরকার পৃথক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই মনোনীত সদস্যগণ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হন, সেটাও নিশ্চিত করেছে।

সংগঠনের আইনানুগ সত্তা তৈরির জন্য আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে সংস্থার ধরন ও কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন আইনে নিবন্ধিত হতে হয়। সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০; বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক

কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬[৪৫]; কোম্পানি আইন, ১৯৯৪; মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬; নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩সহ বিভিন্ন আইনে নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু যে কোনো একটি আইনে নিবন্ধিত হয়ে সকল ধরনের কাজ পরিচালনা করা যায় না বিধায় একটি সংগঠনকে বিভিন্ন আইনে নিবন্ধিত হতে হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। অনেক শর্ত পূরণ করে জটিল নিয়ম-কানুন অতিক্রম করে ডিপিওসমূহকে নিবন্ধিত হতে হয়। নিবন্ধন প্রক্রিয়াও অ্যাকসেসিবল নয়। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংস্থার গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করা হলেও তা নিয়মিত নিবন্ধনকারী সংস্থাকে অবহিত করতে হয় এবং অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে গিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগত নানান ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকেন। নিবন্ধন বিষয়ক আইন ও বিধিসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুকূলে সংশোধন করা না হলে তাদের সংগঠনের অধিকার বাধাগ্রস্ত হবে।

উদাহরণ-২৭ : ডিপিও নিবন্ধনে কর্তৃপক্ষের বাধা

নাজমা আক্তার (৩৫) একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। তিনি নারী উদ্যোক্তা নিবন্ধনের জন্য একটি নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থায় গেলে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা প্রতিবন্ধী বলে নাজমাকে কটাক্ষ করেন। উক্ত কর্মকর্তার মতে, নাজমা প্রতিবন্ধী এবং অশিক্ষিত। তিনি বিদেশি সহয়তা পেলে উক্ত টাকার সঠিক ব্যবস্থা করতে পারবেন না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কম মেধাসম্পন্ন এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাকে নিবন্ধন দেওয়া যাবে না। উক্ত সংস্থা নাজমাকে নারী উদ্যোক্তা হিসাবে রেজিস্ট্রেশন দেয়নি। এ বৈষম্যের ঘটনায় নাসিমার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ অনুসারে সংগঠনের স্বাধীনতা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ধ) এর স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা করার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *উপরোক্ত ঘটনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী নাজমার সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকারসহ অনেক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ব্যবহার করে নাজমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের দায়ে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সংগঠনের নিবন্ধনও পেতে পারেন।*

২. *৩৬ ধারায় অভিযোগ দাখিল না করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধানগুলোকে কার্যকর করার জন্য নাজমা সংশ্লিষ্ট কমিটির সাথে অ্যাডভোকেসি করতে পারেন।*

জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ [ধারা ১৬(১)(ন)]

[সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৮ এবং ২৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ন) এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(ন) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে। এই ধারায় সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৮ এবং ২৯-এর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জাতীয়তার অধিকার এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকারকে চমৎকারভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৬(১)(ন) ধারায় উল্লিখিত অধিকার প্রবেশগম্যতা ও চলাচলের স্বাধীনতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ফলে এ অধিকার বাস্তবায়ন সিআরপিডি'র অনুচ্ছেদ ৯ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(চ) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে বেশ কিছু আইন রয়েছে যেগুলো সিআরপিডি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

৪৫ এ আইনটি ফরেন ডোনেশন্স (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিস) রেগুলেশন অর্ডিনেন্স, ১৯৭৮ এবং ফরেন কন্ট্রিবিউশন্স (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২ এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

নয়। যেমন : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৩৭(৭) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, যে সকল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভোটার বা যে ভোটারগণ অন্যের সহযোগিতা ব্যতীত ভোট প্রদান করতে পারেন না তাদেরকে ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন। এই বিধানের কারণে প্রতিবন্ধী ভোটারের গোপনে ভোট দেয়ার অধিকার খর্ব হয়। তাই এ বিধানটি সরাসরি সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার পরিপন্থী। সিআরপিডি কমিটি একটি মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করে বলেছে– বুদ্ধি বা মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনো আইন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তা সিআরপিডি'র লঙ্ঘন হবে[৪৬]। ১৬(১)(ন) ধারায় প্রদত্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত নির্বাচন ও নাগরিক হিসেবে নিবন্ধন সংক্রান্ত আইনগুলো সিআরপিডি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা প্রয়োজন।

শুধুমাত্র জাতীয় পরিচয়পত্র নয়, বরং সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধিতাসহ পরিচয়পত্র লাভ করা প্রয়োজন। সমাজের অন্য সকলের মতো সমানহারে পণ্যদ্রব্য, সেবা এবং অন্যান্য কর্মসূচিতে পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশাধিকার পেতে হলে এরূপ প্রতিবন্ধিতার ধরন উল্লেখকৃত পরিচয়পত্র পাওয়া গুরুতপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১) নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলো দাবি করতে হলে এ আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমেই প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত হতে হবে। ৩১(৬) ধারায় স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে, ৩১ ধারার অধীনে ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ আইন বা অন্য কোনো আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত কোনো সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের প্রবেশগম্যতা বিষয়ক ধারাটি ১৬(১)(চ) ধারার সাথে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায় যে ১৬ (১)(ন) অনুসারে শনাক্তকরণ কাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেক স্থান এবং প্রয়োজনীয় তথ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার থাকবে। প্রবেশগম্যতার অভাবে শনাক্তকরণ ফরম সংগ্রহে বাধা তৈরি হলে সেটি একই সাথে সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১৮ এবং সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(চ)ও ১৬(১)(ন)-এর লঙ্ঘন। সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ১৮ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণকরী শিশুর নিবন্ধনের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ নিবন্ধনহীন প্রতিবন্ধী শিশু বেশি মাত্রায় অবহেলা, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ১৬(১)(ন) ধারা বাস্তবায়ন করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

- ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক জিনিস এমন বিকল্প পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে যাতে সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ভোটদানের নির্দেশিকা, ব্যালট পেপার এবং ইলেকট্রনিকস ব্যালট ব্রেইল সহজ ভাষায় এবং সরাসরি ইশারাভাষায় থাকতে হবে।

- ভোটকেন্দ্র ও পোলিং বুথ অবকাঠামোগতভাবে প্রবেশগম্য হতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশযোগ্য ভোটকেন্দ্র বলতে ভোটকেন্দ্রের ভিতরের জায়গা, ব্যালট বক্স, ব্যালট পেপার এবং ভোটকেন্দ্রের চারপাশের জায়গাকে বুঝায়। শুধু ভোটকেন্দ্রের ভেতর বা বাইরের এলাকা নয় বরং ভোটকেন্দ্রের যাতায়াতের মাধ্যম ও অন্যান্য তথ্য প্রদানকারী বস্তু তৈরি করার সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশযোগ্যতার কথা মাথায় রাখতে হবে।

- ভোটদান প্রক্রিয়া অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক হবে না। যদি কোনো আইন বুদ্ধি ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তবে তা সিআরপিডির অনুচ্ছেদ ২৯ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ১৬(১)(চ) এর লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। একজন অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গোপন ব্যালটে ভোটদানের অধিকার থাকবে। কিছু কিছু সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভোটদানের ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির সাহায্য অথবা সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সেসব ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গোপনে ভোটদানের অধিকার নিশ্চত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ভোটারের বিশ্বাস এবং পছন্দকৃত ব্যক্তিকে সহয়তা অথবা সাহায্যের জন্য নিয়োগের সুযোগ থাকতে হবে।

৪৬ ব্যুডোসো বনাম হাঙ্গেরি (২০১৩), সিআরপিডি কমিটি, নং ৪/২০১১

- ভোটের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রত্যিটা ব্যালট পেপারের নকশা এমনভাবে করতে হবে, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেরা অন্যের সাহায্য ছাড়াই ভোট প্রদানে সক্ষম হন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কিছু দেশ অডিওভিত্তিক ইলেকট্রনিক মেশিন এবং টেকটাইল ব্যালট গাইড গ্রহণ করেছে, যা সাধারণ ব্যালট পেপারের উপরে রাখা হয়। যার ফলে একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যের সাহায্য ছাড়াই ভোট প্রদান করতে পারেন।

- সবশেষে ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী অফিসার ও সেব প্রদানকারী ব্যক্তিকে সর্বদা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদাকৃত প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন, ভোটদানের জন্য দীর্ঘ লাইনে যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি লাইনের শেষের দিকে থাকেন, তবে তার সুবিধার জন্য আগে ভোটদানের সুযোগ দিতে হবে।

উদাহরণ-২৮ : আইনজীবী সমিতিতে বাধাগ্রস্ত হল অ্যাডভোকেট শফির (ছদ্মনাম) ভোটাধিকার

অ্যাডভোকেট শফি একজন দক্ষ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আইনজীবী। তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত হবার পর গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন এবং আইন পেশায় নিযুক্ত হন। সমিতির নির্বাচনে ভোটদানের জন্য তিনি তার পছন্দীয় সহযোগীর সাথে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হলে দায়িত্বরত প্রিজাইডিং অফিসার তার সহযোগীকে নিয়ে বুথে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করেন। সহযোগীর পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসার নিজের পছন্দের একজনকে দিয়ে শফির ভোট প্রদান করান। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনাব শফি বলেন, 'আমি আমার ভোট প্রদানের অধিকার প্রয়োগে বাধাপ্রাপ্ত হই। এতে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়।'

শিক্ষণ ও করণীয় :

১. *আইনজীবীগণ সামাজিক প্রকৌশলী। সমাজের দুর্বল দিকগুলো ঠিক-ঠাক করে সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও অধিকারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাদের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। তাই আইনজীবীগণের সমিতি বা সংগঠনে অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগের জন্ম দেয়। সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সমিতি নিজেদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইনানুযায়ী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী আইনজীবীদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা অন্যান্য সংস্থা এমনকি জাতীয় নির্বাচনের জন্যও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারত।*

২. *তরুণ আইনজীবী বারের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে সহযোগী হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি পাননি। কর্তৃপক্ষ ব্রেইল, ট্যাকটাইল বা ইলেক্ট্রনিক ভোটিং পদ্ধতির ব্যবস্থাও করেনি। এতে তরুণ আইনজীবী শফির অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আইনজীবী সমিতির প্রচলিত আইনী বিধি-বিধানের কারণে হয়তো এরূপ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন মোতাবেক বৈষম্যমূলক এ বিধানগুলো সংশোধনের আবশ্যকতা রয়েছে। বার সমিতির সাথে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে এই সংস্কার করা যেতে পারে। বারের সিনিয়র সদস্যগণও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তরুণ আইনজীবী শফির অধিকার বাস্তবায়ন ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।*

৩. *ভোটের গোপনীয়তা না থাকলে ভোটারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। অন্যের সহযোগিতায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে সংশ্লিষ্ট ভোটার ভীতির মধ্যে থাকেন। ফলে নিজ দায়িত্বে অ্যাকসিসেবল ফরমেট ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেই নিজের ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে শফি সহযোগীর বদলে ব্রেইল বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটিং পদ্ধতি চালু করার জন্য বার অ্যাসোসিয়েশনকে বাধ্য করতে পারেন।*

৪. *বার অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৬ ধারায় অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। তবে এতে তিনি প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে পারেন। অভিযোগ দায়ের না করে তিনি মানবাধিকার কমিশনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন করতে পারবেন।*

অষ্টম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অপরাধ ও বিচার

অষ্টম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের অপরাধ ও বিচার[৪৭]

[প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৭ থেকে ৪০][৪৮]

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানসহ কিছু বিশেষ ধরনের অন্যায় কার্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রায়ই সংঘটিত হয়ে থাকে। এ কাজগুলো শুধু প্রতিবন্ধিতার কারণেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশেষত প্রতিবন্ধী নারীদের ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা একটি স্বাভাবিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। এ সকল কার্য 'অপরাধ' হিসাবে সংজ্ঞায়িত না হওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের সময় ডিপিওসমূহ কতিপয় অন্যায় ও মর্যাদাহানিকর কাজকে অপরাধ হিসাবে দণ্ডনীয় করার জোর দাবি জানিয়ে আসছিল। প্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীগণ আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অসুবিধা ও ভোগান্তির কারণে অনেক সময় আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে অনীহা বা অনাগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এ কারণে অপরাধজনক কাজগুলোকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসাও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিচার না হওয়ার ফলে অন্যায় কাজগুলো প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। কোম্পানি বা সংস্থার আড়ালে থেকে অনেক সময় এ সকল কোম্পানি ও সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানান অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে উপযুক্ত বিধান রাখার দাবিতেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ ও তাদের সংগঠনসমূহ সোচ্চার ছিলেন।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৭-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত ৬ (ছয়) টি বিশেষ ধরনের অন্যায় কাজকে অপরাধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে শাস্তিযোগ্য করা হয়। ৩৮ ধারায় এই অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, অপরাধের আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও অপরাধ বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত এই ছয়টি অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অপরাধ ও দণ্ড

অপরাধের নাম	অপরাধের দণ্ড
(১) প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করলে।	৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
(২) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রাপ্য হিস্যা হতে বঞ্চিত করলে।	৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করলে।	৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৪৭ প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং ৩৮, ৩৯ ও ৪০ ধারার আলোকে এই অধ্যায় লিখিত হয়েছে।

৪৮ ধারাসমূহের বিস্তারিত পড়তে সংযুক্তি নং ০২ দেখুন।

অপরাধের নাম	অপরাধের দণ্ড
(৪) পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণা প্রদান বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করলে।	৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
(৫) কোনে ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হলে বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করলে।	১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
(৬) জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করলে।	৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা সৃষ্টির চেষ্টা করা

ধারা ৩৭(১)

'কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৩৭(১) অনুসারে আইনী আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(১) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসবে বিবেচিত হবে যখন :

১. কোনে কার্যের দ্বারা বা কার্য হতে বিরত থাকার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় বা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়;

২. আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতার শিকার ব্যক্তি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হন;

৩. প্রতিবন্ধিতার কারণে উক্ত রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়;

'আইনের আশ্রয় লাভ' বলতে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোনো আইনের আশ্রয় লাভকে বুঝাবে। ঘটনা সংঘটনের পর থেকে মামলা দায়ের ও বিচার প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো প্রকারের বাধা 'আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা' হিসেবে বিবেচিত হবে। 'বাদী' বা 'বিবাদী' কিংবা 'অধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি' বা 'অধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি' উভয় পরিচয়ের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি আসামি বা অভিযুক্ত ব্যক্তিও হয়ে থাকেন, তাহলেও তার আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান ৩৭(১) ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান বাধা আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আইনের আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা সৃষ্টির চেষ্টা করা বলতে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা অথবা অঙ্গ সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত এমন কোনো কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়, যা ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বাধাগ্রস্ত করেছে বা করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশে সাধারণত নিম্নোক্ত উপায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে :

o প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে থানা-পুলিশের সহায়তা গ্রহণে বাধা প্রদান, মামলা করতে না দেয়া;

- জোরপূর্বক আপোষ বা সালিশ মীমাংসায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবারকে বাধ্য করা
- পুলিশ কর্তৃক মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি
- কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইনজীবীর সেবা গ্রহণে বাধা দেয়া, বিচারগম্যতায় বাধা দেয়া
- কোনো আইনগত অভিভাবক কর্তৃক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বা মনো-সামাজিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মামলা করা থেকে বা আইনজীবীর সেবা গ্রহণ থেকে বারীত করা বা প্রতিরোধ করা;
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই বা তাকে না জানিয়ে তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনী অভিভাবক বা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা আদালতের বাইরে মীমাংসা করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৪০ ধারা অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা অথবা সংগঠন ৩৭(১) ধারায় অপরাধ সংঘটনের দায়ে দায়ী হতে পারেন।

উদাহারণ :

(ক) 'সালমা' (ছদ্মনাম) একজন বাকপ্রতিবন্ধী নারী। সালমা তার প্রতিবেশী 'কালাম' (ছদ্মনাম) কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষণের পর সালমা তার বাবা সালাম মিয়াকে (ছদ্মনাম) সাথে নিয়ে নিকটস্থ থানায় কালামের বিরুদ্ধে এজাহার দায়েরের জন্য গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালমার বাকপ্রতিবন্ধিতার কারণে এজাহার গ্রহণ না করে সালাম মিয়াকে কালামের সাথে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। উল্লেখ্য, ধর্ষণের শিকার নারী কিংবা শিশু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধীন ন্যায়বিচার ও আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। ফলে মামলা গ্রহণ না করে বরং আপোষের চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালমার আইনী আশ্রয় লাভের পথে বাধা সৃষ্টির দায়ে ধারা ৩৭(১) অনুসাারে অভিযুক্ত হতে পারেন।

(খ) 'রাজা' (ছদ্মনাম) একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু। সে তার নিকটস্থ সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। রাজার চলনজনিত অসুবিধার কারণে প্রতিদিন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে দেরি হয়। প্রত্যেক দিন শ্রেণীকক্ষে প্রবেশে দেরি হওয়ার কারণে একদিন তার শিক্ষক 'মলয় ভৌমিক' (ছদ্মনাম) রাজাকে মারাত্মক বেত্রাঘাত করেন। এতে রাজা আহত হয়ে ২০ (বিশ) দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকে। উক্ত ঘটনায় রাজার বাবা থানায় মামলা দায়ের করেন। কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা বাদী প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে যথাসময়ে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে গড়িমসি করেন। ফলে আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে দেরি হয়। এই ঘটনায় তদন্ত কর্মকর্তা আইনী আশ্রয় লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন।

(গ) 'আশা' (ছদ্মনাম) একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়ে, বয়স আনুমানিক ১৪ বছর। আশা তার বাবা-মার সাথে বগুড়ায় থাকত। ২০১৬ সালের সেপ্টম্বর মাসে এলাকার এক বখাটে দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয় এবং ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবার এলাকায় অনেক প্রভাবশালী। আশার বাবা স্থানীয় থানায় উক্ত ধর্ষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেও থানার তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে দেরি করেছিলেন। পরে ডিপিও এবং স্থানীয় সুশীল সমাজের চাপে উক্ত তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দেন। উক্ত তদন্ত রিপোর্টের পর অভিযুক্ত বখাটেকে আদালত গ্রেফতারের আদেশ দেন। গ্রেফতারের পর অভিযুক্ত বখাটে জামিনে মুক্তি পায়। বর্তমানে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতকরণ

ধারা ৩৭(২)

'কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য

হিস্যা হইতে বঞ্চিত করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(২) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসবে বিবেচিত হবে যখন :

১. কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজ ধর্মীয়/ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য হিস্যা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন বা প্রাপ্য অংশের কম পরিমাণ সম্পদ লাভ করেন;

২. প্রাপ্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হবার কারণ বঞ্চিত ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা।

উত্তরাধিকার বলতে অভিভাবকের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে উত্তরজীবীদের সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারকে বুঝায়। বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্তি এবং বণ্টন ব্যক্তিগত আইনে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যাপারে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বা আদিবাসীদের আইনের মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি একই ধর্মের মধ্যে একাধিক রীতিও দেখা যায়। যেমন : পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাসকারী মারমা সম্প্রদায়ের অনুসারীগণ একই নিয়মে উত্তরাধিকার লাভ করেন না। ৩৭(২) ধারার ভাষ্য হল– কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে ধর্মের অনুসারী তিনি সেই ধর্ম অনুযায়ী যতটুকু সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন ততটুকুই তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনোভাবেই বা কোনো অজুহাতেই তার প্রাপ্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার প্রতিবন্ধিতার কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হন তাহলে তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৩৭(২) অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে এ ধারা শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিভাবকের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের বেলায় প্রযোজ্য; অন্য কোনো সম্পত্তির বণ্টনের বেলায় এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। যেমন : যদি কোনো পিতা জীবিত অবস্থায় তার সম্পত্তি তার প্রতিবন্ধী সন্তান ছাড়া অন্য সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন, তাহলে উক্ত প্রতিবন্ধী সন্তানটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের এই ধারা অনুসারে উক্ত বণ্টনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবেন না। কারণ উত্তরাধিকারের অধিকার অভিভাবকের মৃত্যুর পর সৃষ্টি হয়।

উদাহারণ :

(১) 'শীলা' (ছদ্মনাম) একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মেয়ে। তারা দুই ভাই, তিন বোন। তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে 'শীলা' অন্যান্য ভাই-বোনের সাথে আইনত উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির অধিকারী হলেও সম্পত্তি বণ্টনের সময় তার অন্যান্য ভাই-বোন শীলার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার অজুহাতে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের সময় তার প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে সীমার অন্যান্য ভাই-বোন এই আইনের ধারা ৩৭(২) অনুসারে অভিযুক্ত হবেন।

(২) 'মিতা' (ছদ্মনাম) বুদ্ধীপ্রতিবন্ধী নারী। বয়স আনুমানিক ৩২ (বত্রিশ) বছর। তার আরো এক ভাই ও তিন বোন রয়েছে। তিনি বর্তমানে ঢাকার উত্তরখানে তার পরিবারের সাথে বাস করেন। মিতার বাবা বাংলাদেশ সরকারের একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর তার ভাই ও তিন বোন মিতার জন্য সামান্য সম্পদ রেখে বাকি সম্পদ মুসলিম ফরায়েজ অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নেয়। মিতার যে অংশ রাখা হয়েছে তা তার প্রাপ্য হিস্যা থেকে অনেক কম। তার ভাই-বোনরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে– তার ভাই তার দেখাশোনা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে। তাই তার জন্য রাখা সামান্য সম্পদটুকুও তার ভাইকে দিয়ে দেয়া হয়। মিতাকে বঞ্চিত করার দায়ে তার সকল ভাই-বোন এবং বণ্টনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই ৩৭(২) ধারায় অপরাধের দায়ে দায়ী হতে পারেন।

সম্পদ আত্মসাৎ

ধারা ৩৭(৩)

'কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত

অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(৩) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসবে বিবেচিত হবে যখন :

১. কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করার ঘটনা ঘটে;

২. আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি অভিযোগকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত ছিল;

৩. সম্পদটি আত্মসাৎকারী ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল;

৪. অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পত্তিটি আত্মসাৎ করেছে অথবা উক্ত সম্পত্তিটি নিজে ব্যবহার করেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সম্পদ এবং সম্পদ আত্মসাৎ বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। তবে সম্পদ আত্মসাৎকে অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– অসাধুভাবে সম্পদ আত্মসাৎকরণ এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ। অপরাধমূলক সম্পদ আত্মসাৎ বলতে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বা নিজের ব্যবহারে পরিণত করা। অপরদিকে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বলতে কোনো সম্পত্তির উপরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যদি অসাধুভাবে উক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজের নামে ব্যবহার করে অথবা উক্ত সম্পত্তি পরিচালনার জন্য আইন নির্দেশিত পথকে স্পষ্ট বা পরোক্ষভাবে লঙ্ঘন করে অসাধুভাবে উক্ত সম্পদ ব্যবহার করে বা ব্যবস্থাপনা করে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়, তাহলে তা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা বলা যায় যে এই ধারায় সম্পদ বলতে স্থাবর এবং অস্থাবর বলতে উভয় প্রকার সম্পদকে এবং সম্পদ আত্মসাৎ বলতে অসাধুভাবে সম্পদকে আত্মসাৎকরণ এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকে বুঝায়। আর উভয় প্রকার আত্মসাৎকরণের যে কোনো একটি যদি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পত্তি সম্পর্কিত হয় তাহলে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই ধারা অনুসারে প্রতিকারের জন্য মামলা দায়ের করতে পারবেন এবং অপরাধকারী ব্যক্তি শাস্তি হিসাবে এই ধারায় যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে উক্ত শাস্তি উভয় প্রকার আত্মসাতের জন্য আদালত নির্দেশ দিতে পারেন।

উদাহরণ :

(১) 'রবি' (ছদ্মনাম) রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় একটি খাম কুড়িয়ে পায়। উক্ত খামের ভেতরে কিছু টাকাসহ মালিকের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল এবং টাকার মালিক ছিল একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। রবি নাম-ঠিকানা জানার পরও টাকাগুলো তার মালিককে ফেরত না দিয়ে নিজে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে রবি সম্পদ আত্মসাতের দায়ে অভিযুক্ত হবে।

(২) 'পলাশ' (ছদ্মনাম) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতার শিকার । উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি তার পিতার সম্পদের মালিক হন। তার ইচ্ছায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক শহর কমিটি তার সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু কমিটির নিয়োগকৃত ব্যক্তি পলাশের সম্পদ আত্মসাৎ করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পলাশের সম্পদ আত্মসাতের অপরাধে ৩৭(৩) ধারায় অভিযুক্ত হতে পারে।

(৩) রবিন একজন অটিস্টিক ব্যক্তি। তবে সম্পদ দেখাশোনা করতে না পারার মতো বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী তিনি নন। তার অন্য কোনো ভাই-বোন না থাকায় পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। তার চাচা তাকে না জানিয়ে উপজেলা কমিটির নিকট ভাতিজার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের মতো উপযুক্ত মানসিক অবস্থা নেই– এই যুক্তিতে তাকে সম্পদ দেখাশোনা করার দায়িত্ব অর্পণের আবেদন করেন। কমিটির সদস্যদের ধারণা ছিল, যেহেতু অটিস্টিক ব্যক্তিদের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা থাকে এবং বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেরে খেয়াল রাখতে অপারগ সেহেতু তারা রবিনের চাচাকে তার সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করেন। রবিন তার চাচাকে আগে থেকেই বিশ্বাস করতেন না। বরং তিনি তার এক বন্ধুকে প্রবল বিশ্বাস করেন এবং তার সহায়তায় তিনি নিজের কাজগুলো নিজেই করতে পারেন। রবিনের চাচার অভিপ্রায় খারাপ ছিল। তিনি ধীরে ধীরে রবিনের সকল সম্পদ অন্যের নিকট বিক্রি করে দেন, কিন্তু বিক্রয়ের কোনো টাকা তিনি রবিনকে দেননি। রবিনের চাচা ৩৭(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধে দায়ী হবেন।

(৪) রাজু মাতুব্বর (ছদ্মনাম) সালথা উপজেলার মৃত হাকিম মাতুব্বরের ছেলে। রাজু মাতুব্বর ২০০৫ সালে দুবাইয়ের একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির নির্মাণ শ্রমিকের ভিসায় দুবাই যান। সেখানে কর্মরত অবস্থায় লিফটের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে একটি হাসপাতালে ১ বছর ৭ মাস চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে রাজু মাতুব্বরের জীবন রক্ষা পেলেও প্রতিবন্ধিতা বরণ করতে বাধ্য হন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজু দুবাইয়ের শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করেন। শ্রম আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলায় রাজু মাতুব্বর একই এলাকার আব্দুল আলীমকে (ছদ্মনাম) এফিডেভিট করে মামলার নমিনি নিযুক্ত করে দেশে ফিরে আসেন। আদালত মামলার রায়ে নিয়োগকারী সংস্থা রাজু মাতুব্বরের ক্ষতিপূরণ বাবদ নমিনিকে বাংলাদেশি ৪৩ লাখ টাকা দিতে নির্দেশ দেন। নমিনি আব্দুল আলীম কোম্পানির দেওয়া এ টাকা রাজু মাতুব্বরকে না দিয়ে আত্মসাৎ করে। এমতাবস্থায় ২০১৪ সালে রাজু মাতুব্বর টাকা পেতে ব্লাস্টের সহযোগিতায় ফরিদপুর আদালতে আব্দুল আলীমকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। রায়ে ফরিদপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আসামির অনুপস্থিতিতে আত্মসাৎকারী নমিনিকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

(৫) 'সালমা' (ছদ্মনাম) ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী। সালমার বর্তমানে বয়স ২৩ বছর এবং তিনি তার পরিবারের সাথে ঢাকার সাভারে থাকেন। সালমার বাবা সালমাকে কিছু সম্পত্তি (জমি) রেজিস্ট্রি করে দিলে তার চাচারা সালমার নামে রেজিস্ট্রিকৃত সম্পত্তিটি জোর করে দখল করে নেয়। আজ অবধি উক্ত সম্পত্তি সালমাকে হস্তান্তর করা হয়নি। সালমা তার সম্পত্তির দখল পেতে ঢাকা কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তিনি চাইলে ৩৭(৩) ধারায়ও প্রথম শ্রেণীর বিচারিক হাকিমের আদালতে পৃথক আরেকটি মামলা দায়ের করতে পারেন।

যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার

ধারা ৩৭(৪)

'কোনো ব্যক্তি পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(৪) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসবে বিবেচিত হবে যখন:

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা প্রদান করা হয়, অথবা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হয়;

২. উক্ত নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা বা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়;

৩. উক্ত নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উভয় বা যে কোনো এক প্রকারে করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমাজে বিভিন্ন নেতিবাচক ধারণা বিদ্যমান। এ সকল ধারণার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। যেমন : সমাজের ব্যকিত বা বিভিন্ন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে থাকে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোনো কাজ করতে সক্ষম নন। এরূপ ধারণার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। এ ধারণার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরী প্রদান করা হয় না। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম। এ সকল ভুল ধারণা বা নেতিবাচক ধারণা আরো রয়েছে। এগুলো সমাজ থেকে অপসারিত না হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাই এ ধরনের নেতিবাচক ধারণা প্রতিরোধ করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনে ৩৭(৪) ধারা সংযোজিত হয়েছে।

৩৭(৪) ধারা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা যেমন সংবাদপত্র, পোস্টর, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, যে কোনো প্রকারের বিলবোর্ড, গণমাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ফেসবুক, টুইটার এবং ইউটিউবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ব্যঙ্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রকারেই হতে পারে। তবে এ ধরনের নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক ধারণা বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে করা ব্যঙ্গ অবশ্যই প্রকাশনা বা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে হবে। এ রূপ প্রকাশনার জন্য প্রকাশক বা প্রকাশনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বা সংস্থাও দায়ী হবে। তবে কোনোক্রমেই উক্ত প্রকাশনার মেকানিক ও টাইপিস্টকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

উদাহারণ :

(১) একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রচারিত একটি টকশোতে একজন অতিথি মন্তব্য করেন, 'আমি যে কথা বলতে চাই . . . প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা রাখা অন্যায়। সরকার প্রতিবন্ধীদের নানাভাবে সহায়তা প্রদান করতে পারে। তাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে। . . . সিভিল সার্ভিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রতিবন্ধীদের বসিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দুর্বল করা– এটা অনুচিৎ[৪৯]।' এই মন্তব্যে স্পষ্টত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যোগ্যতা নিয়ে ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ধারণা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে এরূপ মন্তব্য করা এবং তা টেলিভিশনে সম্প্রচার করার ফলে বিষয়টি ৩৭(৪) ধারার আওতায় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

(২) একটি সুপরিচিত 'কফি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান' তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন তৈরি করে। এই বিজ্ঞাপনে দেখানো হয় একজন মৃদু বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি কথা বলার সময় তার কথা সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে স্বাভাবিক বিরতিতে উচ্চারণ করতে পারছেন না। তার শব্দ উচ্চারণে যখন বিলম্ব ও অসুবিধা হচ্ছিল তখন টিভি স্ক্রিনে ইন্টারনেট সংযোগ ধীরগতির হওয়ার কারণে কোনো কিছু ডাউনলোড হতে বিলম্ব হওয়ার যে চিহ্ন সেটি দেখানো হচ্ছিল। ইন্টারনেটের ধীরগতি স্বাভাবিকভাবে সকলের নিকট বিরক্তিকর ও অপ্রিয়। একই বিষয়ের সাথে বাকপ্রতিবন্ধিতার তুলনা করায় বিজ্ঞাপনটি স্পষ্টত প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। এটি ৩৭(৪) ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হওয়া বা পরিচয়পত্র গ্রহণ

ধারা ৩৭(৫)

'কোনো ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হইলে বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ১(এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(৫) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে যখন :

১. নিবন্ধিত হওয়ার জন্য বা পরিচয়পত্র পাওয়ার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করলে;

২. অভিযুক্তি ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছে বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছে;

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি জানত উক্ত তথ্যগুলো অসত্য ও ভিত্তিহীন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল ইতিবাচক পদক্ষেপ যাতে কেউ অন্যায়ভাবে উপভোগ করতে না পারে সেই লক্ষ্যেই এই ধারাটি সংযুক্ত করা হয়েছে। দণ্ডবিধিতে অসত্য তথ্য প্রদানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ নেই। তাই

৪৯ টকশো'টি ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে সন্ধা ৭.০০টায় প্রচারিত হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধাগুলো যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই উপভোগ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে এই বিধানটি খুবই কার্যকরী হবে বলে ডিপিওসমূহ মনে করে থাকে।

উদাহারণ :

(১) একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ১০% পদ সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষিত পদে আবেদন করার জন্য 'সুমন' (ছদ্মনাম) অসত্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হয় ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে। যথারীতি সে উক্ত পরিচয়পত্র ব্যবহার করে আবেদন করে। নিয়োগ পরীক্ষার সময় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে সন্দেহ করলে সে স্বীকার করে– সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নয়। এক্ষেত্রে কোনো ডিপিও তার বিরুদ্ধে ৩৭(৫) ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(২) 'তমাল' (ছদ্মনাম) ২০১২ সালে তার নিকটস্থ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে শ্রবণপ্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত হয়। তমালের শ্রবণপ্রতিবন্ধী হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার মতো প্রতিবন্ধিতা ছিল না। প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন ফরমে তমাল মিথ্যা তথ্য প্রদান করে, যা তমাল নিজেও বিশ্বাস করে– উক্ত তথ্য অসত্য বা ভিত্তিহীন। এক্ষেত্রে তমাল অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিবন্ধিত হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হবে।

জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি

ধারা ৩৭(৬)

'কোনো ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৭ বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।'

৩৭(৬) ধারায় কোনো কাজ অপরাধ হিসবে বিবেচিত হবে যখন:

১. অভিযুক্ত ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে মিথ্যা পরিচয়পত্র তৈরি করেন;

২. পরিচয়পত্রটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে তৈরিকৃত হয়ে থাকে;

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি জানত পরিচয়পত্রটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃতি হয়নি;

এখানে জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি বলতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে পরিচয়পত্র তৈরিকে বুঝাবে। জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্রটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত পরিচয়পত্রে স্বাক্ষর অথবা মোহারাঙ্কিত করা হয়েছে বলে মনে হলেও অথবা দেখে মনে হলেও আসলে তা করা হয়নি। জালিয়াতির বিরুদ্ধেও দণ্ডবিধিতে বিধান যুক্ত থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৭(৬) ধারা যুক্ত করার উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গৃহীত ইতিবাচক ব্যবস্থাদি যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই উপভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যাতে তাদের সুবিধাগুলো ছিনিয়ে নিতে না পারে সেটিই এই ধারার উদ্দেশ্য। পরিচয়পত্র বা পরিচয়পত্রের অশংবিশেষ কোনো খারাপ উদ্যেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে কি-না তা এই ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য নয়। জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরিকৃত পরিচয়পত্রটি কোনো দাবি বা অধিকার সমর্থন করার জন্য বা প্রতারণার অভিপ্রায়ে অন্য কোনো অসৎ বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে কি-না তা ৩৭(৬) ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য হবে না।

উদাহরণ :

(১) 'জাফর' (ছদ্মনাম) ২১ বৎসর বয়সী অপ্রতিবন্ধী বালক। জাফর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি হওয়ার জন্য পরিচয়পত্র প্রদানকারী উপজেলা কমিটির সহি এবং সিলমোহর নকল বা জাল করে পরিচয়পত্র তৈরি

করে এবং উক্ত পরিচয়পত্রের বলে জাফর প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর জাফর প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি হয়। এক্ষেত্রে জাফর জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে।

কে মামলা করতে পারবেন?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ৩৮(১) ধারা মোতাবেক ফৌজদারী কার্যবিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তি মামলা দায়ের করতে পারবেন :

- সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজে, অথবা
- সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা-মাতা, অথবা
- বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক, অথবা
- যে কোনো ডিপিও।

কোন আদালতের এখতিয়ারাধীন?

৩৮(২) ধারা মোতাবেক এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারযোগ্য হবে।

আমলযোগ্যতা, আপোষযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা

৩৮(৩) ধারা মোতাবেক এই আইনের উল্লিখিত বিশেষ অপরাধগুলো-

- অ-আমলযোগ্য
- আপোষযোগ্য। অপরাধগুলোর আপোষের পদ্ধতি ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪৫ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আপোষে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির স্বাধীন মত থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তিনি না চাইলে আপোষ করার সুযোগ নেই।
- জামিনযোগ্য।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগযোগ্যতা

এই আইনের ধারা ৩৯ অনুসারে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হবে :

- তদন্ত,
- বিচার এবং
- আপীল।

অপরাধ সংঘটনে কোম্পানির দায়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ধারা ৪০ কোম্পানির ফৌজদারী অপরাধের দায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই ধারা মতে, 'এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।'

ধারা ৪০ অনুযায়ী কোম্পানি বলতে কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন : তথ্য কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি সংঘ বা সংগঠনকেও বুঝাবে। আবার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বলতে কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড সদস্যকেও বুঝাবে।

কোম্পানির দায় হবে পরার্থ দায়। সেহেতু কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তি নিজে কোনো অপরাধ করার সামর্থ্য রাখে না সে ক্ষেত্রে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর অপরাধের দায় কোম্পানির উপরে বর্তায়। কোম্পানির অপরাধের জন্য কোম্পানির পরিচালক বা ব্যবস্থাপক অথবা সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে। কোম্পনির অভিযুক্ত কর্মচারী যদি কোম্পানির স্বীকৃত কাজের বাইরে এবং অফিস সময়ের বাইরে কোনো কাজ করে সে ক্ষেত্রে ঐ কাজের দায় ব্যক্তিগত কোম্পানির কোনো দায় বহন করবে না। কোম্পানির অপরাধের বিচার ব্যক্তির অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার মতোই, যদি বিচারে কোম্পানি ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হয় এবং সেই সাথে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়, সে ক্ষেত্রে কোম্পানির পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা কর্মকর্তা উক্ত দণ্ড ভোগ এবং অর্থদণ্ড প্রদান করবেন।

৩৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধগুলো দমন ও প্রতিরোধে অবশ্যই সকলকে সচেতনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ধারাটির যেন কোনো অপব্যবহার না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কোনোরূপ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা আবেগতাড়িত হয়ে বা অসতর্কতার কারণে যাতে কেউ এটির অপব্যবহার না করে, সেদিকে খেয়াল রেখে সমাজকর্মী, বিশেষত আইনজীবীদের কাজ করতে হবে।

নবম অধ্যায়

ডিপিও ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ব্যবহারের ক্ষেত্র-পরিধি

নবম অধ্যায়

ডিপিও ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ব্যবহারের ক্ষেত্র-পরিধি

অনেক বছর ধরেই ডিপিওসমূহ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজ করছে। ডিপিওসমূহের অ্যাডভোকেসির কৌশলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ডিপিওসমূহের লিগ্যাল অ্যাডভোকেসির সুযোগ তৈরি করেছে। তবে এ ধরনের অ্যাডভোকেসির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। ডিপিওসমূহকে এই প্রতিবন্ধকতা জয় করার বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটিতে প্রতিকার লাভে আবেদন করার সময় থেকেই সম্ভাব্য ঝক্কি-ঝামেলা বিষয়ে ভেবে নিতে হবে এবং সেগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে তাও হিসাব করে নিতে হবে। সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নের কাজ করলে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অধিকার প্রতিষ্ঠায় ডিপিওসমূহ কী কী সেবা প্রদান করতে পারে?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) সমূহের কাজের পরিধি ও সুযোগ প্রসারিত করেছে। ডিপিওসমূহের কর্মতৎপরতার ওপর এই আইন বাস্তবায়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করতে পারবে :

১. ডিপিওগুলো সরাসরি মামলা/অভিযোগের পক্ষ হতে পারে;

২. আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে;

৩. ডিপিওগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পদ্ধতিগত সহায়তা, যেমন ৩৬ ধারায় আবেদন তৈরি করা, দাখিল করাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে; কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে;

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় প্রয়োজনীয় সেবা ও সহযোগিতার জন্য রেফার করতে পারে;

৫. আইনী তথ্য বিতরণ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে;

৬. প্রয়োজন মোতাবেক কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে মানসিক শক্তি যোগাতে পারে।

৭. কমিটিসমূহে সদস্য মনোনীত হয়ে প্রতিবন্ধী অধিকার সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ে অবদান রাখতে পারবে।

যথাযথভাবে উপরোক্ত ভূমিকা পালন ও প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীকে টেকসই সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবা ও সহায়তা প্রদান বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, নীতিমালা অনুযায়ী সেবা প্রদানের সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি অনুসরণএবং পদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নথিজাতকরণ, নথি সংরক্ষণ ও নথি ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এরূপ নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও নথি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন, অনুসরণ না করলে কী হতে পারে এবং কার্যপদ্ধতির ধরনসমূহ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচিত হল।

নীতিমালা, কার্যপদ্ধতি ও নথি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন?

কোনো সেবাপ্রার্থীকে মানসম্মত, টেকসই ও কার্যকর সেবা প্রদান করতে হলে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। প্রক্রিয়া বা কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের পূর্বে সেবা ও সহায়তা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হয়। সাংগঠনিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্যও এই নীতিমালা ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি। কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যখন বৈষম্যের শিকার হয়ে বা অধিকার লঙ্ঘিত হবার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্তভাবে ডিপিওগুলোর সাহায্য প্রার্থনা করে তখন উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বুঝে তার মনে আস্থা ও শক্তি যোগানো প্রাথমিক কাজ। এর পর ভুক্তভোগীর কথা শুনে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত তথ্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা প্রয়োজন। আইনী পদক্ষেপসহ অন্যান্য পদক্ষেপ

গ্রহণের ক্ষেত্রে এই তথ্য বিভিন্নভাবে কাজে লাগবে। কোনো ভুক্তভোগীর পক্ষে কাজ শুরু করার পূর্বে উক্ত ব্যক্তির অভিযোগ ও সহায়তা লাভের আবেদন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় রেকর্ড করে স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে, যাতে আইনী পদক্ষেপের কোনো পর্যায়ে ডিপিও'র কর্মকাণ্ডে ভুক্তভোগীর যে সম্মতি ছিল সেটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়। এরূপ লিখিত সম্মতি না থাকলে ডিপিওসমূহকে আইনী জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে। এ ছাড়াও আইনানুযায়ী পদক্ষেপ বা অন্য কোনো সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় সেবার জন্য পাঠানো (রেফার) হলেও শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগী সেবা পেল কি-না বা তার সমস্যার সমাধান হল কি-না সেটা জানার জন্য নিয়মিত ফলোআপ করাও জরুরি। আর এই সকল কাজ সঠিকভাবে করার জন্যই কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নথিজাত (ফাইলিং) করার প্রয়োজন হয়।

ডিপিও'র কমিটি কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব প্রদান

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ ডিপিওসমূহকে ৩৭ ধারার আওতায় মামলা করার অধিকার দিয়েছে। এ ছাড়াও উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করাসহ অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও ডিপিওসমূহ মামলা করতে পারে। সংস্থার পক্ষে কে মামলা পরিচালনা করবেন, তা ডিপিও'র কমিটি নির্ধারণ করবে। সভার কার্যবিবরণীতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

সেবা ও সহায়তা প্রদানের দিকনির্দেশনা

সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক ও সুষ্ঠু সেবা প্রদান করার দিকনির্দেশনা থাকবে; সেখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে :

- সেবাপ্রার্থীর যোগ্যতা। যেমন : প্রতিবন্ধি ব্যক্তি বা তার নির্ভরশীল অভিভাবক/পরিবার হতে হবে।
- সেবা ও সহায়তার ধরন। যেমন : কাউন্সেলিং, আইনী পরামর্শ/তথ্য সরবরাহ, দাপ্তরিক সহায়তা, সালিশ, অভিযোগ/মামলা দায়ের, রেফারেল ইত্যাদি;
- প্রত্যেক ধরনের সেবা ও সহায়তা প্রদানের কার্যধারা (Steps) গুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে। যেমন : রেফার করার পূর্বে কী কী তথ্য রাখতে হবে, যার নিকট রেফার করা হবে তার সাথে কোনো সমঝোতা স্মারক থাকবে কি-না, রেফার্ড সেবাপ্রার্থীর ফলোআপ কীভাবে করা হবে ইত্যাদি।

এক নজরে ডিপিও'র সেবা প্রদানের ধাপসমূহ

ডিপিওসমূহ কীভাবে ও কোন পর্যায় পর্যন্ত সেবা ও সহায়তা প্রদান করবে তা তাদের নীতিমালার উপর নির্ভর করবে। তবে সম্ভাব্য কার্যধারার একটি চিত্র নিম্নরূপ হতে পারে।

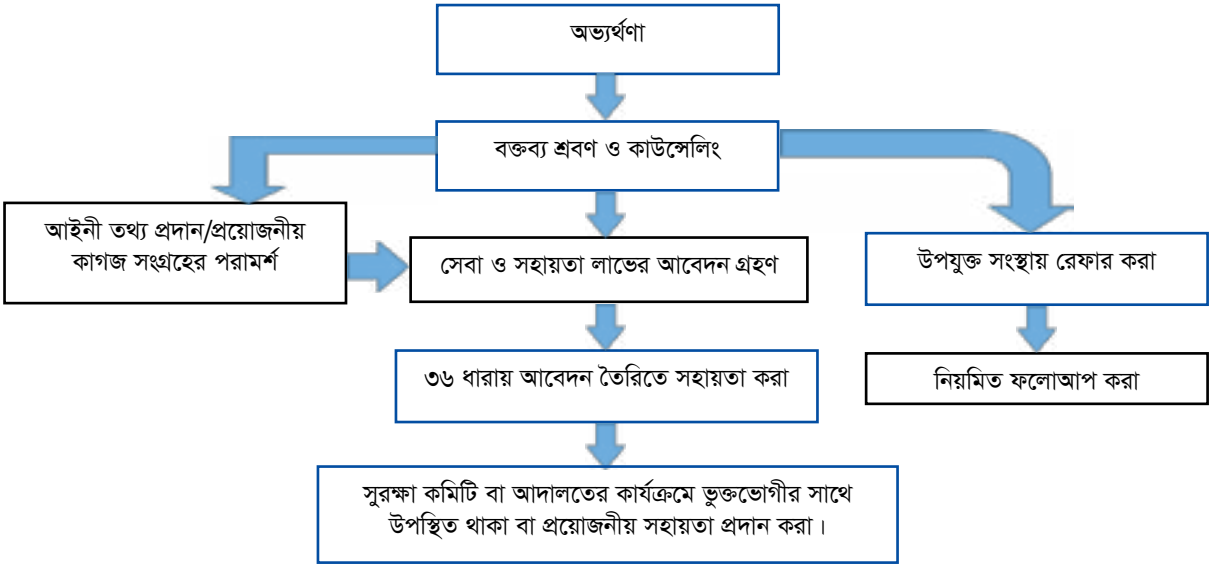

সেবাপ্রার্থীর আবেদন গ্রহণ ও নিবন্ধন

কোনো সেবাপ্রার্থী ডিপিও'র নিকট সহায়তা প্রার্থনা করলে প্রথমেই মনোযোগ সহকারে তার বক্তব্য শুনতে হবে এবং প্রয়োজন হলে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তার মনোবল চাঙ্গা করতে হবে। সেবাপ্রার্থীর বক্তব্য শোনার পর তিনি কী ধরনের সেবা চান সেটা জানতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রে সহায়তা লাভের আবেদন গ্রহণ করতে হবে। এরূপ আবেদনপত্রে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য, যোগাযোগের ঠিকানা, চাহিত সহায়তার ধরন ও ঘটনার বিবরণসহ প্রয়োজনীয় তথ্য থাকতে হবে। সব তথ্য লিপিবদ্ধ করে সেবাপ্রার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। সংস্থার পক্ষে যিনি সেবাপ্রার্থীর তথ্য লিপিবদ্ধ করলেন তিনিও উক্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করবেন।

[আবেদনপত্রের নমুনার জন্য সংযুক্তি নং দেখুন]

তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ ও আইনী তথ্য প্রদানের ফরম

ডিপিও'র নিকট কোনো ভুক্তভোগী সেবার জন্য এলে প্রথমেই জানতে হবে– তিনি কোন ধরনের সেবা ও সহায়তা চান। এর পর সেবাপ্রার্থীর চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত সেবা প্রদান করতে হবে। কোনো প্রমাণাদি/কাগজপত্র প্রয়োজন হলে সেগুলো প্রদানের জন্য ভুক্তভোগীকে অনুরোধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তাৎক্ষণিক ভুক্তভোগী প্রদান করতে না পারলে সেগুলো নিয়ে আসার জন্য পরবর্তী সাক্ষাতের তারিখ ও সময়সহ তাকে পুনরায় আসার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। কোনো আইনী তথ্য জানানোর প্রয়োজন হলে সেটাও জানাতে হবে। যে তথ্য ও পরামর্শ দেয়া হল সেটা একটি সুনির্দিষ্ট ফরমে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

রেফারেল সেবা প্রদানের ফরম

ডিপিওসমূহ নিজে সেবা প্রদান না করলে বা উপযুক্ত সেবার জন্য অন্য কোনো সংস্থার নিকট ভুক্তভোগীকে প্রেরণের প্রয়োজন হলে একটি চিঠি ও নমুনা ফাইলসহ উপযুক্ত সংস্থায় রেফার করতে হবে। রেফারাল সার্ভিস প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ফরম তৈরি করতে হবে। এই ফরমে ভুক্তভোগী ও রেফারাল সংস্থার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী ফলোআপ করা সম্ভব হয়।

আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীর সম্মতি

সেবাপ্রার্থীর পক্ষে যদি ডিপিও নিজে কোনো ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে অবশ্যই নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সেবাপ্রার্থীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। এই সম্মতি ব্যতীত উক্ত আবেদন করা ঝুঁকিপূর্ণ এবং মূলত কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। সেবাপ্রার্থী কখনো যদি উক্ত আবেদনে সম্মতি ছিল না মর্মে দাবি করেন, তাহলে সংস্থাকে আইনগত ঝামেলা মোকাবেলা করতে হবে।

নথি (ফাইল) তৈরি ও সমন্বিত রেজিস্টার

প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্য একটি পৃথক ফাইল রাখতে হবে। এই ফাইলে সহায়তার আবেদন, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ, অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। একটি সমন্বিত বা মাস্টার রেজিস্টার বইও তৈরি করতে হবে। এই রেজিস্টারে সকল সেবাপ্রার্থীর বিস্তারিত তথ্য, মামলার অগ্রগতি ইত্যাদি নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন[৫০]

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ অনুসারে রাষ্ট্রের মালিক জনগণ এবং অনুচ্ছেদ ৩৯-এ জনগণের চিন্তা, বিবেক এবং বাক-স্বাধীনতার নিশ্চিয়তার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি ও নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার

৫০ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল ও তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে সংযুক্তি দেখুন

নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয় । এই আইনুসারে তথ্য বলতে কোনো তথ্যবহ বস্তু বা এর প্রতিলিপিকে বুঝায়। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এ উল্লিখিত কিছু সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, ধারা ৪ অনুসারে যে কোনো নাগরিক তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন।

- তথ্য অধিকার আইনে তথ্য জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। তাই তথ্য অধিকার আইন একটি অ্যাডভোকেসি কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের আওতায় কী কী কাজ হয়েছে বা এতদসম্পর্কে যে কোনো তথ্য চেয়ে।
- ৩৬ ধারায় আবেদন করার ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য জানা।

রাজিব একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি একটি ব্যাংকে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেন। পরীক্ষার পূর্বে তিনি যখন শ্রুতিলেখকের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন তখন কর্তৃপক্ষ তার প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে জানতে পারেন এবং তাকে শ্রুতিলেখকের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে রাজিব পরীক্ষায় অংশ নিতে পারলেন না। প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়ায় রাজিব জেলা কমিটিতে ক্ষতিপূরণের আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কোন জেলায় এই আবেদন করবেন এবং সেই জেলায় কমিটি গঠিত হয়েছে কি-না, সেটা জানতে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরে আবেদন করেন।

উদাহরণ :

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য জেনে সরকারি চাকুরীতে কোটায় নিয়োগ পেলেন সুজন ঢালী। তিনি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। তিনি পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি পদে প্রতিবন্ধী কোটায় চাকুরীর আবেদন করেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও তিনি মৌখিক পরীক্ষার পর চূড়ান্ত মনোনয়ন পাননি বিধায় তিনি তথ্য অধিকার আইনে মৌখিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর, তার নিজ জেলায় কোটায় মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা এবং উক্ত জেলার প্রাপ্য পদের সংখ্যাসহ বেশ কিছু তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ তাকে চাহিত তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তথ্য কমিশনে আপীল দাখিল করেন। কমিশন তাকে তথ্য প্রদানের আদেশ প্রদান করে। তিনি তথ্য পেয়ে জানতে পারেন তার নিজ জেলায় কোটা খালি রয়েছে এবং তিনি মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছেন। এ তথ্য জানার পর তিনি উচ্চ আদালতে সঠিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত কোটা বাস্তবায়নের নির্দেশনা ও তাকে নিয়োগ প্রদানের আদেশ চেয়ে রিট করেন। উচ্চ আদালত মামলার চূড়ান্ত রায়ে সুজনকে নিয়োগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন।

মানবাধিকার কমিশন[৫১]

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রতিকার প্রদান না করলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেও প্রতিকার চাওয়া যাবে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কোয়াজি-জুডিসিয়াল ক্ষমতা রয়েছে। তদন্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। কারাগারসহ বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনের ক্ষমতা রয়েছে। ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে তদন্ত করার উচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে কমিশন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
- মানবাধিকার কমিশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন কমিটি কর্তৃক কোনো অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে সেটিও তদন্ত করতে পারবে।

৫১ মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দাখিলের নমুনা জানতে পরিশিষ্ট দেখুন।

মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন, এবং নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় মানবাধিকার কমিশন গুরুতপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে অথবা লঙ্ঘনের আশঙ্কা দেখা দিলে প্রতিকারের জন্য মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। কমিশন অনুসন্ধান ও শুনানী শেষে অধিকার বাস্তবায়নের আদেশ দিতে পারেন। কমিশনের ক্ষমতা হাইকোর্টের বিচারপতির ক্ষমতার সমকক্ষ। বেসরকারি সংস্থাগুলোর ক্ষমতা সীমিত। যেমন : কোনো বেসরকারি সংস্থা কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কারাবন্দিদের অবস্থা দেখতে পারে না। কিন্তু মানবাধিকার কমিশন চাইলে কারা কর্তৃপক্ষ প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য।

একজন চেয়ারম্যান এবং ৬ (ছয়) জন সদস্য নিয়ে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য হবেন সার্বক্ষণিক এবং অন্যান্য সদস্য হবেন অবৈতনিক। কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে একজন মহিলা এবং একজন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্য হবেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রায় বা আধা-বিচারিক ক্ষমতার অধিকারী। অনুসন্ধান বা তদন্তকালে দেওয়ানি আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করবেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট নিম্নলিখিত কারণে অভিযোগ দায়ের করা যায়।

উদাহরণ : শারীরিক প্রতিবন্ধী আকবর আলী কেস[৫২]

২০১৩ সালে ১৩ জুলাই তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'স্ত্রীর পিঠে চড়ে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে আকবর আলী' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলা মহিলা কলেজের পশ্চিম পাশে ০৩ শতাংশ খাসজমি প্রতিবন্ধী আকবর আলীকে দেওয়া হয়। আকবর আলী অনেক চেষ্টা করেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাজ থেকে দখল নিতে না পেরে প্রতিবন্ধী হিসাবে স্ত্রীর পিঠে চড়ে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে জমি দখল পাওয়ার জন্য তদবির করে কিন্তু দখল পায় না। বিষয়টি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালার পরিপন্থী এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন প্রতীয়মান হওয়ায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে রংপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে তদন্ত করে অবিলম্বে মানবাধিকার কমিশনের নিকট প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। কমিশনের চিঠি পেয়ে জেলা প্রশাসক বিষটি তদন্ত করে প্রতিবন্ধী আকবর আলীকে জমি বুঝিয়ে দেন।

৫২ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৩,জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ,

উপসংহার

সিআরপিডি যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তৈরি করা জাতিসংঘের প্রথম সনদ, যেখানে লক্ষ্যভুক্ত সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ সরাসরি সনদ তৈরিতে অংশগ্রহণ করেন, তেমনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন বাংলাদেশের এমন একটি আইন যেখানে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য আইন প্রণয়নের সময় মতামত প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। এ কারণে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রায় সকল চাওয়া, অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা এ আইনে প্রতিফলিত। আইনে বাস্তবতার প্রতিফলনের ফলেই ধারণা করা হচ্ছে, এই আইন বাস্তবায়নের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বৈষম্যমুক্ত, সমতা ও অধিকারভিত্তিক সমাজ বিনির্মিত হবে।

তবে শুধু আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়েই রাতারাতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে– এমনটি ভাবা যাবে না। আইনের অভিপ্রায় তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন দেশের সমগ্র অঞ্চলে আইনটির বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। আর আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের তেমনি রাষ্ট্রকে আইন বাস্তবায়নে সহায়তা করার দায়িত্ব রয়েছে আইনজীবী, অধিকার কর্মী, উন্নয়ন সংস্থা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ দেশের আপামর জনগণের উপর। যেহেতু আইনটি নতুন এবং এর বিধানগুলো, বিশেষত অধিকারগুলো বাংলাদেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি জনসাধারনের প্রচলিত মনোভাবের সাথে খুব বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, সেহেতু এর সুষ্ঠু প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকিও বেশি। আইনের মধ্যে কিছু অস্পষ্টতাও বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে। এমতাবস্থায়, আইনটির পূর্ণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আইনজীবীগণকে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

আইনটির যাতে অপব্যবহার না হয় সেদিকেও সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের ব্যবহারে দায়িত্বশীল না হলে এর বাস্তবায়ন ভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সচেতন থাকতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের কারণে সরকার ও প্রশাসন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবিগুলোকে আগের চেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন পাস করার পরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগত নতুনভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন। তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিধানগুলোকে গুরুত্ব দিতেও বাধ্য হচ্ছেন। যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, নিয়োগকারী ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্তারা বাধ্য হয়েই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবছেন। এটা বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটা ভালো সুযোগ। এ সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

এই ব্যবহারিক নির্দেশিকা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হল আইনজীবী, বিচারক ও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে সমন্বিতভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সঠিক ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা করা। এই নির্দেশিকা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক ও ঝুঁকিসমূহ জেনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে এর বিধিবিধান সঠিকভাবে প্রয়োগে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি (**Bibliography**)

অ

অন্ধ প্রতিবন্ধীদের ব্যাংক নোট শনাক্তকরণ প্রসঙ্গ, সূত্র নং- পিএম/৩৭/২০০৫-৬৪৯, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পেমেন্ট সিস্টেমস (প্রিন্টিং অ্যান্ড মিটিং শাখা) বাংলাদেশ ব্যাংক, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৫

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি-১৯৬৬
দেখুন: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, Visited: 28.04.2018

আ

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারাভাষা চালু করার বিষয়টির নীতিগত অনুমোদন প্রসঙ্গ, (সিদ্ধান্ত-১৬), নং- আ.ভা.ই/ক.সি.(সমন্বয়)-৩৪৮/১০, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০

আইনগত সহায়ত প্রদান আইন, ২০০০ (৬ নং আইন)
দেখুন: http://bdlaws.mhhhhhinlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

ই

ইন্টারন্যাশনাল কভেনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস, ১৯৬৬
দেখুন: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, Visited:28.04.2018

উ

উন্মাদ আইন, ১৯১২ (৪নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018.

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ (৭নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

ও

ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন কনসাননিং ডিজঅ্যাবল্ড পারসনস, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮২
দেখুন : https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/world-programme-of-action-concerning-disabled-persons.html, Visited: 28.04.2018

ওর্য়াল্ড কনফারেন্স অন স্পেশাল নিডস এডুকেশন-সালামনকা ডিক্লারেশন, ইউনেস্কো, ৭-১০ জুন, ১৯৯৪
দেখুন : http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf, Visited:28.04.2018

এ

এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এপ্রিল, ২০১০

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (১নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=882, Visited: 28.04.2018

ক

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৮ নং আইন) (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=788. Visited:28.04.218

কোর্টস অব ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৭৯ (১১ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=957, Visited: 28.04.2018

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (১৯ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

গার্ডিয়ান এবং ওয়ার্ড অ্যাক্ট, ১৮৯০ (৮ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

চ

চুক্তি আইন, ১৮৭২ (৯ নং আইন)

দেখুন : http://bn.banglapedia.org/index.php?title. Visited: 28.04.2018

জ

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সনদ ইউএন চার্টার, ১৯৪৪ (২৬ জুন ১৯৪৫)

দেখুন : http://www.un.org/en/charter-unitednations/, Visited:28.04.2018,Visited:28.04.2018

জাতিসংঘ নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯

দেখুন : https://unwomen.org.au/wp-content/uploads/2015/11/CEDAW-Factsheet.pdf, Visited: 28.04.2018

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিবন্ধী দশক ঘোষণা, ১৯৮৩-১৯৯২, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ,৩ ডিসেম্বর, ১৯৮২

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ (২০ নভেম্বর ১৯৮৯)

দেখুন : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, Visited: 28.04.2018

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ, ২০০৬

দেখুন : http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf, Visited: 28.04.2018

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ দায়ের সম্পর্কিত লিফলেট, (প্রকাশক– জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) ঢাকা, বাংলাদেশ

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধানাবলী, এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ এবং এডিডি, জানুয়ারি, ২০১১

ড

ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন, ডব্লিউইএফ, ২৬-২৮ এপ্রিল, ২০০০
দেখুন : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf, Visited:28.04.2018

ডিক্লারেশন অন সোশ্যাল প্রোগ্রেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯
দেখুন : http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/progress.pdf, Visited: 28.04.2018

ডিক্লারেশন অব বিওয়াকো মিলেনিয়াম ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন অ্যান্ড এসকাপ মিলেনিয়াম ডিকেড (২০০৩-২০১২), এসকাপ, নভেম্বর,২০০২
দেখুন : http://www.dpavanuatu.org/wpcontent/uploads/2015/07/Update30.pdf, Visited: 28.04.2018

ত

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০ নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1011/, Visited: 28.04.2018

তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তা, প্রতিবন্ধী ও রাখাইনসহ সকল উপজাতি উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই খাতের আওতায় ঋণ প্রদান প্রসঙ্গ, এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৩/২০১৫, বাংলাদেশ ব্যাংক, ০৯ জুন, ২০১৫

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধিমালা
দেখুন : http://www.infocom.gov.bd/site/page/e5366868-dedf, Visited:28.04.2018

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদনকারীগণের জন্য নির্দেশিকা,প্রকাশক : তথ্য কমিশন
দেখুন : http://www.infocom.gov.bd/site/page/e5366868-dedf, Visited:28.04.2018

দ

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (৪৫ নং আইন)
দেখুন : https://legalsolutionsbd.blogspot.com/2017/10/penal-code-1860-in-bangla.html, Visited: 28.04.2018

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (৫নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ (২১ নং আইন)
দেখুন : http://hedsbd.org/m/m1.pdf. Visited:28.04.2018

দি ভলান্টারি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এজেন্সিজ (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ (৪৬ নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ অন্য সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গ, জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং: ০১, গ্রিন ব্যাংকিং অ্যান্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, জানুয়ারি ২০, ২০১৫

দৃষ্টিহীন ছাত্রদের সুবিধা, (বিজ্ঞপ্তি) মেমো নং-(মাযা-১)১৩২৫৪-৩১৩, উপ-রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮ আগস্ট, ১৯৮৮

ন

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২৭ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?act_name&vol&id=835, Visited:28.04.2018

নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (৫২ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

প

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (৩৯ নং আইন) (৯ অক্টোবর ২০১৩)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1126, Visited:28.04.2018

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ (৯ অক্টোবর ২০১৩)

দেখুন : http://jpuf.portal.gov.bd/sites/default/files/files/jpuf.portal.gov.bd, Visited: 28.04.2018

প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ, বাংলাদেশ সরকার, ৬ নভেম্বর, ১৯৯৫

প্রতিবন্ধীদের জন্ম নিবন্ধন ফি মওকুফ, স্মারক নং- স্থাসবি/ইপ/বিবিধ-০৭/২০০৫/৩৫১, ইউপি-২ শাখা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

প্রতিবন্ধীদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত, (পরিপত্র), স্মারক নং- বিতযোপ্রম/শা-১০/বিবিধ-৯/২০০৫/৪৮৫ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৯ ডিসেম্বর, ২০০৯

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী র‍্যাম ও টয়লেট নির্মাণ প্রসঙ্গ, (প্রজ্ঞাপন), স্মারক নং-গৃগম/শা-৮/ বিবিধ-২২/০৯/১৩২৬/১(৯), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (উন্নয়ন অধিশাখা-৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ০৭ ডিসেম্বর, ২০০৯

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান প্রসঙ্গ, (বিজ্ঞপ্তি), স্মারক নং-৪৫.১৭৪.০০২.০৯.০১.০০০.২০০৯-০৬, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ০২ জানুয়ারি, ২০১১

প্রতিবন্ধী নাগরিকদের উন্নয়নে ২০১০-১১ জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ প্রসঙ্গ, (নির্দেশনামা), নং-মশিবিম/বাঃঅঃ/ বিবিধ/০৬/২০১০-১০৭ বাজেট ও অডিট শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৪ মে, ২০১০

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারি, ২০১০

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয় প্রসঙ্গ, (পরিপত্র), নং- ৪৬.০১৮.০৩২.০০.০০.০৩৭.২০১৫-৩৩, ইউপি-২ শাখা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিষয়ে পৌর পরিষদের করণীয় প্রসঙ্গ, (পরিপত্র),নং- ৪৬.০৬৩.০৩১.০৮.০০.০০২.২০১১-৩২৯, পৌর শাখা-১, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ব্যাংকিং সুবিধা দেয়ার নির্দেশনা, (প্রতিবেদন), সমকাল, ২১ জানুয়ারি, ২০১৫

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন, (পরিপত্র), পত্রসংখ্যা- ৪৩.৩৯.৩০.০০.০০.০১.২০০২-৮১(১০২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৭ মার্চ, ২০০২

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ (১২নং আইন) এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিধিমালা, ২০০৮ প্রভিশনাল অ্যাপ্রুভাল অব ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ডিজঅ্যাবিলিটি, বাংলাদেশ সরকার, ২০০৪

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (পিইডিপি-২) এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার মূল স্রোতধারায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ ও কার্যকর প্রসঙ্গ, স্মারক নং- ওএম/৪বিদ্যা-রাজ/(পিইডিপি-২)/খণ্ড-০৪/০৫/৮৭(৭০), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ৩১ জানুয়ারি, ২০০৭

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ আইন, ১৯৯০ (২৭ নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=738&sections_id=30358, Visited: 28.04.2018

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আন্তর্জাতিক ঘোষণা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

পালস ফর দ্য প্রটেকশন অব পারসনস উইথ মেন্টাল ইলনেস, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১
দেখুন : http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r119.htm, Visited:28.04.2018

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর বিধিমালা, ২০১৫
দেখুন : http://www.jpuf.gov.bd, Visited: 28.04.2018

পারিবারিক সহিংসতা দমন আইন, ২০১০ (৫৮ নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

ফ

ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (৫ নং আইন)
See: http://law.tezpang.com/criminal-procedure-code, Visited: 28.04.2018
সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন করা সংক্রান্ত পরিপত্র নং স সে অ দ/ শা-নিবন্ধন/স্বেচ্ছা-৪৭৭/২০০৮

ফোর্থ এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স অন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সাপোর্টিং দ্য সেকেন্ড ডিকেড অন ডিজঅ্যাবিলিটি, এসকাপ, অক্টোবর, ১৯৯১

ব

বাস ও মিনিবাসে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ প্রসঙ্গ, (প্রতিবেদন), দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুলাই, ২০০৮

বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস এবং অন্যান্য ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১% কোটা সংরক্ষণ, (প্রজ্ঞাপন), সূত্র নং- ০৫.০০.০০০০.১৭০.০৭.০৫৭.১১-১৫, বিধি-১ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১২ জানুয়ারি, ২০১২

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা সংরক্ষণ, (প্রজ্ঞাপন), নং-০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০১৫.১২-১৬৯, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৮ মে, ২০১২

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আন্তর্জাতিক ঘোষণা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ১৯৮০

বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, ১৯৮২

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার : তৃণমূল সুপারিশসমূহ, এনজিডিও, এনসিডিডব্লিউ এবং ব্লাস্ট, ১ জানুয়ারি, ২০১৭

কবীর, মাহবুব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার: সহজ কথায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদ (সিআরপিডি), প্রকাশক : জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা, জুন, ২০১২

ভ

ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩-এর স্পষ্টীকরণ সম্পর্কে, নথি নং-০৮(৯) কঃমঃপ্রঃ/২০০৪/৫২৭, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ০৭ ডিসেম্বর, ২০০৪

ম

মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০১৩ (৫৩ নং আইন)
দেখুন : http://nhrc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/nhrc.portal.gov.bd/npfblock/NHRC%20ACT%20bangla.pdf, Visited: 28.04.2018

মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গ, এস.আর.ও. নং ০৫/নথি নং ০৭.১৭.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/আইন/২০১১, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০ জানুয়ারি, ২০১১

মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (৫৩নং আইন) (১৪ জুলাই ২০০৯)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?act_name=&vol=&id=1023, Visited: 28.04.2018

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ অক্টোবরকে সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস হিসেবে ঘোষণা, ইউএস কংগ্রেস, ৬ অক্টোবর ২৯৬৪
দেখুন: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf, Visited: 28.04.2018

মানবাধিকার কর্মীর সুরক্ষা : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা (প্রকাশক : আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), নভেম্বর,২০১১

মানব পাচার (প্রতিরোধ ও দমন) আইন, ২০১২ (৩ নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

র

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাসত্ব আইন, ১৯৫০ (২৮ নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

রফিক জামান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট, অপরাজেয় বাংলা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১ ডিসেম্বর, ২০১৬

রহমান, মোঃ মিজানুর বাংলাদেশের সংবিধান (প্রকাশকঃ সুফী প্রকাশনী, ১৫১ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১১

শ

শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php. Visited:28.04.2018

শিশু আইন, ২০১৩ (২৪ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1119, Visited: 28.04.2018

শ্রম আইন, ২০০৬ (৪২ নং আইন)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?act_name=&vol=&id=952, Visited: 28.04.2018

শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর, (প্রজ্ঞাপন), এস.আর.ও. ৯৭৭(ক)/৬০, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩

স

সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ (বেঙ্গল অ্যাক্ট নং ৩)

দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 282.04.2018

সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগের নির্ধারিত কোটা পদ্ধতির সংশোধন, (প্রজ্ঞাপন), নং- সম(বিধি-১)-এস-৮/৯০(অংশ-২)-০৬(০০০), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৭ মার্চ, ১৯৯৭

সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগের নির্ধারিত কোটা পদ্ধতি প্রসঙ্গ, (প্রজ্ঞাপন), নং-সম(বিধি-১)এস-৬/২০০২-২৫০(১০০) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২৫ অক্টোবর, ২০০৩

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (৪৭ নং আইন) (১৫ জুলাই ২০০১)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=876,Visited: 28.04.2018

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (৯ নং আইন)

দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৯৭৭ (১ নং আইন)

দেখুন : https://bdlawnewscom.wordpress.com/2016/06/21/the-specific-relief-act-s-r-act, Visited:28.04.2018

সবার জন্য শিক্ষা (ইএফএ), ইউনেস্কো, ২-৯ মার্চ, ১৯৯১

দেখুন : http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000895/089546eo.pded.Visited:28.04.2018

সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত ঢাকা ঘোষণা, দক্ষিণ এশিয়া সিবিআর নেটওয়ার্ক, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

দেখুন : http://humanrightsbd.org/2018/04/07, Visited:28.04.2018

স্ট্যান্ডার্ড রুলস অন দ্য ইকুয়ালাইজেশন অব অপরচুনিটিস ফর পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিজ, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

দেখুন : http://www.undocuments.net/sreopwd.htm,Visited:28.04.2018, Visited:28.04.2018

সালিশ পরিষদ, ২০০১ (১ নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (৫৯ নং আইন)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

হ

হিন্দু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উত্তরাধিকার বাধা অপসারণ আইন, ১৯২৮ (১২নং আইন)
দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/chro_index_update.php, Visited: 28.04.2018

হেফাজতে মৃত্যু আইন : ২০১৩ সালের ৫০ নং আইন (২৭ অক্টোবর ২০১৩)
দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=1133, Visited:28.04.2018

হারারে ঘোষণা- লেজিসলেশন অব অপরচুনিটিস ফর ডিজঅ্যাবল্ড পিপল, নয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ ৩ মার্চ, ১৯৯১

অন্যান্য

৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৪ এর প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের শ্রুতিলেখক নিয়োগ সংক্রান্ত, (প্রেস বিজ্ঞপ্তি), নং-৮০.২০০.০৫০.০০.০০.০৩৫.২০১৪-৮৮, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

সংযুক্তি - ০১

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

জাতিসংঘ

সাধারণ পরিষদ

এ/৬১/৬১১

বিতরণ : সাধারণ

৬ ডিসেম্বর, ২০০৬

মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

মুখবন্ধ

এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহ

ক) জাতিসংঘ ঘোষণার মূলনীতি অনুযায়ী সকল মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্য এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়,

খ) স্বীকৃতি দেয় যে, জাতিসংঘ তার সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ঘোষণা ও সম্মতি প্রদান করেছে যে, কোন রকম ভেদাভেদ ছাড়াই প্রত্যেকে ঐসব সনদ ও ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারী,

গ) সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা, আন্তনির্ভরশীলতা, আন্তঃসম্পর্ক এবং সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বৈষম্যহীনভাবে এসবের পূর্ণ উপভোগের নিশ্চয়তা দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে,

ঘ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, অত্যাচার ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদ, শিশু অধিকার সনদ এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ সর্বদা স্মরণ করে,

ঙ) স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে,

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম-সুযোগকে এগিয়ে নিতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ, প্রণয়ন ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি (ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন কনসার্নিনং ডিসঅ্যাবল্ড পারসন্স) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগের সমতা বিধান সংক্রান্ত বিধিতে (স্ট্যান্ডার্ড রুলস) বর্ণিত মূলনীতি ও নীতি নির্দেশনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

ছ) টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কৌশলসমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধিতার বিষয়সমূহকে মূল স্রোতে নিয়ে আসার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেয়,

জ) আরও স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্য ব্যক্তি মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্যের লঙ্ঘন,

ঝ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বৈচিত্র্যকে পুনর্বার স্বীকৃতি দেয়,

ঞ) নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নতকরণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

ট) উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, এ সমস্ত আইন, উদ্যোগ ও চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অব্যাহতভাবে সমাজের সমমর্যাদাবান সদস্য হিসেবে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধার সম্মুখীন ও তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত,

ঠ) সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

ড) সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও বৈচিত্র্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বর্তমান ও সম্ভাবনাময় মূল্যবান অবদান এবং তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সমাজে অংশীদারিত্বের বোধ বৃদ্ধি পাবে; মানবীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে,

ঢ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের আত্ম-কর্তৃত্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

ণ) বিশ্বাস করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সকল নীতি ও কর্মসূচিসহ নীতি ও কর্মসূচী-বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া উচিত,

ত) জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা ভিন্নমতের, জাতীয়তা, জাতিগোষ্ঠী, উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্মগত, বয়সভিত্তিক ও অন্যান্য কারণে বহুমুখী ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে,

থ) স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রায়শ অধিকতর সহিংসতা, শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন, অযত্ন বা অবহেলা, অন্যায় আচরণ বা বৈষম্যের ঝুঁকির মধ্যে বেঁচে থাকে,

দ) স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধী শিশু ও অন্যান্য শিশুদের সাথে সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ উপভোগের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে শিশু অধিকার সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে,

ধ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কর্তৃক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগকে সমুন্নতকরণের সকল প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষের সামাজিক অসমতা দূর করার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়,

ন) বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ যে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে, এই বাস্তবতাকে গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে ও এ কারণে প্রতিবন্ধী মানুষদের উপর দারিদ্র্যের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

প) বিশ্বাস করে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে জাতিসংঘ চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং মানবাধিকারের আইনী সুরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে সশস্ত্র সংঘাত ও বিদেশি দখলদারিত্বের সময়ে,

ফ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগে সক্ষম করার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়, যাতে তারা অবকাঠামো, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে,

ব) গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের প্রতি এবং তার নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের প্রসার ও সেগুলো বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে,

ভ) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, পরিবার হল সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক এবং তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পরিবার যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ ও সমঅধিকার উপভোগে অবদান রাখতে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়া উচিত,

ম) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, উন্নয়নশীল ও উন্নয়ন-অর্জিত সকল দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা ও সমুন্নত করতে একটি বিশদ ও সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক সনদ ব্যাপক সামাজিক বঞ্চনা দূর করতে এবং নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের জন্য সমসুযোগ এনে দিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে,

শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে সম্মতি দেয় যে,

অনুচ্ছেদ ১

অভীষ্ট লক্ষ্য

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য হল সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রিয়গত অনুপস্থিতি/ অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে /সাথে মিলেমিশে তাদেরকে সমাজে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

অনুচ্ছেদ ২

সংজ্ঞা

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য :

'যোগাযোগ' বলতে বুঝাবে সকল ভাষা, লেখ্যরূপ, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, বড় আকারে মুদ্রিত লেখা, ব্যবহার উপযোগী কম্পিউটারভিত্তিক বহুমাত্রিক মাধ্যম, সেই সাথে লিখিত, শ্রুতিগোচর, সরল ভাষা, মানব পাঠক এবং যোগাযোগের সহায়ক ও বিকল্প উপায়সমূহ, মাধ্যম ও প্রকরণসমূহ এবং ব্যবহার উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

'ভাষা' বলতে বুঝাবে উচ্চারিত ও ইশারা ভাষা এবং অন্যান্য ধরনের নিঃশব্দ ভাষা;

'প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য' অর্থ হল প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যে কোনো ভেদাভেদ, বর্জন অথবা নিষেধাজ্ঞা, যার উদ্দেশ্য বা পরিণতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রের সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের স্বীকৃতির উপভোগ বা অনুশীলনে বাধাগ্রস্ত বা ব্যর্থ হয়। ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যানসহ সকল ধরনের বৈষম্য এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

'ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি' বলতে বুঝাবে প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;

'সার্বজনীন পরিকল্পনা' বলতে বুঝাবে উৎপাদিত পণ্য, পরিবেশ, কর্মসূচি ও সেবাসমূহের পরিকল্পনা, যা কোনো রকম অভিযোজন বা বিশেষায়িত নকশার প্রয়োজন ছাড়াই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের ব্যবহার উপযোগী। এই 'সার্বজনীন পরিকল্পনা' প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণকে বাদ দিয়ে প্রযুক্ত হবে না।

অনুচ্ছেদ ৩

সাধারণ মূলনীতি

বর্তমান সনদের মূলনীতি হবে :

ক) ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্তের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

খ) বৈষম্যহীনতা;

গ) পূর্ণ ও কার্যকর সমাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি;

ঘ) ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা;

ঙ) সুযোগের সমতা;

চ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার;

ছ) নারী-পুরুষের সমতা;

জ) শিশু প্রতিবন্ধীদের বিকাশমান সামর্থ্য ও তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

অনুচ্ছেদ ৪

সাধারণ বাধ্যবাধকতা

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোনো রকম বৈষম্য ব্যতিরেকে পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও প্রবর্ধন করবে। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষ যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হলো :

ক) এই সনদে স্বীকৃত সকল অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সকল যথার্থ আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন, কার্যপ্রণালী, প্রথা ও চর্চার সংস্কার অথবা বিলুপ্তির জন্য বিধান প্রণয়নসহ সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) সকল নীতি ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রবর্ধনকে আমলে নেয়া;

ঘ) এই সনদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আইন অথবা চর্চা থেকে বিরত থাকা এবং নিশ্চিত করা যে সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন এই সনদ অনুযায়ী পরিচালিত হয়;

ঙ) ব্যক্তি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করার জন্য সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) এই সনদের ধারা ২ এর বর্ণনা অনুসারে সার্বজনীন দ্রব্য, সেবা, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করবে, যাতে ন্যূনতম সম্ভাব্য সংস্কার ও খরচে এ কাজগুলো এমনভাবে করা যায়, যেন এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিশেষ চহিদা পূরণ করে; এগুলোর সহজলভ্যতা ও ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সাধারণ মান ও নির্দেশনা তৈরিতে বিশ্বজনীন নকশার অনুসরণ উৎসাহিত করা;

ছ) কম খরচে পাওয়া যায় এমন প্রযুক্তির অগ্রাধিকার দেয়া। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি, চলাফেরার যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তিসমূহ, বহনযোগ্য প্রযুক্তিসমূহকে প্রাধান্য;

জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে চলাচলের যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি, সেই সাথে নতুন প্রযুক্তিসমূহ ও অন্যান্য প্রকার সহায়তা, সহায়ক সেবা ও সুবিধাসমূহ সম্পর্কে সুগম তথ্যাবলি সরবরাহ;

ঝ) এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ দ্বারা নিশ্চিত সহায়তা ও সেবাসমূহ সুচারুভাবে প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ প্রবর্ধন করা।

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ বিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ, উত্তরোত্তরভাবে এই অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের জন্য এই সনদের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাৎক্ষণিক প্রয়োগযোগ্য বাধ্যবাধকতাসমূহ ক্ষুণ্ন না করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কর্মকাঠামোর ভিতরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে তার প্রাপণীয় সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. বর্তমান সনদ বাস্তবায়নের জন্য আইন ও নীতিমালার উন্নয়ন ও প্রয়োগ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা করবে এবং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট করবে। এক্ষেত্রে শিশু প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্টতাও নিশ্চিত করা হবে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে।

৪. এই সনদের কোনো কিছুই কোনো শরীক রাষ্ট্রের আইন বা সেই রাষ্ট্রে বলবৎ আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার বাস্তবায়নে অধিকতর উপযোগী কোনো ব্যবস্থার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কোনো আইন, সনদ, বিধান বা রীতির উপর ভিত্তি করে গৃহীত কোনো মৌলিক মানবিক অধিকার এই সনদের কোনো শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা ঐ রাষ্ট্রে বলবৎ থাকলে, তা বর্তমান সনদে স্বীকার করা হয়নি বা কম গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয়েছে– এই অজুহাতে তার উপর কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ হবে না বা তা খর্ব করা যাবে না।

৫. এই সনদের প্রতিবিধান কোনো রকম সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সব অংশেই প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ৫

সমতা ও বৈষম্যহীনতা

১. শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, আইনের দৃষ্টিতে ও অধীনে সকল ব্যক্তি সমান এবং কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকেই সমান আইনী সুরক্ষা ও সুবিধা ভোগ করার অধিকারী।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে সকল প্রকার বৈষম্য রোধ করবে এবং যে কোনো প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান ও কার্যকর আইনী সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৩. সমতা সমুন্নতকরণ ও বৈষম্য বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত সমতা বর্ধন বা অর্জন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ এই সনদের শর্তাবলীর অধীনে বৈষম্য বলে বিবেচিত হবে না।

অনুচ্ছেদ ৬

নারী প্রতিবন্ধী

১. শরীক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে, নারী প্রতিবন্ধীরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. এই সনদে উল্লিখিত সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেন নারী প্রতিবন্ধীরা পূর্ণ মাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্র নারী প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৭

শিশু প্রতিবন্ধী

১. শিশু প্রতিবন্ধীরা যেন অন্যান্য শিশুর মতোই সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য সকল কার্যক্রমে শিশুর সামগ্রিক কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ সকল শিশু প্রতিবন্ধীর স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে। অন্য শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বয়স ও পরিপক্বতা অনুসারে তাদের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে প্রতিবন্ধিতা ও বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা দেবে।

অনুচ্ছেদ ৮

সচেতনতা বৃদ্ধি

১. শরীক রাষ্ট্র অনতিবিলম্বে, কার্যকর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে :

ক) পরিবার পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা করবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল ধরনের সনাতনী ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও ক্ষতিকর চর্চার অবসানে সচেষ্ট হবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে;

২. এ লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে থাকবে :

ক) কার্যকর জনসচেতনমূলক প্রচারাভিযান চালু ও অব্যাহত রাখা। এই প্রচারাভিযান এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে :

১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়গুলো আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়;

২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;

৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা, মেধা ও পারদর্শিতা এবং কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করে;

খ) শৈশব থেকেই সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করা;

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ৯

সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ভৌত পরিবেশ, যানবাহন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রাপ্য অন্যান্য সুবিধা ও সেবায় অন্যদের মতো সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত ও দূর করা, যা অপরাপর বিষয়সহ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

ক) ভবন, সড়ক, যানবাহন ও অন্যান্য সুবিধা যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসন, চিকিৎসা সেবা ও কর্মক্ষেত্রসহ অন্যান্য গৃহাভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন সুযোগ-সুবিধা;

খ) তথ্য, যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিক ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবা।

২. এ ছাড়াও রাষ্ট্রপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

ক) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সকল সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তির ন্যূনতম মান ও নির্দেশিকা তৈরি, তার আইনী স্বীকৃতি প্রদান ও পরিবীক্ষণ;

খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঘ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবনসমূহে ব্রেইল পদ্ধতিতে এবং সহজে পড়া ও বোঝা যায় এমনভাবে সংকেত স্থাপন;

ঙ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবন ও সুবিধাসমূহ প্রাপ্তি ও ব্যবহার সহজীকরণের জন্য গাইড, পাঠক ও পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষীসহ সরাসরি সহায়তা ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা;

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অন্যান্য প্রকারের যথাযথ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত করা;

ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ইন্টারনেটসহ নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা;

জ) প্রাথমিক পর্যায় থেকেই অবাধে ব্যবহারযোগ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নকশা প্রণয়ন, উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণ উৎসাহিত করা, যেন তা ন্যূনতম খরচে পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদ ১০

জীবনের অধিকার

রাষ্ট্রপক্ষ দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগতভাবে জীবনের অধিকার আছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন অন্যদের মতো পূর্ণ মাত্রায় এই অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে।

অনুচ্ছেদ ১১

ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবিক জরুরি অবস্থা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসহ সকল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুসারে রাষ্ট্রপক্ষ সশস্ত্র সংঘাত, মানবিক জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১২

সমান আইনী স্বীকৃতি

১. রাষ্ট্রপক্ষ দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্রপক্ষ স্বীকার করবে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যদের সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগ করবেন।

৩. আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. রাষ্ট্রপক্ষ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত যথার্থ ও কার্যকর রক্ষাকবচ প্রণয়ন এবং প্রয়োগে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করবে। এরূপ রক্ষাকবচ আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষেত্রে যেন পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী না হয় এবং অযাচিত প্রভাবমুক্ত থাকে, তা নিশ্চিত করবে। এই রক্ষাকবচ যেন ব্যক্তির নির্দিষ্ট অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়, ন্যূনতম সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে প্রযুক্ত হয় এবং তা যেন একটি সুযোগ্য, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ অথবা বিচার বিভাগীয় সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষিত হয়, তাও নিশ্চিত করবে। যে সকল ব্যবস্থা ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকারকে প্রভাবিত করে তার মাত্রা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেন এই রক্ষাকবচগুলো তৈরি হয়।

৫. এই ধারার বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারী হওয়া, তাদের নিজেদের আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও অন্যান্য ধরনের আর্থিক ঋণ পেতে অপরাপর সকলের মতো সমানাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে জবরদস্তির মাধ্যমে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৩

সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য পদ্ধতিগত ও বয়স-উপযোগী সুবিধাসহ সাক্ষ্য প্রদান, তদন্ত ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল আইনি কার্যপ্রণালীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ এবং অন্যদের মতো সমতার ভিত্তিতে

কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৪

ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

১. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে, অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

ক) ব্যক্তি হিসেবে তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার উপভোগ করে;

খ) বেআইনীভাবে বা জবরদস্তির মাধ্যমে যেন স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। স্বাধীনতা খর্ব হলে তা অবশ্যই আইন অনুমোদিত পদ্ধতিতে হতে হবে। প্রতিবন্ধিতা কোনোক্রমেই স্বাধীনতা খর্বের কারণ হবে না।

২. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে, কোনো প্রক্রিয়ায় যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা খর্ব হয়, তাহলে তারা যেন অন্যদের মতোই সমানভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদার প্রতি সংবেদী হয়ে এই সনদের লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুযায়ী যেন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ১৫

অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতা, মর্যাদাহানিকর চিকিৎসা বা শাস্তি থেকে মুক্তি

১. কোনো ব্যক্তিকেই নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর চিকিৎসা অথবা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বিশেষত, কোনো ব্যক্তিকেই তার ইচ্ছা-সম্মতি ছাড়া চিকিৎসা বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু করা যাবে না।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উপর যে কোনো নির্যাতন কিংবা হিংস্র, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর কোনো চিকিৎসা বা শাস্তি প্রতিরোধ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সব ধরনের কার্যকর আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় এবং/অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৬

শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে-বাইরে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ সকল প্রকার যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও তত্ত্বাবধানকারীদের লিঙ্গ ও বয়সের প্রতি সংবেদনশীল থেকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানে রাষ্ট্রপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সাথে শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা এড়ানো, চিহ্নিতকরণ ও এ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তার জন্য তথ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থাসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যে সুরক্ষার সেবাসমূহ বয়স, লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতা-সংবেদী।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ সকল ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবার জন্য পরিচালিত সকল সুবিধা ও কর্মসূচি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ দ্বারা কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে।

৪. যে কোনো ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের শারীরিক, বুদ্ধিগত ও মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রপক্ষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসহ সকল যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই পুনরুদ্ধার ও মূল স্রোতে নিয়ে আসা এমন এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘটবে, যা ব্যক্তির লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক চাহিদানুযায়ী তার সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ, আত্মসম্মান, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সমুন্নত রাখে।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা শনাক্তকরণ, তদন্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিচার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ নারী ও শিশুবান্ধব আইন ও নীতিমালাসহ কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

অনুচ্ছেদ ১৭

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সুরক্ষা

সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সম্মানের অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ ১৮

চলাচল ও জাতীয়তার স্বাধীনতা

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে চলাচলের স্বাধীনতা, নিজ আবাসস্থল ও জাতীয়তা নির্বাচন করার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে ও সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

ক) কোনো জাতীয়তা অর্জন ও পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং জবরদস্তিমূলক অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন তাদেরকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত না করা হয়;

খ) প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন চলাচলের স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে প্রয়োজনীয় জাতীয়তার সনদ অথবা পরিচয়সূচক অন্যান্য সনদ অর্জন করা, অধিকারী হওয়া ও ব্যবহার করা অথবা প্রাসঙ্গিক কোনো কাজে যেমন বিদেশ গমনে ব্যবহার করতে বঞ্চিত না হন;

গ) নিজের দেশসহ যে কোনো দেশ থেকে অন্য দেশে গমনাগমনের অধিকার সংরক্ষণ করেন;

ঘ) জবরদস্তিমূলক অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না।

২. শিশু প্রতিবন্ধীরা জন্মগ্রহণের পরপরই নিবন্ধিত হবে। জন্মের সাথেই একটি নাম ও জাতীয়তার অধিকারী হবে এবং মাতা-পিতার পরিচয় জানা ও তাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৯

স্বাধীন বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার

এই সনদের রাষ্ট্রপক্ষসমূহ অন্যদের মতো সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের পছন্দ অনুযায়ী সমাজে বসবাস করার সমঅধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের এই অধিকারের পূর্ণ উপভোগ বাস্তবায়ন করতে এবং সমাজে তাদের পূর্ণ একীভূতকরণ ও অংশগ্রহণের জন্য কার্যকর ও যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে নিশ্চিত করবে :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের নিজ আবাসস্থল এবং কোথায় ও কাদের সাথে বসবাস করবেন তা অন্যদের মতো সমানভাবে বাছাই করার সুযোগ বিদ্যমান এবং তারা কোনো বিশেষ আবাসন ব্যবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য নন।

খ) প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সহায়তাসহ সমাজ জীবনে বসবাস ও একীভূত হবার জন্য এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা পৃথকীকরণ রোধ করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিভিন্ন গৃহভিত্তিক, আবাসিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তামূলক সেবা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

গ) সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যমান সামাজিক সেবা ও সুবিধাসমূহ সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যমান থাকে। এসব সেবা ও সুবিধা তাদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২০

ব্যক্তির সচলতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পরে– রাষ্ট্রপক্ষ তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী, সময়মতো এবং সুলভ মূল্যে তাদের ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তা করা;

খ. মানসম্মত চলাচল-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলাচল ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব-সহযোগিতা যেন সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পেতে পারেন, তার জন্য সহায়তা করা;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সাথে কর্মরত সহায়ক-কর্মীদেরকে সচলতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঘ. যারা সচলতা-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুত করেন, তাদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচলতার সকল দিক বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ২১

মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের অভিব্যক্তি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করতে পারেন, রাষ্ট্রপক্ষ তার জন্য প্রযোজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য ও ধারণা চাইতে, পেতে এবং বিনিময় করতে পারে সে জন্যও এই সনদের ধারা ২ অনুযায়ী প্রযোজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

ক. সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য প্রতিবন্ধিতার সকল ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছেও যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়মতো ও সমমূল্যে প্রদান করা;

খ. দাপ্তরিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদানুযায়ী ইশারা ভাষা, ব্রেইল, কর্ম-সহায়ক ও বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরন ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রদান করা;

গ. ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারনের জন্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী উপায়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করতে আহ্বান করা;

ঘ. গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে তথ্য সরবরাহকারীদের তাদের সেবাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার উপযোগী করতে উৎসাহিত করা;

ঙ. ইশারা ভাষার স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ২২

ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার

১. বসবাসের স্থান কিংবা অবস্থা নির্বিশেষে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেই তার গৃহ, পরিবার, যোগাযোগ বা অন্যান্য ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বলপূর্বক, বেআইনী অনুপ্রবেশ, অযাচিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার সম্মান ও সুনামের উপরেও কোনোরূপ বেআইনী আক্রমণ করা যাবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ ধরনের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ থেকে আইনী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকবে;

২. রাষ্ট্রপক্ষ অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা সুরক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ ২৩

গৃহ ও পরিবারের অধিকার

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত সকল বিষয় অন্যান্যের মতো সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এর মাধ্যমে যেন :

ক. বিবাহযোগ্য সকল প্রতিবন্ধী আগ্রহী যুগলের মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায়;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীলভাবে সন্তান সংখ্যা ও জন্মবিরতি নির্ধারণ, বয়স অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি যেন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়।

গ. অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রজনন উর্বরতা বজায় রাখা নিশ্চিত হয়।

২. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিশুদের অভিভাবকত্ব, দত্তক গ্রহণ এবং শিশু ও তার সম্পত্তির হেফাজত কিংবা

রাষ্ট্রীয় আইনে বিদ্যমান এ ধরনের অন্য যে কোনো বিধানের অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিশু লালনের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ শিশু প্রতিবন্ধীদের পারিবারিক জীবন লাভের সমঅধিকার নিশ্চিত করবে। এই অধিকার বাস্তবায়ন এবং শিশুর প্রতিবন্ধিতা গোপন করা, তাকে পরিত্যাগ করা, তার প্রতি অবহেলা ও তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ শিশু প্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবারকে আগেভাগে বিস্তারিত তথ্য, সেবা ও সমর্থন প্রদান করবে।

৪. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে– কোনো শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিশ্চিত হয় যে, এই বিচ্ছিন্নতা শিশুটির সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। পিতামাতা ও শিশুর যে কারোর বা উভয়েরই প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনোভাবেই শিশুকে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

৫. কোনো শিশু প্রতিবন্ধীকে তার নিকটতম পরিবার উপযুক্ত যত্ন নিতে না পারলে রাষ্ট্রপক্ষ শিশুটির বৃহত্তর পারিবারিক গণ্ডির মাধ্যমে যত্ন প্রদানে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে বিফল হলে তার সমাজের মধ্যেই পারিবারিক আবহের মধ্যে যত্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৪
শিক্ষা

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। বৈষম্যহীন ও সমসুযোগের ভিত্তিতে এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ সর্বস্তরে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করবে। যার উদ্দেশ্য হবে :

ক. মানুষ হিসাবে সকল সম্ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্মমূল্যের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানব বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শক্তিশালী করা;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব, মেধা, সৃজনশীলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশ;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তোলা।

২. এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে :

ক. প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তি যেন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ না পড়ে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিশু যেন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয়;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন তার সমাজের সকলের মতো সমানভাবে একটি একীভূত, মানসম্পন্ন অবৈতনিক প্রাথ মিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়;

গ. ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী সকল সুযোগ-সুবিধা যেন দেয়া হয়;

ঘ. সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য থেকেই যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্যকর শিক্ষা-সহায়ক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়;

ঙ. সার্বিক একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যকর ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করে এমন পরিবেশ তৈরি করবে, যেটি সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়;

৩. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষায় এবং সমাজের সদস্য হিসাবে পূর্ণ ও সমঅংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে :

ক. ব্রেইল পদ্ধতি, বিকল্প লিপি, যোগাযোগের জন্য বিকাশমান ও বিকল্প মাধ্যম, উপায় ও আকৃতির ব্যবহার শিক্ষা, পরিচিতি ও চলাচলের দক্ষতা অর্জন, সাথী-সহায়তা এবং নিবিড়-পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা;

খ. ইশারা ভাষা শেখায় সহায়তা করা এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাষাগত পরিচয়কে সমুন্নত করা;

গ. যে সকল শিশু দৃষ্টি, বাক-শ্রবণ ও শ্রবণ-দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় যোগাযোগ পদ্ধতি ও উপায়ের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তা শিক্ষাগত সর্বোচ্চ সামাজিক বিকাশ ঘটায়;

৪. এই অধিকার নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতিতে পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এই প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী বিষয়ক সচেতনতা, বিকাশমান ও বিকল্প পদ্ধতি, উপায় ও প্রকরণের যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যদের সাথে সমানভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন-নির্দিষ্ট সহায়তা নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ২৫

স্বাস্থ্য

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনোরূপ বৈষম্য না করে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাধিক অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রপক্ষ :

ক. অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরন, একই গুণ ও মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্যমূলক কর্মসূচি ও সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রয়োজনীয় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। ত্বরিৎ শনাক্তকরণ, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিশু ও প্রবীণসহ সকলের অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধ এই সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

গ. গ্রামীণ এলাকাসহ সর্বত্র যতদূর সম্ভব গ্রহীতার নিজ এলাকাতেই এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

ঘ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্যদের মতো সম-মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করবে। সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মান নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের অবাধ ও সচেতন-সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

ঙ. স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করে এবং তা ন্যায্য ও যৌক্তিকভাবে প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য দূর করবে;

চ. প্রতিবন্ধিতার কারণে খাদ্য ও পানীয় অথবা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বৈষম্য নিরোধ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬

আবাসন ও পুনর্বাসন

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যেন সহসাথী-সহযোগিতাসহ সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা; পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে এবং অংশগ্রহণ বজায় রাখতে পারে, রাষ্ট্রপক্ষ সে বিষয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষ বিশেষত, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা খাতে সর্বসমন্বিত আবাসন, পুনর্বাসন সেবা ও কর্মসূচিসমূহ এমনভাবে সংগঠিত, সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করবে, যাতে এই সেবা ও কর্মসূচিসমূহ :

(ক) যতদূর সম্ভব প্রারম্ভিক পর্যায়ে এবং আলাদা ব্যক্তিচাহিদা ও শক্তি-সামর্থ্যের বহু-জ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শুরু হয়;

(খ) সেবামূলকভাবে সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ ও একীভূত হতে সহায়তা করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কাছে তা সহজলভ্য হয় এবং গ্রামাঞ্চলসহ তাদের নিজ বসতির যতদূর সম্ভব নাগালের মধ্যে থাকে।

২. রাষ্ট্রপক্ষ আবাসন ও পুনর্বাসন সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রারম্ভিক ও চলমান প্রশিক্ষণের প্রসারে সহযোগিতা করবে।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ আবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রস্তুতকৃত সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তি, এর সহজলভ্যতা, জ্ঞান ও ব্যবহার বিকশিত করবে।

অনুচ্ছেদ ২৭

কর্ম ও কর্মসংস্থান

১. রাষ্ট্রপক্ষ অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মে নিযুক্ত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে পড়ে স্বাধীনভাবে পছন্দ করা কিংবা শ্রমবাজার ও কর্মপরিবেশে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য উন্মুক্ত, গ্রহণীয় এবং সুগম কাজ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগের অধিকার। আইন প্রণয়নসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতা বরণকারীদের জন্য কাজ করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে। এর সাথে আছে :

(ক) কর্মে নিযুক্তির শর্তাবলী, নিয়োগ ও কর্মসংস্থান, চাকুরীর চলমানতা, পেশাগত উন্নতি এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশসহ সকল ধরনের কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধিত্বের ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ করবে;

(খ) সমসুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং ক্ষোভ প্রশমনসহ কাজে ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ পেতে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষা করবে;

(গ) অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চা নিশ্চিত করবে;

(ঘ) সাধারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ, কর্মনিযুক্তি পরিষেবা এবং বৃত্তিমূলক ও চলমান প্রশিক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সক্ষম করে তুলবে;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পেশাগত উন্নতি সাধন করবে। সেই সাথে চাকুরী খোঁজা, পাওয়া, চালিয়ে যাওয়া এবং পুনঃনিযুক্তিতে সহায়তা দেবে।

(চ) আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসায় উদ্যোগ, সমবায় গঠন এবং কারো নিজস্ব ব্যবসায় চালু করবার সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ঘটাবে;

(ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সরকারি চাকুরী খাতে নিয়োগ দান করবে;

(জ) ইতিবাচক কর্মসূচি, উৎসাহ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাসহ যথাযথ নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;

(ঝ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন নিশ্চিত করবে;

(ঞ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত শ্রমবাজারে কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন উৎসাহিত করবে;

(ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বৃত্তিমূলক ও পেশাগত পুনর্বাসন, কর্মে ধরে রাখা এবং পুনরায় কাজে যোগ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচিকে উৎসাহিত করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষ নিশ্চিত করবে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয় এবং অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তারা জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে সুরক্ষিত।

অনুচ্ছেদ ২৮

সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা

১. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের নিজেদের ও তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এবং জীবনযাপনের

সন্তোষজনক মান ও ক্রমাগত উন্নয়নের স্বীকৃতি দেবে। রাষ্ট্রপক্ষ এই সকল অধিকার অর্জনে সহায়তা দেবে এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় তার জন্য রক্ষকবচ তৈরি করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সামাজিক সুরক্ষা এবং তা উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় সে অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। সে জন্য এই সকল অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, যার মধ্যে রয়েছে :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সুপেয় পানীয় জলের পরিষেবা পাবার সমানাধিকার এবং যথাযথ ও সাধ্য অনুযায়ী পরিষেবা, উপকরণ ও প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য দূরীকরণমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সুপরামর্শ, আর্থিক সহায়তা, বিশ্রাম সেবাসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধিতা-বরাদ্দে অধিকার নিশ্চিত করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য গণআবাসন কর্মসূচির সুবিধা নিশ্চিত করা;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ও কর্মসূচিতে সমঅধিকার নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ ২৯

রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ

রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক অধিকার ও অপরাপর ব্যক্তির মতোই সমতার ভিত্তিতে তা উপভোগের সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং :

(অ). নিশ্চিত করবে যে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সরাসারি কিংবা অবাধে বেছে নেয়া প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ কার্যকর ও পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হবার অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ে মধ্যে রাষ্ট্র :

(ক) নিশ্চিত করবে ভোট প্রদানের পদ্ধতি, সুবিধাদি এবং উপকরণাদি যথোপযুক্ত, বাধাহীন, বোধ্যগম্য ও অনায়াসে ব্যবহার উপযোগী;

(খ) কোনো রূপ বাধাবিঘ্ন ছাড়াই নির্বাচন ও গণভোটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবার এবং নির্বাচনে অংশ নেবার অধিকার, কার্যকরভাবে দপ্তর পরিচালনা এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সে অনুযায়ী সহায়ক ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করবে;

(গ) নির্বাচক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবাধে মতামতের প্রকাশ এবং এ লক্ষ্যে যেখানে প্রয়োজন তাদের অনুরোধে, তাদের নিজেদের পছন্দের কাউকে সহায়তার জন্য সাথে নিয়ে ভোট প্রদানে অনুমতির নিশ্চয়তা প্রদান করবে;

(আ) সক্রিয়ভাবে একটি পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বৈষম্যহীনভাবে এবং অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে জনজীবনে কার্যকর ও পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জনজীবনে তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে। এর মধ্যে রয়েছে :

(ক) বেসরকারি সংগঠন এবং দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনে এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড ও তা পরিচালনায় অংশগ্রহণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠন তৈরি ও তাতে যোগদান।

অনুচ্ছেদ ৩০

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

১. রাষ্ট্রপক্ষ অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ :

অ. তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত সাংস্কৃতিক উপকরণ পায় ও তা উপভোগ করতে পারে।

আ. তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপভোগ করতে পারে;

ই. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা পরিষেবার স্থান, যেমন মঞ্চনাটক, জাদুঘর, চলচ্চিত্র, গ্রন্থাগার ও পর্যটন পরিষেবা এবং যতটা সম্ভব স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানে সহজে যেতে এবং তা উপভোগ করতে পারে।

২. শুধু ব্যক্তিগত উপকারের জন্য নয়; সার্বিক সমাজিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে, যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার উন্নয়ন ও তা ব্যবহারের সুযোগ পায়।

৩. রাষ্ট্রপক্ষ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুতসই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে, যে সকল আইন মেধাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষা করছে, তা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক উপকরণে ব্যবহার ও উপভোগে কেনো রূপ অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে ইশারা ভাষা ও ইশারা ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতিসহ তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতির স্বীকৃতি দিতে হবে;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণে সক্ষম করে তুলতে রাষ্ট্রপক্ষ নিম্নলিখিত লাগসই ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে :

(ক) মূলধারার খেলাধুলার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-উপযোগী খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন, উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ করবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সঠিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ বরাদ্দ উৎসাহিত করবে;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের খেলাধুলা, বিনোদন ও পর্যটনস্থলে বিনা বাধায় প্রবেশ ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

(ঘ) অন্যান্য শিশুর মতোই প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুলভিত্তিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডসহ সাধারণ খেলাধুলা, বিনোদন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংগঠনের পরিষেবা প্রাপ্তি ও উপভোগ নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৩১

পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহ

এই সনদ কার্যকর করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রপক্ষ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিসংখ্যানগত ও গবেষণালব্ধ উপাত্তসহ যথাযথ তথ্য সংগ্রহে কাজ করবে। এই তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একান্ত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য উপাত্ত সুরক্ষা আইনসহ আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকবচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;

(খ) পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও ব্যবহার মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও নৈতিক মূলনীতি সুরক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

১. এই ধারা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং এই সনদের অধীনে রাষ্ট্রপক্ষের বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন মূল্যায়নে সহায়তা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়, তা চিহ্নিত ও মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে;

২. রাষ্ট্রপক্ষ এই সকল পরিসংখ্যান প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যদের জন্য তার প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৩২

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১. রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টার সমর্থনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়ন ও বিকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষসমূহ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠন ও সুশীল সমাজ, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই পদক্ষেপসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে :

(ক) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সংশ্লিষ্ট করে এবং তাদের জন্য এর সুফল নিশ্চিত করে;

(খ) তথ্য, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের বিনিময়সহ যেন সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা ও সমর্থন দান করে;

(গ) গবেষণা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের প্রাপ্তি ও ব্যবহারে সহযোগিতা যেন উৎসাহিত করে;

(ঘ) সহজলভ্য ও ব্যবহার উপযোগী সহায়ক প্রযুক্তিসমূহের বিনিময় এবং উপভোগ উৎসাহিতসহ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে যেন যথাযথ কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে;

২. এই ধারার বিধানসমূহ এই সনদের অধীনে প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষের নিজ নিজ বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনো রূপ অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে না।

অনুচ্ছেদ ৩৩

জাতীয় বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১. রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদ বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয় তদারকির জন্য সরকারের নিজস্ব সাংগঠনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এক বা একাধিক ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে। বিভিন্ন খাত ও পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পাদনে সরকারের মধ্যে একটি সমন্বয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেবে;

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ তাদের আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই সনদ বাস্তবায়নে উৎসাহদান, সুরক্ষা ও পরিবীক্ষণ করতে যথোপযুক্ত এক বা একাধিক স্বাধীন ব্যবস্থাসহ একটি কর্মকাঠামো সক্রিয়, শক্তিশালী, নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করবে। এ ধরনের ব্যবস্থা নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠার সময় রাষ্ট্রপক্ষ মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা ও কার্যকারিতা-সংশ্লিষ্ট মৌলনীতিসমূহ বিবেচনায় আনবে।

৩. সুশীল সমাজ, বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে ও পূর্ণ অংশগ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে (পরবর্তীকালে এটি 'কমিটি' হিসেবে নির্দেশিত হবে), যেটি এই ধারায় প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে।

২. এই সনদ বলবৎ হবার সময় ১২ জন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে। সনদে অতিরিক্ত ষাটটি অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদনের পর আরো ছয়টি সদস্যপদ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১৮ সদস্য-বিশিষ্ট কমিটির গঠন করা হবে।

৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের নিজ দায়িত্বে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তারা সুউচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন হবেন। এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে তারা স্বীকৃত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। প্রার্থী মনোনয়নে রাষ্ট্রপক্ষকে এই সনদের ধারা ৪.৩ অনুবিধি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৪. কমিটির সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সমানুপাতিক ভৌগোলিক বণ্টন, বিভিন্ন ধরনের সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব ও প্রধান আইন ব্যবস্থাসমূহ, ভারসাম্য লিঙ্গীয় প্রতিনিধিত্ব এবং অভিজ্ঞ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনা হবে।

৫. রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সম্মেলনের সভায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের নাগরিকদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন। ওই সকল সভায় রাষ্ট্রপক্ষসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং ভোটদাতা রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কমিটির জন্য নির্বাচিত হবেন।

৬. এই সনদ বলবৎ হবার তারিখের ছয় মাস পার হবার আগেই প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি নির্বাচনের ন্যূনতম চার মাস পূর্বে জাতিসংঘ মহাসচিব রাষ্ট্রপক্ষসমূহকে চিঠির মাধ্যমে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন জমা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। মহাসচিব এর পর এভাবে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের নাম মনোনয়ন দানকারী রাষ্ট্রপক্ষসমূহের নাম উল্লেখপূর্বক বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাবদ্ধ করবেন এবং এই সনদের রাষ্ট্রপক্ষসমূহের নিকট পেশ করবেন।

৭. কমিটির সদস্যবৃন্দ চার বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। তারা কেবল একবার পুনর্নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে ছয় জন সদস্যের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হবার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পরই ছয় সদস্যের নাম সভার সভাপ্রধান কর্তৃক এই ধারার অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হবে।

৮. কমিটির ছয় জন অতিরিক্তি সদস্যের নির্বাচন এই ধারার সংশ্লিষ্ট অনুবিধি অনুসারে নিয়মিত নির্বাচনের সময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

৯. যদি কমিটির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করেন বা পদত্যাগ করেন কিংবা অন্য কোনো কারণে তিনি আর তার কর্তব্য পালনে সক্ষম না হন, সে ক্ষেত্রে তার মনোনয়ন দেয়া রাষ্ট্রপক্ষ তার স্থলে এই ধারার অনুবিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী মেনে সংশ্লিষ্ট মেয়াদের বাকি সময় কাজ করতে আরেকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. কমিটি এর কর্মপরিচালনা পদ্ধতির বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করবে।

১১. জাতিসংঘ মহাসচিব প্রারম্ভিক সভা আহ্বান করবেন এবং এই সনদের অন্তর্গত কমিটির কার্যকর কর্মপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও সুবিধাদি প্রদান করবেন।

১২. সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের শর্তাবলীর ভিত্তিতে এবং কমিটির দায়িত্বের গুরুত্ব বিবেচনায় জাতিসংঘের সম্পদ থেকে ভাতা গ্রহণ করবেন।

১৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ জাতিসংঘের সুবিধাভোগ ও দায়মুক্তি সনদের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত জাতিসংঘের মিশনের বিশেষজ্ঞবৃন্দের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা ও দায়মুক্তির সুযোগ পাবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৫

রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতিবেদন

১. প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদ বলবৎ হবার দুই বছরের মধ্যে এই সনদের অধীনে তার বাধ্যবাধকতা কার্যকর করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষ সেই পরিপ্রেক্ষিতে অর্জিত অগ্রগতি উল্লেখপূর্বক জাতিসংঘ মহাসচিবের মাধ্যমে কমিটির নিকট একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পরবর্তীকালে ন্যূনতম প্রতি চার বছরে একটি এবং কমিটির অনুরোধে যে কোনো সময় সনদ-বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করবে।

৩. কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ্য বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪. কোনো রাষ্ট্রপক্ষ কমিটির নিকট প্রাথমিক বিশদ প্রতিবেদন পেশ করে থাকলে তাকে পরবর্তী প্রতিবেদনে পূর্বে উল্লিখিত তথ্যাবলী পুনরায় উল্লেখ করতে হবে না। কমিটির কাছে পেশ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষসমূহ একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই সনদের ৪.৩ ধারায় নির্ধারিত অনুবিধির যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

৫. প্রতিবেদনে এই সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৬

প্রতিবেদন বিবেচনা

১. কমিটি প্রতিটি প্রতিবেদনই বিবেচনায় আনবে। কমিটি তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী প্রতিবেদনের উপর নির্দেশনা ও সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করে সেগুলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষকে প্রেরণ করবে। রাষ্ট্রপক্ষ পছন্দসই যে কোনো তথ্য যোগ করে কমিটির কাছে উত্তর পাঠাতে পারবে। কমিটি এর পরও রাষ্ট্রপক্ষের কাছ থেকে এই সনদ বাস্তবায়নের সাথে প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য জানতে চেয়ে অনুরোধ করতে পারবে।

২. যদি কোনো রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবেদন পেশ করায় লক্ষণীয় রূপে বিলম্ব করে, তাহলে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষকে এই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে নোটিশ পাঠাবে। নোটিশ দেবার তিন মাসের ভেতর প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপক্ষকে এ রূপ পর্যালোচনা করতে অনুরোধ করবে। এর জবাবে রাষ্ট্রপক্ষ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করলে সে ক্ষেত্রে এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ প্রযোজ্য হবে।

৩. জাতিসংঘ মহাসচিব সকল রাষ্ট্রপক্ষের কাছে প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ করবেন।

৪. রাষ্ট্রপক্ষসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ নিজ দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করবে এবং এই সকল প্রতিবেদনের পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশমালা জানতে জনগণকে উৎসাহিত করবে।

৫. কমিটি কারিগরি পরামর্শ বা সহায়তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও সুপারিশসহ রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতিবেদনসমূহ বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘের তহবিল ও কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৭

কমিটি ও রাষ্ট্রপক্ষসমূহের আন্তঃসহযোগিতা

১. প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ কমিটিকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে এবং এর কমিটির সদস্যবর্গকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

২. রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে কমিটি এই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহায়তাসহ বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৮

অন্যান্য অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিটির সম্পর্ক

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন তদারকি এবং সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করতে :

অ. বিশেষায়িত সংস্থা ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। কমিটি তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী, বিশেষায়িত সংস্থা ও অন্যান্য সুদক্ষ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানকে ঐসব সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। কমিটি বিশেষায়িত সংস্থা এবং জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে তাদের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট এই সনদেও বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করতেও অনুরোধ করতে পারবে।

ই. কমিটি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাসঙ্গিক অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করবে। এই পরামর্শের লক্ষ্য হবে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন নির্দেশিকা, পরামর্শ এবং সাধারণ সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও পুনরাবৃত্তি পরিহার করা।

অনুচ্ছেদ ৩৯

কমিটির প্রতিবেদন

কমিটি দুই বছর অন্তর এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করবে। সেই সাথে কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের পেশকৃত প্রতিবেদন ও তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ কিংবা সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কমিটির প্রতিবেদনে এরূপ পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো মন্তব্য থাকলে তাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪০

রাষ্ট্রপক্ষের সম্মেলন

১. রাষ্ট্রপক্ষ এই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় বিবেচনার জন্য নিয়মিত রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করবে ।

২. এই সনদ বলবৎ হবার ছয় মাস অতিবাহিত হবার পূর্বেই জাতিসংঘ মহাসচিব রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সম্মেলন আহ্বান করবেন। পরবর্তী সভাসমূহ জাতিসংঘ মহাসচিব দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে কিংবা রাষ্ট্রপক্ষসমূহের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আহ্বান করবেন।

অনুচ্ছেদ ৪১

আমানতকারী

জাতিসংঘ মহাসচিব এই সনদের আমানতকারী হবেন।

অনুচ্ছেদ ৪২

স্বাক্ষর

এই সনদ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সংহতি সংগঠন কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ থেকে উন্মুক্ত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪৩

সম্মতির বাধ্যবাধকতা

এই সনদ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের অনুস্বাক্ষর এবং স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর করবে। স্বাক্ষর করেনি এমন রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার বিবেচনার জন্য এই সনদ উন্মুক্ত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪৪

আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা

১. 'আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা' বলতে বুঝাবে কোনো একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই সনদের আওতাভুক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ-নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপ্তি/মাত্রা ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে আমানতকারীকে অবহিত করবে।

২. এই সনদে 'রাষ্ট্রপক্ষসমূহ'র জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরনের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে। তবে তা হবে তাদের পারদর্শিতার সীমার মধ্যে।

৩. অনুচ্ছেদ ৪৫-এর দফা ১ এবং অনুচ্ছেদ ৪৭-এর দফা ২ ও ৩-এর অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোনো আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোনো আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না।

৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা তাদের পারদর্শিতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে রাষ্ট্রপক্ষের সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই সনদ স্বাক্ষরকারী তাদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। কোনো সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরনের সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা বিপরীতক্রমে, কোনো আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোনো সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

অনুচ্ছেদ ৪৫

কার্যকারিতা

১. এই সনদ ২০তম অনুসাক্ষর লাভ করবার দিন থেকে পরবর্তী ৩০তম দিবসে কার্যকর হবে।

২. সনদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার অনুসাক্ষর, আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ কিংবা সম্মতি জ্ঞাপনের পরে এ ধরনের সর্বমোট ২০টি সমর্থন অর্জন হলে, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি জ্ঞাপনের দিন থেকে পরবর্তী ৩০তম দিবসে সনদটি কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৬

আপত্তি

১. এই সনদের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আপত্তি অনুমতি পাবে না।

২. আপত্তি যে কোনো সময় প্রত্যাহার করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৪৭

সংশোধনী

১. যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট এই সনদের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যে কোনো প্রস্তাবিত সংশোধনী সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না, তা জানতে চাইবেন। এ ধরনের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এ সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোনো সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল সদস্য রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য পেশ করা হবে।

২. এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোনো সংশোধনী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ৩০তম দিবসে কার্যকর হবে। অতঃপর, যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ৩০তম দিবসে

সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোনো সংশোধনী কেবল সেই সকল রাষ্ট্রপক্ষের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে।

৩. এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোনো সংশোধনী, যা একান্তভাবে ধারা ৩৪, ৩৮, ৩৯ ও ৪০-এর সাথে সম্পর্কিত, দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরে ৩০তম দিবসে কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৮

সমালোচনা ও ভিন্নমত পোষণ

জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র এই সনদের সমালোচনা ও এ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারবে। সমালোচনামূলক ভিন্নমত মহাসচিব কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৯

সহজে ব্যবহার উপযোগী প্রকরণ/ফরম্যাট

এই সনদ সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ ফরম্যাট/প্রকরণের মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৫০

প্রামাণ্য পাঠ

এই সনদের আরবী, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামাণ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই সনদে স্বাক্ষর করলেন।

সংযুক্তি – ০২

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
(২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন)
[০৯ অক্টোবর, ২০১৩]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল সমঅধিকার, মানবসত্তার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হইয়াছে; এবং যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং

যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।

(১) এই আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের

(ক) ধারা ৩১ ও ৩৬ ব্যতীত অবশিষ্ট ধারা ও তফসিল অবিলম্বে কার্যকর হইবে; এবং

(খ) ধারা ৩১ ও ৩৬, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) '**উপজেলা কমিটি**' অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি;

(২) '**একীভূত শিক্ষা**' অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একই সঙ্গে অধ্যয়ন;

(৩) '**কমিটি**' অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমতো, জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি বা কোনো জেলা কমিটি বা কোনো উপজেলা কমিটি বা কোনো শহর কমিটি;

(৪) '**জাতীয় নির্বাহী কমিটি**' অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি;

(৫) '**জাতীয় সমন্বয় কমিটি**' অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি;

(৬) '**জেলা কমিটি**' অর্থ ধারা ২১ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি;

(৭) '**তফসিল**' অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৮) '**নির্ধারিত**' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৯) '**প্রতিবন্ধিতা**' অর্থ যে কোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন;

(১০) '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি;

(১১) '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার**' অর্থ ধারা ১৬ তে উল্লিখিত এক বা একাধিক যে কোনো অধিকার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলে উল্লিখিত অন্য কোনো অধিকার, মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার;

(১২) '**প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন**' অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ স্বয়ং বা যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিজেদের অধিকারের কথা প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহাদের পক্ষে তাহাদের মাতা-পিতা বা বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক তাহাদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষার জন্য গঠিত ও পরিচালিত কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান;

(১৩) **'প্রবেশগম্যতা'** অর্থ ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, যোগাযোগ, তথ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যদের মতো প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তির অধিকার;

(১৪) **'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা (reasonable accommodation)'** অর্থ প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যাহা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;

(১৫) **'ফৌজদারী কার্যবিধি'** অর্থ Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act No. V of 1898);

(১৬) **'বাংলা ইশারা ভাষা'** অর্থ শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রণীত বাংলা ইশারা ভাষা, যাহা তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হইতে উৎসারিত এবং অন্যান্য ভাষার মতোই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল;

(১৭) **'বিচারগম্যতা** (Access to justice)**'** অর্থ সকল আইনী কার্যধারায়, যেমন : অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, সাক্ষ্য প্রদান, তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পদ্ধতিগত ও বয়স উপযোগী সুবিধাসহ সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকার;

(১৮) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি;

(১৯) **'বিশেষ শিক্ষা'** অর্থ প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোনো আবাসিক বা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, যাহা মূলধারার শিক্ষার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যেখানে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান;

(২০) **'বৈষম্য'** অর্থ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় অন্যায্য আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড উক্ত অন্যায্য আচরণের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা;

(খ) পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী হিসাবে প্রাপ্য কোনো সুযোগ বা সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃতি বা কম সুযোগ-সুবিধা প্রদান; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকাণ্ড;

(২১) **'ব্রেইল (Braille)'** অর্থ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট বর্ণমালা;

(২২) **'শহর কমিটি'** অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি;

(২৩) **'শহর এলাকা'** অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা ক্ষেত্রমতো পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোনো শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকা;

(২৪) **'সচিব'** অর্থে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(২৫) **'সমন্বিত শিক্ষা'** অর্থ মূলধারার বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপযোগী বিশেষ ব্যবস্থাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা;

(২৬) **'সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন'** অর্থ সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তাহাকে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে না রাখিয়া সমাজের মধ্যেই তাহার উন্নয়ন প্রয়াস;

(২৭) **'সুরক্ষা'** অর্থ, সার্বিক অর্থকে সীমিত না করিয়া তফসিলে উল্লিখিত কোনো কর্মকাণ্ড;

(২৮) **'সমান আইনী স্বীকৃতি (equal recognition before the law)'** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সর্বত্রই ব্যক্তি হিসাবে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান আইনী কর্তৃত্ব (legal capacity) ভোগ;

(২৯) **'স্ব-সহায়ক সংগঠন'** অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহাদের পরিবারের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষায় গঠিত ও পরিচালিত কোনো সংগঠন।

৩। **প্রতিবন্ধিতার ধরন**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত, ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা এবং প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায় প্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ। যথা :

(ক) অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (Autism or autism spectrum disorders);

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability);

(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability);

(ঘ) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (visual disability);
(ঙ) বাকপ্রতিবন্ধিতা (speech disability);
(চ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা (intellectual disability);
(ছ) শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা (hearing disability);
(জ) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindness);
(ঝ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy);
(ঞ) ডাউন সিনড্রোম (Down szndrome);
(ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability); এবং
(ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability)।

৪। **অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস** (Autism or autism spectrum desorders)
যাহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের মধ্যে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে এবং দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) তে বর্ণিত লক্ষণসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, তাহারা '**অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যথা :

(ক) মৌখিক বা অমৌখিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতা;
(খ) সামাজিক ও পারস্পরিক আচার-আচরণ, ভাব বিনিময় ও কল্পনাযুক্ত কাজ-কর্মের সীমাবদ্ধতা;
(গ) একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি;
(ঘ) শ্রবণ, দর্শন, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, ব্যথা, ভারসাম্য ও চলনে অন্যদের তুলনায় বেশি বা কম সংবেদনশীলতা;
(ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধিতা বা খিঁচুনি;
(চ) এক বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা এবং একই ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের অসমতা;
(ছ) চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা (eye contact);
(জ) অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা, অসঙ্গতিপূর্ণ হাসি-কান্না;
(ঝ) অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি;
(ঞ) একই রুটিনে চলার প্রচণ্ড প্রবণতা; এবং
(ট) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে গেজেট নোটিফিকেশনের দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য।

[ব্যাখ্যা : অটিজম মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের এই রূপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা, যাহা শিশুর জন্মের এক বৎসর ছয় মাস হইতে তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না এবং তাহাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এই ধরনের ব্যক্তি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।]

৫। **শারীরিক প্রতিবন্ধিতা** (physical disability) : নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি '**শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি**' বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যথা :

(ক) একটি বা উভয় হাত বা পা না থাকা; বা
(খ) কোনো হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ অথবা গঠনগত এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্ম বা সাধারণ চলন বা ব্যবহার ক্ষমতা আংশিক বা পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়; বা
(গ) স্নায়বিক অসুবিধার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য না থাকা।

৬। **মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা** (mental illness leading disability) : সিজোফ্রেনিয়া বা অনুরূপ ধরনের কোনো মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, যেমন ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, পাস্ট ট্রমাটিক স্ট্রস, দুশ্চিন্তা বা ফোবিয়াজনিত কোনো মানসিক সমস্যা, যাহার কারণে কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন বাধাগ্রস্ত হয়, তিনি 'মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৭। **দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা** (visual disability) : নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহর মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি 'দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যথা :

(ক) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা (blindness):

(অ) উভয় চোখে একেবারেই দেখিতে না পারা; বা

(আ) যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (visual acuity) ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর কম; বা

(ই) দৃষ্টিক্ষেত্র (visual field) ২০ ডিগ্রি বা উহার চাইতে কম;

(খ) আংশিক দৃষ্টিহীনতা (partial blindness), যথা:- এক চোখে একেবারেই দেখিতে না পারা;

(গ) ক্ষীণদৃষ্টি (low vision):

(অ) উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখিতে পারা; বা

(আ) যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা (visual acuity) ৬/১৮ বা ২০/৬০ এবং ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর মধ্যে; বা

(ই) দৃষ্টিক্ষেত্র (visual field) ২০ ডিগ্রির মধ্যে।

৮। **বাকপ্রতিবন্ধিতা** (speech disability) : নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি 'বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যথা :

(ক) একেবারেই কথা বলিতে না পারা;

(খ) সাধারণ কথোপকথনে প্রয়োজনীয় শব্দ সাজাইয়া এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা; বা

(গ) কণ্ঠনালী ও গলার স্বর বা বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা, জন্মগত ত্রুটি, ক্ষতিগ্রস্ততা বা সীমাবদ্ধতার কারণে শব্দ তৈরি ও উচ্চারণে সমস্যা; বা

(ঘ) বাক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা, ত্রুটি বা ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে বাধাহীনভাবে কথা বলায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- তোতলামো।

৯। **বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা** (intellectual disability) : নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি 'বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যথা :

(ক) বয়স উপযোগী কার্যকলাপে তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা; বা

(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপে সীমাবদ্ধতা, যেমন- কার্যকারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ বা সমস্যা সমাধান; বা

(গ) দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা, যেমন- যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেওয়া, সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, লেখাপড়া ইত্যাদি; বা

(ঘ) বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কমন।

১০। **শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা** (hearing disability) **:**

(১) শব্দের তীব্রতা ৬০ ডেসিবল-এর নিম্নে হইলে শুনিতে না পাওয়া ব্যক্তি 'শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) শ্রবণপ্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ। যথা :

(ক) সম্পূর্ণ শ্রবণহীনতা (complete deafness) : উভয় কানে একেবারেই শুনিতে না পারা; বা

(খ) আংশিক শ্রবণহীনতা (partial deafness): এক কানে একেবারেই শুনিতে না পারা; বা

(গ) ক্ষীণ শ্রবণ (hard of hearing): উভয় কানে আংশিক বা কম শুনিতে পারা বা কখনো কখনো শুনিতে না পারা।

১১। **শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা** (deaf-blindness) :

(১) কোনো ব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির আংশিক বা পূর্ণ সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে এবং উহার ফলে যোগাযোগ, বিকাশ এবং শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হইলে তিনি 'শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতার ধরনসমূহ হইবে নিম্নরূপ। যথা :

(ক) মাঝারি হইতে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা;

(খ) মাঝারি হইতে গুরুতর মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, উল্লেখযোগ্য মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও অন্য কোন প্রতিবন্ধিতা;

(গ) দৃষ্টি এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়গত প্রক্রিয়ায় সমস্যা; এবং

(ঘ) দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ততার ক্রমাবনতি।

১২। **সেরিব্রাল পালসি** (cerebral palsy) :

(১) অপরিণত মস্তিষ্কে কোনো আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির-

(ক) সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতা, যাহা দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে;

(খ) এই রূপ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ পরবর্তীকালে হ্রাস বা বৃদ্ধি না হয়; এবং

(গ) উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়,

তাহা হইলে তিনি 'সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ। যথা :

(ক) পেশী খুব শক্ত বা শিথিল থাকা;

(খ) হাত বা পায়ের সাধারণ নাড়াচড়ায় অসামঞ্জস্যতা বা সীমাবদ্ধতা;

(গ) স্বাভাবিক চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা বা ভারসাম্য কম থাকা;

(ঘ) দৃষ্টি, শ্রবণ, বুদ্ধিগত বা সর্বক্ষেত্রে কম বা বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ততা;

(ঙ) আচরণগত সীমাবদ্ধতা;

(চ) যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা; বা

(ছ) এক হাত বা দুই হাত অথবা এক পা বা দুই পা অথবা এক পাশের হাত ও পা বা উভয় পাশের হাত ও পা আক্রান্ত হওয়া।

১৩। **ডাউন সিনড্রোম** (drown syndrome) :কোনো ব্যক্তির মধ্যে বংশানুগতিক (genetic) কোনো সমস্যা, যাহা ২১তম ক্রমোসোম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রমোসোমের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাহার মধ্যে মৃদু হইতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিকতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়েড মুখাকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তিনি 'ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৪। **বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা** (multiple disability) : কোনো ব্যক্তির মধ্যে ধারা ৪ হইতে ১২ তে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতার মধ্যে একাধিক ধরনের প্রতিবন্ধিতা পরিলক্ষিত হইলে তিনি 'বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৫। **অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা** (other disability) : কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি ধারা ৪ হইতে ১৩ তে উল্লিখিত প্রতিবন্ধিতা ব্যতীত এই রূপ অন্য কোনো অস্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, যাহা তাহার স্বাভাবিক জীবন-যাপন, বিকাশ ও চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করিলে উক্ত ব্যক্তিও এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৬। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার।**

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলের বিধিবিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত অধিকার থাকিবে। যথা :

(ক) পূর্ণ মাত্রায় বাঁচিয়া থাকা ও বিকশিত হওয়া;

(খ) সর্বক্ষেত্রে সমান আইনী স্বীকৃতি এবং বিচারগম্যতা;

(গ) উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি;

(ঘ) স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মতপ্রকাশ এবং তথ্যপ্রাপ্তি;

(ঙ) মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক, সন্তান বা পরিবারের সহিত সমাজে বসবাস, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠন;

(চ) প্রবেশগম্যতা;

(ছ) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী পূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ;

(জ) শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে, একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ;

(ঝ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি;

(ঞ) কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকিবার, অন্যথায় যথাযথ পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি;

(ট) নিপীড়ন হইতে সুরক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধাপ্রাপ্তি;

(ঠ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, সর্বাধিক মানের স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি;

(ড) শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা' (reasonable accommodation) প্রাপ্তি;

(ঢ) শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষ্যে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুধিবাপ্রাপ্তি;

(ণ) মাতা-পিতা বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাতা-পিতা বা পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বা তাহার আবাসন ও ভরণ-পোষণের যথাযথ সংস্থান না হইলে যথাসম্ভব নিরাপদ আবাসন ও পুনর্বাসন;

(ত) সংস্কৃতি, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;

(থ) শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যথাসম্ভব বাংলা ইশারা ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসাবে গ্রহণ;

(দ) ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা;

(ধ) স্ব-সহায়ক সংগঠন ও কল্যাণমূলক সংঘ বা সমিতি গঠন ও পরিচালনা;

(ন) জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ; এবং

(প) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো অধিকার।

(২) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তপক্ষ বা সংস্থা কোনো প্রকারের বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না।

১৭। **জাতীয় সমন্বয় কমিটি**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে। যথা :

(ক) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) স্পিকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকারদলীয়, অন্যজন প্রধান বিরোধীদলীয় হইবেন;

(গ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;

(ট) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

(ঠ) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ড) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;

(ঢ) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;

(ণ) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(ত) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(থ) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(দ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(ধ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(ন) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন মহিলা এবং ৩ (তিন) জন পুরুষ প্রতিনিধি;

(প) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

১৮। **জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**। জাতীয় সমন্বয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ। যথা :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি-বিধানের উন্নয়ন সাধন এবং উহা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(গ) পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন বা কমিটিসমূহকে পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে সরকারকে যে কোনো সুপারিশ প্রদান; এবং

(চ) অনুরূপ অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পাদন।

১৯। **'জাতীয় নির্বাহী কমিটি'**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে। যথা :

(ক) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(গ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ণ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক

সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন মহিলা এবং ২ (দুই) জন পুরুষ প্রতিনিধি;

(ত) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

২০। **জাতীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**। জাতীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ। যথা :

(ক) সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি, নির্দেশনা ও পরামর্শ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন বা কমিটিসমূহকে পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান এবং উহাদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা;

(গ) কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং

(ঙ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন।

২১। **জেলা কমিটি**।

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে। যথা :

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

(গ) সিভিল সার্জন;

(ঘ) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঙ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী;

(ছ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী;

(জ) জেলা তথ্য কর্মকর্তা;

(ঝ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ঞ) জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সাধারণ সম্পাদক;

(ট) প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঠ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি;

(ড) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন (যদি থাকে) হইতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঢ) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) জাতীয় সংসদের স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সংসদ সদস্য উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জেলায় কোনো মহিলা সংসদ সদস্য থাকিলে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত মহিলা সংসদ সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

২২। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী** : জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ। যথা :

(ক) সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;

(গ) সকল উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন, কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান; এবং

(ঘ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন।

২৩। **উপজেলা কমিটি**। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে। যথা :

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;

(গ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলী;

(ঘ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ছ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(জ) উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি;

(ঝ) পৌরসভা (যদি থাকে) মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তি;

(ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন হইতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ঠ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(৩) উপজেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলার অন্তর্গত শহর এলাকা (যদি থাকে) ব্যতীত সমগ্র উপজেলার আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং যদি উপজেলার অন্তর্গত কোনো পৌরসভায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় না থাকে, তবে উপজেলা কমিটি উক্ত পৌরসভাতেও উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২৪। **শহর কমিটি**। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন শহর এলাকা বা এলাকাসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি' নামে এক বা (ক্ষেত্রমতো) একাধিক কমিটি গঠিত হইবে। যথা :

(ক) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমতো আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(গ) সিটি কর্পোরেশনের বা ক্ষেত্রমতো সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা ক্ষেত্রমতো থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল);

(ঙ) সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(চ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল);

(ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন (যদি থাকে) হইতে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমতো আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(জ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পৌরসভার আওতাধীন শহর এলাকায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে। যথা :

(ক) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেডিকেল অফিসার;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা থানা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমতো জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন (যদি থাকে) হইতে পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(ছ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত শহর কমিটি বা ক্ষেত্রমতো কমিটিসমূহ সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৪) কোনো সিটি কর্পোরেশনে একটি মাত্র ইউসিডি কার্যালয় থাকিলে উক্ত সিটি কর্পোরেশনে একটি শহর কমিটি গঠিত হইবে, যাহার সভাপতি হইবেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং যে ক্ষেত্রে কোনো সিটি কর্পোরেশনে একাধিক ইউসিডি কার্যালয় থাকিবে, সেই ক্ষেত্রে ইউসিডি কার্যালয়ের সংখ্যা অনুযায়ী শহর কমিটি গঠিত হইবে এবং, আঞ্চলিক কার্যালয় থাকিলে উহার সভাপতি হইবেন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক কার্যালয় না থাকিলে উহার সভাপতি হইবেন সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত শহর কমিটি, সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় উহার দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায়–

(ক) **'আঞ্চলিক কার্যালয়'** অর্থ সিটি কর্পোরেশনের যে অঞ্চলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয় অবস্থিত, সেই অঞ্চলের সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়;

(খ) **'আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা'** অর্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা;

(গ) **'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম'** বা 'ইউসিডি' অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিদ্যমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম; এবং

(ঘ) **'সিটি কর্পোরেশন'** অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সিটি কর্পোরেশন।]

২৫। **উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী**। উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ। যথা :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতি ও প্রদত্ত নির্দেশনা, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(খ) সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা শহর এলাকায় বাস্তবায়ন বা পরিবীক্ষণ;

(গ) উপজেলা ও শহর এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা কমিটির নিকট বৎসরে অন্তত একটি প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ঙ) উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত বা অর্জিত কোনো সম্পত্তি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দেখাশোনা করিতে অসমর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনগত অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনে উক্ত সম্পত্তির সুরক্ষাকল্পে কমিটি স্বয়ং বা তৎকর্তৃক যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, লভ্যাংশ বা মুনাফা (যদি থাকে) নিয়মিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে এবং কমিটিকে নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে উক্ত সম্পত্তির হালনাগাদ হিসাব ও সুরক্ষার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে

অবহিত করিতে হইবে।

(চ) এই আইন ও তাহার অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসরণে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান; এবং

(ছ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন।

২৬। **মনোনীত সদস্যের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, পদত্যাগ ইত্যাদি।**

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো কমিটিতে মনোনীত সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি–

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা উহা পরিত্যাগ করেন বা হারান; বা

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন; বা

(গ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং তাহার দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; বা

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা যে কোনো সময় সংশ্লিষ্ট মনোনয়ন বাতিলপূর্বক তদস্থলে নূতন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন :

আরও শর্ত থাকে যে, মনোনীত কোনো সদস্য যে কোনো সময় সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতির উদ্দেশে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের অধীন গঠিত যে কোনো কমিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায় 'মনোনীত সদস্য' বলিতে কমিটির কোনো মনোনীত সদস্যকে বুঝাইবে।]

২৭। **কমিটির সভা।**

(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন গঠিত কমিটিসমূহ উহাদের সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর জাতীয় সমন্বয় কমিটির অন্যূন দুইটি সভা, জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যূন তিনটি সভা, জেলা কমিটির অন্যূন চারটি সভা এবং উপজেলা বা শহর কমিটির অন্যূন ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কমিটিসমূহের সভা উহাদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো সদস্য বা এই রূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) কমিটির সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৬) কমিটির সভায় সাধারণভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, তবে কোনো বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৭) ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) কমিটি উহার সভার কোনো আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে কোনো বিশেষজ্ঞ বা ওয়াকেবহাল কোনো ব্যক্তিকে মতামত বা বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে। তবে উক্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তির কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৯) শুধু কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা সংশ্লিষ্ট কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালতে বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২৮। **উপকমিটি।–** জাতীয় সমন্বয় কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে উহার এক বা একাধিক সদস্য এবং অন্য কোনো ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৯। **সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।**

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারসমূহ যাহাতে তাহারা যথাযথ সহজ উপায়ে ভোগ করিতে পারে সেই লক্ষ্যে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতি ও প্রদত্ত নির্দেশনা ও অন্যান্য কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) সরকার তফসিলে উল্লিখিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমঅধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৩০। **দায়িত্ব অর্পণ।**–কমিটি উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য যেরূপ শর্ত আরোপ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তাধীনে উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী উহার কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৩১। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান।**–

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে উপজেলায় বা শহর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেই উপজেলার উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্রমতো সেই শহর এলাকার শহর কমিটির সভাপতির নিকট উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন, নির্ধারিত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যায়নপত্রসহ আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সহিত প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা ও যথার্থতা যাচাই করিয়া উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্রমতো শহর কমিটির নিকট উপযুক্ত বিবেচিত হইলে আবেদনকারীকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন করিবার এবং তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবার জন্য কমিটির সভাপতি সদস্য সচিবকে নির্দেশ প্রদান করিবেন অথবা উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কমিটি সংশ্লিষ্ট আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমতো তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনকে শুনানী প্রদান না করিয়া কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং আবেদন একান্তই প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে উহার কারণ বর্ণনা করিয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমতো তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে প্রত্যাখ্যানের কারণ অবহিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী জেলা কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(৪) সদস্য সচিব, উপ-ধারা (২) এর অধীন কমিটির সভাপতির নিকট হইতে নির্দেশনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একটি রেজিস্টারে আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করিয়া নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারীকে নিবন্ধনপূর্বক তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কি-না, তাহা প্রমাণের ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্রমতো শহর কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যায়নপত্র বিবেচনায় গ্রহণ করিবে।

(৬) এই ধারার অধীন ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র ব্যতীত কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ আইন বা অন্য কোনো আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত কোনো সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৭) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র ও ক্ষেত্রমতো ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র প্রদানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩২। **গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি।**

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন

দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সকল গণপরিবহনের মালিক বা কর্তৃপক্ষ তৎপরিবহনের মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ আসন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখিবেন।

(২) কোনো গণপরিবহনের মালিক বা কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে বা করা হইতে বিরত থাকিলে অথবা কোনো গণপরিবহনের চালক, সুপারভাইজার বা কন্ডাক্টর কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংরক্ষিত আসনে আসন গ্রহণ করিতে সহায়তা না করিলে বা আসন গ্রহণ করিতে বাধা সৃষ্টি করিলে কমিটি যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক উহার সত্যতা নিরূপণ করিয়া উক্ত পরিবহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায় 'গণপরিবহন' বলিতে স্থল, জল ও আকাশপথে ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহন করে এমন কোনো সাধারণ পরিবহনকে বুঝাইবে।]

৩৩। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভর্তি সংক্রান্ত বৈষম্যের প্রতিকার।**

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শুধু প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।

(২) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন ভর্তি সংক্রান্ত কোনো বৈষম্য করিলে বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) কমিটি, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে উক্ত অভিযোগ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভর্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

৩৪। **গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগমত্যা নিশ্চিতকরণ।**

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গণস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকল্পে Building Construction Act, ১৯৫২ (East Bengal Act II of ১৯৫৩) ও তাহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সর্বসাধারণ গমন করে এইরূপ বিদ্যমান সকল গণস্থাপনা এই আইন কার্যকর হইবার পর যথাশীঘ্র ও যতদূর সম্ভব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরোহণ, চলাচল ও ব্যবহার উপযোগী করিতে হইবে।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায় 'গণস্থাপনা' বলিতে সর্বসাধারণ গমন বা চলাচল করে এমন সকল সরকারি ও বেসরকারি ইমারত বা ভবন, পার্ক, স্টেশন, বন্দর, টার্মিনাল ও সড়ককে বুঝাইবে।]

৩৫। **প্রতিবন্ধিতার কারণে কর্মে নিযুক্ত না করা ইত্যাদি।**

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী উপযোগী কোনো কর্মে নিযুক্ত হইতে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বঞ্চিত বা তাহার প্রতি বৈষম্য করা বা তাহাকে বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।

(২) কোনো কর্ম কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগী কি-না– এই মর্মে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে উক্ত বিষয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং এতদ্বিষয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নির্দেশনা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬। **বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান।**

(১) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোনো প্রকারের বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কোনো প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিলে অথবা কোনো কার্যের দ্বারা কিংবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে অথবা এই আইনে উল্লিখিত

কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট আবেদন করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হইলে জেলা কমিটি প্রয়োজনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিষয়টি অনুসন্ধান এবং শুনানী গ্রহণ করিয়া তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত বৈষম্য দূর করার জন্য বা ক্ষেত্রমতো অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বৈষম্য দূর করা না হইলে বা ক্ষেত্রমতো অধিকার বাস্তবায়ন করা না হইলে জেলা কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত রূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নির্বাহী কমিটি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়– আপীলকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারে নাই, তাহা হইলে কমিটি স্বীয় বিবেচনায় উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) জাতীয় নির্বাহী কমিটি উপ-ধারা (৫) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিষয়টি শুনানী গ্রহণ করিয়া আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা তদ্বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপীলটি খারিজ করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রদত্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(৮) এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হইলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৯) এই আইনের অধীন পরিশোধযোগ্য কোনো ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, ১৯১৩ (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে এবং আদায়ান্তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে।

(১০) এই আইনের অধীন আরোপিত ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের সুবিধার্থে জাতীয় নির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(১১) এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা, অগ্রাহ্যতা বা অন্য কোনো কার্যের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার শিকার হন, সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৩৭। **অপরাধ ও দণ্ড**।

(১) কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রাপ্য হিস্যা হইতে বঞ্চিত করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি পাঠ্যপুস্তকসহ যে কোনো প্রকাশনা এবং গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নেতিবাচক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণা প্রদান বা নেতিবাচক শব্দের ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কোনো ব্যক্তি অসত্য বা ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত হইলে বা পরিচয়পত্র গ্রহণ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৬) কোনো ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে পরিচয়পত্র তৈরি করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হইবে এবং তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৮। **মামলা দায়ের, আমলযোগ্যতা ইত্যাদি।**

(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের জন্য সংক্ষুব্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং অথবা তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারযোগ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable), আপোষযোগ্য (compoundable) এবং জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

৩৯। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ**। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

৪০। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**- এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি প্রমাণ করিতে না পারেন– উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[ব্যাখ্যা : এই ধারায়-

(ক) 'কোম্পানি' বলিতে কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

৪১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪২। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ–** এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে উক্ত রূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৪৩। **আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ**। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।-

(১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১২ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত রহিত আইনের অধীন কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল

[ধারা ২ (৭) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম

১। শনাক্তকরণ (Detection):

(ক) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(খ) আদমশুমারিসহ দেশে পরিচালিত সকল শুমারি বা জরিপে প্রতিবন্ধিতাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্ত করা;

(গ) প্রতিবন্ধিতার শিকার হইতে পারে এমন শিশুকে শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি পৃথক তালিকা প্রণয়নসহ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণসহ ব্যবহার উপযোগী উপায়ে হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঙ) শনাক্তকরণের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা করা।

২। অবধায়ন ও পরিকল্পনা (Assessment & Planning) :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার কারণ, সমস্যা, সহায়ক সম্পদ ও সম্ভাবনা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা; এবং

(খ) প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনা করিয়া এই আইনের বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। স্বাস্থ্যসেবা (Health Services) :

(ক) প্রতিবন্ধী শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) শিশু, নারী, প্রবীণ ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন রহিয়াছে, এইরূপ প্রতিবন্ধী দুস্থ ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থাসহ ক্ষেত্রমতো চিকিৎসা খরচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান;

(ঘ) বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকসমূহে দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪। ভাষা ও যোগাযোগ (Language & Communication) :

(ক) চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনা করিয়া ক্ষেত্রমতো ইশারা ভাষা, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, চিত্রমাধ্যম, যোগাযোগ, কর্মসহায়ক ও কম্পিউটারভিত্তিক বহুমাত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরন ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা;

(খ) প্রমিত বাংলা ইশারা ভাষা প্রণয়ন ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(গ) হাসপাতাল, আদালত, থানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঘ) পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষী সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সুলভ মূল্যে অথবা বিনামূল্য দোভাষীর সেবাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

৫। প্রবেশগম্যতা (Accessibility) :

(ক) সরকারি, সংবিধিবদ্ধ ও বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা ও সেবাসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা ও যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা;

(খ) উপরি-উক্ত দফা (ক) এর অধীন নিম্নবর্ণিত সেবা ও সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যথা :

(অ) ভবন, যানবাহন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আদালত, পুলিশ স্টেশন, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র, সাইক্লোন শেল্টার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানস্থল, পরিষেবার স্থান, বিনোদন ও খেলাধুলার স্থান, দর্শনীয় স্থান, পার্ক, গ্রন্থাগার, গণশৌচাগার, আন্ডারপাস, ওভারব্রিজসহ জনগণের নিয়মিত যাতায়াতের

সকল স্থান ইত্যাদি;

(আ) তথ্য, যোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চিকিৎসাসেবা, ব্যাংকিং, বৈদ্যুতিক ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবা;

(গ) প্রকৌশল বিদ্যা পাঠক্রমে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা' প্রত্যয়টি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঘ) দেশীয় বিভিন্ন মুদ্রার পার্থক্য সহজে নির্ণয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

(ঙ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বইসমূহ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্য উপযোগীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬। **তথ্য বিনিময় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি** (Sharing Information and Information & Communication Technology) :

(ক) সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা কর্তৃক গণমাধ্যম, ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য ও সেবা, যথা : ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি, ভিডিও সাবসাইটেল ও অডিও ডেসক্রিপশন, স্ক্রিন রিডার, টেক্সট টু স্পিচ ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্তির নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এতদ্‌লক্ষ্যে তথ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা;

(খ) সর্বসাধারণের জন্য যে মূল্যে কনটেন্ট তৈরি করা হয়, প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবহার উপযোগী ই-টেক্সট, ব্রেইল, লার্জ প্রিন্ট, অডিওসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) সরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সর্বসাধারণের জন্য প্রদত্ত ই-সেবা প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যমকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহজ প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধীবান্ধব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রী উৎপাদন ও বিতরণ নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যথোপযুক্ত সফ্‌টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনে ইশারা ভাষায় সংবাদ, অনুষ্ঠানসমূহ সম্প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবেশগম্য যন্ত্রাংশ বা প্রযুক্তিসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতার আওতায় আনার ব্যবস্থা করা;

(জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঝ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার কেন্দ্রসমূহে, ক্ষেত্রমতো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঞ) সাবমেরিন কেবলের ব্যান্ডউইথ্ তথা ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সরকারি সহযোগিতা বা সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।

৭। **চলন** (Mobility) :

(ক) সময়মতো ও সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী, ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তার নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তৎলক্ষ্যে মানসম্মত চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব সহযোগিতার লভ্যতা নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) চলন সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলনের সম্ভাব্য সকল দিক বিবেচনা করিতে উৎসাহিত করা এবং তৎলক্ষ্যে গবেষণাকর্ম পরিচালনাসহ সহায়ক উপকরণাদি আমদানির উপর প্রযোজ্য শুল্ককর রেয়াতের ব্যবস্থা করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও কর্মরত সহায়ক কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চলনের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঘ) পরিচয়পত্র বহনকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাহার একজন সহযোগী সঙ্গীর জন্য বাস, ট্রেন, বিমান ও জলযানে রেয়াতি হারে ভাড়া নির্ধারণসহ বহনযোগ্য মালামাল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি এবং সকল প্রকার যানবাহনে

আসন সংরক্ষণের নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮। **সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন** (Habilitation & Rehabilitation) :

(ক) পরিবার বা সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা;

(খ) শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) ক্ষেত্রমতো যুক্তিসঙ্গত কারণে পারিবারিক পরিবেশে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষত মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পুনর্বাসন নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযোগীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম সেবামান (minimum standard of care) নির্ধারণ করা এবং পেশাদার সেবাদাতা (professional caregiver) তৈরির লক্ষ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে, সরকারি-বেসরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিবন্ধী শিশুর মাতা-পিতাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এলাকায় নিয়োগ-বদলির ব্যবস্থা করা।

৯। **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ** (Education & Training) :

(ক) স্বাভাবিক স্কুলগামী শিশু অপেক্ষা প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা শুরুর বয়স শিথিল করা;

(খ) যথাযথ শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত, বিতরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা'র (reasonable accommodation) ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রতিবন্ধিতার ধরন ও লিঙ্গ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা ও বৃত্তিমূক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা এবং বিদ্যমান কারিগরি-বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;

(ঙ) বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(চ) শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ) প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ হইবার পূর্ব পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষেত্রমতো শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন সহজে ও সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে যথাযথ শ্রুতিলেখকের সেবা পাইতে পারেন, তদুপলক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(জ) মেধার ভিত্তিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ন্যায্য ও কার্যকরভাবে কোটা সংরক্ষণ করা;

(ঝ) প্রতিবন্ধী শিশু, বিশেষত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মাতা-পিতা বা অভিভাবক, শিক্ষক এবং যত্নপ্রদায়কের প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঞ) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ট) প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনাপ্রসূত তাহাদের সক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক পাঠক্রম (curriculum) প্রণয়ন করা।

১০। **কর্মসংস্থান** (Employment) :

(ক) যথাযথ নীতিমালার আওতায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র শনাক্তকরণসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এই ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কর' রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থান, ব্যবসায় উদ্যোগ বা নিজস্ব ব্যবসা সক্রিয়ভাবে চালু করিবার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেবা কিংবা ঋণ প্রাপ্তিতে বৈষম্যহীন আচরণ, ক্ষেত্রমতো বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগসহ বাণিজ্যিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা;

(গ) সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার আলোকে সমবায় সমিতি গঠনে অগ্রাধিকার ও উৎসাহ প্রদান করা;

(ঘ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধার (reasonable accommodation) ব্যবস্থা করা;

(ঙ) সরকারের নীতিমালা সাপেক্ষে সরকারি-বেসরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণ এবং যথাযথ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং

(চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষুদ্র পুনরাবৃত্তিমূলক কিন্তু উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্ম নির্ধারণ করা এবং সেই মোতাবেক তাহাদেরকে কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

১১। **সামাজিক নিরাপত্তা** (Social Security) :

(ক) বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (social safety-net programme) ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিতে পর্যায়ক্রমে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া দুস্থ ও অসহায় প্রতিবন্ধী শিশু, প্রতিবন্ধী নারী এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা; এবং

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ বীমা কার্যক্রম চালুকরণে বীমা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।

১২। **নির্যাতন হইতে মুক্তি, বিচারগম্যতা ও আইনী সহায়তা** (Freedom from Violence, Access to Justice and Legal Aid) :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য কার্যকরভাবে সুবিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) ঘরে-বাইরে লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণসহ সকল ধরনের শোষণ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হইতে সুরক্ষার জন্য যথাযথ চিকিৎসাসহ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) নিরাপত্তা হেফাজতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপযোগী 'সেফ হোম'-এ রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(ঘ) নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এই ক্ষেত্রে ভাষাগত যোগাযোগের প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তাপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৩। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝুঁকিপূর্ণ ও জরুরি মানবিক অবস্থা** (Natural Disaster, Risk and Humanitarian Emergencies) :

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবিক জরুরি অবস্থা ও সংঘাতের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সতর্কমূলক তথ্য সম্প্রচার, উদ্ধার, আশ্রয়, ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগপরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা; এবং

(গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

১৪। **ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিনোদন** (Sports, Cultural Activities and Recreation) :

(ক) সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা, শারীরিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী দেশজ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং উক্ত কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(খ) প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী নাটক, মঞ্চনাটক, চলচ্চিত্র, শিক্ষামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, সংবাদ ইত্যাদি প্রস্তুত ও সম্প্রচারের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, ক্ষেত্রমতো জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) দেশে-বিদেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বা প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দল প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) ক্রীড়ার মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; এবং

(চ) বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসহ প্রতিবন্ধী ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

১৫। **সচেতনতা** (Awareness):

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে কার্যকর প্রচারাভিযান চালু ও অব্যাহত রাখা এবং এতদ্বিষয়ে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করা;

(খ) শৈশব হইতে সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়িয়া তুলিতে পাঠপুস্তকে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তিসহ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদানের স্বীকৃতিপ্রাপ্তিকে উৎসাহিত করা;

(ঘ) সরকারি-বেসরকারি গণমাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক যথাযথ ও মর্যাদাপূর্ণ শব্দ ও ধারণার ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ও সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৬। **সংগঠন** (Organization) :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নেতৃত্ব বিকাশের জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং উৎসাহ প্রদান করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান এবং সংগঠনসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা; এবং

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ও স্ব-সহায়ক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সংযুক্তি – ০৩

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৪, ২০১৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ২২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৪৪-আইন/ ২০১৫ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :

১। **শিরোনাম**।- এই বিধিমালা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়-

(১) 'আইন' অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন);

(২) 'উপজেলা কমিটি' অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি;

(৩) 'কমিটি' অর্থ আইনের অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমতো জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি;

(৪) 'জাতীয় নির্বাহী কমিটি' অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি;

(৫) 'জেলা কমিটি' অর্থ ধারা ২১ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি;

(৬) 'ধারা' অর্থ আইনের ধারা;

(৭) 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি;

(৮) 'ফরম' অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত ফরম;

(৯) 'শহর এলাকা' অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা ক্ষেত্রমতো পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোনো শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকা;

(১০) 'শহর কমিটি' অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি;

(১১) 'সদস্য সচিব' অর্থ উপজেলা কমিটির বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শহর কমিটির সভাপতি; এবং

(১২) 'সভাপতি' অর্থ উপজেলা কমিটির বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শহর কমিটির সভাপতি।

৩। **কমিটিসমূহ কর্তৃক প্রতিবেদন উপস্থাপন**। -(১) কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উহাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উক্ত কমিটিসমূহ নিম্নবর্ণিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন করিবে, যথা :

(ক) উপজেলা কমিটি ও শহর কমিটি কোনো বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ফরম-১ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী জেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে। যথা :

(অ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের সর্বশেষ অবস্থা;

(আ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(খ) জেলা কমিটি কোনো বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের অক্টোবর মাসে ফরম-২ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে। যথা :

(অ) অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(আ) উপজেলা কমিটি বা শহর কমিটি কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আপীল এবং তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ই) উপজেলা ও শহর কমিটিসমূহের প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ; এবং

(ঈ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(গ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি কোনো বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের নভেম্বর মাসে ফরম-৩ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে। যথা :

(অ) জেলা কমিটিসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ;

(আ) উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রতিপালন সম্পর্কিত সামগ্রিক তথ্য;

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিটিসমূহ উক্ত উপবিধিতে উল্লিখিত প্রতিবেদন ছাড়াও যে কোনো সময়, প্রয়োজনে, অন্য যে কোনো প্রতিবেদন উপস্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর কমিটিসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রথম প্রতিবেদনটি ভিত্তি প্রতিবেদন এবং পরবর্তী বৎসরের প্রতিবেদনসমূহ অগ্রগতি প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ইত্যাদি**। (১) ধারা ৩১ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে উপজেলায় বা শহর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সেই উপজেলার উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্রমতো সেই শহর এলাকার শহর কমিটির সভাপতির নিকট উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার মাতা-পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন ফরম-৪ পূরণ করিয়া উক্ত ফরমের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়নসহ আবেদনপত্র দাখিল করিবেন।

(২) উপজেলা কমিটি বা ক্ষেত্রমতো শহর কমিটি উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদনপ্রাপ্ত হইলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আবেদনে প্রদত্ত তথ্যাদির সঠিকতা ও যথার্থতা যাচাই করিবে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধনকরত তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র ইস্যু করিবার জন্য উক্ত কমিটির সভাপতি সদস্য সচিবকে নির্দেশ প্রদান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কমিটি কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৩) সদস্য সচিব উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্দেশনা প্রাপ্তির পর অনধিক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে–

(ক) ছবিসহ আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রেজিস্টারভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন করিবেন, যাহা কম্পিউটারে এন্ট্রি প্রদানকরত উহা একটি তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধির নিকট প্রাপ্তি স্বীকারপত্র রাখিয়া ফরম-৫ মোতাবেক একটি পরিচয়পত্র প্রদান করিবেন।

(৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র–

(ক) হারাইয়া গেলে যতদ্রুত সম্ভব উহা নিকটস্থ থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্তকরত ডুপ্লিকেট্ট পরিচয়পত্রের আবেদনসহ বিষয়টি সদস্য সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে; এবং

(খ) নষ্ট হইয়া গেলে যতদ্রুত সম্ভব উহার অনুলিপি ও ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্রের আবেদনসহ বিষয়টি সদস্য সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) সদস্য সচিব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র হারানো বা নষ্ট হইবার বিষয়ে অবগত হইলে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভাপতির অনুমোদনক্রমে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নামে ফরম-৫ মোতাবেক একটি ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র ইস্যু করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুযায়ী প্রত্যাখ্যানের কারণ অবহিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৭) জেলা কমিটি উপ-বিধি (৬) এর অধীন আপীল আবেদনপ্রাপ্তির অনধিক পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনে বিষয়টির উপর শুনানী গ্রহণ করিয়া আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপীলটি খারিজ করিবে।

(৮) সমাজসেবা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল বা অন্য কোনো সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসককে নির্দিষ্টকরণসহ প্রশিক্ষণ দান,

প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি প্রদান এবং উক্ত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। (১) কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করিলে অথবা কোনো কার্য দ্বারা কিংবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে বা আইনে উল্লিখিত কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি উক্তরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নিকট ফরম-৬ অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জেলা কমিটির নিকট কোনো ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হইলে উক্ত কমিটি প্রয়োজনে বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য উহার কোনো সদস্য বা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(৩) জেলা কমিটির কোনো সদস্য বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইলে তিনি বিষয়টি সরেজমিন অনুসন্ধানপূর্বক অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট তাহার রিপোর্ট দাখিল করিবেন, যাহাতে বিষয়টি প্রকৃত বিবরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করিবেন।

(৪) জেলা কমিটি উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুসন্ধান রিপোর্টপ্রাপ্তির পর প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার শুনানী গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্ট এবং উপ-বিধি (৪) এর অধীন গৃহীত শুনানী অন্তে বিষয়টি যথার্থ মর্মে জেলা কমিটির নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত কমিটি তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বৈষম্য দূর করিবার জন্য বা ক্ষেত্রমতো অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বৈষম্য দূর করা না হইলে বা ক্ষেত্রমতো অধিকার বাস্তবায়ন করা না হইলে জেলা কমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার প্রতি আদেশ প্রদান করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা উক্ত বিধিতে উল্লিখিত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(৮) জাতীয় নির্বাহী কমিটি উপ-বিধি (৭) এর অধীন আপীল আবেদনপ্রাপ্তির পর অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনে বিষয়টির উপর উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করিয়া আপীলকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে অথবা তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপীলটি খারিজ করিবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন প্রদত্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(১০) এই বিধির অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশপ্রাপ্ত হইলে দায়ী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

তফসিল ফরম-১

[বিধি ৩(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা/ শহর কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

উপজেলা কমিটি/ শহর কমিটির নাম :

জেলা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

সিটি কর্পোরেশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

পৌরসভা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

শহর এলাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

কার্যক্রমের সময়কাল :

প্রতিবেদন উপস্থাপনের তারিখ :

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য :

(ক) সর্বমোট অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা :

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত) :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ :

ক্রমিক	সদস্যদের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের সংখ্যা :

(ক) উপজেলা/শহর কমিটির আওতাধীন এলাকায় নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা :

ধরন	পুরুষ (১৮-উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮-উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮-নিম্ন)	মেয়ে (১৮-নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) পরিচয়পত্র প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা:

৩। সম্পত্তি দেখাশুনা করতে অসমর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ:

৪। আইনের ধারা ৩০ অনুযায়ী কমিটির কোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলি উহার কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

৫। জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব বা কার্যাবলী সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য:

৬। বিবিধ:

সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল

নাম:

স্বাক্ষর:

তারিখ:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা/শহর কমিটি

ফরম-২

[বিধি ৩(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

জেলা কমিটির নাম :

জেলা :

কার্যক্রমের সময়কাল :

প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ :

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য :

(ক) সর্বমোট সম্পন্ন সভার সংখ্যা :

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত) :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			
৬।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ:

ক্রমিক	সদস্যদের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		

২। অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা :

(ক) জেলার আওতাধীন এলাকায় অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ধরন ও সংখ্যা :

ধরন	পুরুষ (১৮-উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮-উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮-নিম্ন)	মেয়ে (১৮-নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					

শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থা:

ক্রমিক	প্রাপ্ত অভিযোগ	জেলা কমিটি কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			

৩। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠনের, কার্যাবলির সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

৪। আইনের ধারা ৩০ অনুযায়ী কমিটির কোন দায়িত্ব ও কার্যাবলি উহার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে অর্পণ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ:

৫। জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য:

৬। জেলার অন্তর্গত উপজেলা ও শহর কমিটিসমূহের প্রতিবেদন (সংকলিত) :

৭। বিবিধ:

সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল

নাম:

স্বাক্ষর:

তারিখ:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

ফরম-৩

[বিধি ৩(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের ছক

কার্যক্রমের সময়কাল :

প্রতিবেদন জমা প্রদানের তারিখ :

১। কমিটির সভা সম্পর্কিত তথ্য :

(ক) সর্বমোট অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা :

(খ) সভাসমূহে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অবস্থা (বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন এবং কারণসহ অবাস্তবায়িত) :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			
৬।			

(গ) সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের উপস্থিতির বিবরণ

ক্রমিক	সদস্যদের নাম ও পদবি	উপস্থিত সভার সংখ্যা
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		
৬।		

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের অবস্থা :

(ক) সমগ্র দেশে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বমোট সংখ্যা (সকল জেলার তথ্য অনুযায়ী) :

ধরন	পুরুষ (১৮-উর্ধ্ব)	মহিলা (১৮-উর্ধ্ব)	ছেলে (১৮-নিম্ন)	মেয়ে (১৮-নিম্ন)	মোট
অটিজম বা অটিজমস্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি					
শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
সেরিব্রাল পলিসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
ডাউন সিনড্রোমজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					

বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি					
অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তি					
মোট					

(খ) সমগ্র দেশে পরিচয়পত্র প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বমোট সংখ্যা (সকল জেলার তথ্য অনুযায়ী):

৩। আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী আপিল আবেদন প্রাপ্তি, শুনানী এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত:

ক্রমিক	আবেদন প্রাপ্তির সংখ্যা	শুনানীর সংখ্যা	নিস্পত্তির সংখ্যা	ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিমান
১।				
২।				

৪। আইনের ধারা ২০ (ক) অনুযায়ী সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি, নির্দেশনা ও পরামর্শ যথাযথ বাস্তবায়ন বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ:

ক্রমিক	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত না হইলে কারন	মতামত
১।				
২।				
৩।				

৫। সরকার বা জাতীয় সমন্বয় কমিটি নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পাদন সম্পর্কিত তথ্য:

৬। সকল জেলা কমিটিসমূহের প্রতিবেদন (সংকলিত):

৭। বিবিধ:

সভাপতির নাম, স্বাক্ষর ও সীল

নাম :

স্বাক্ষর :

তারিখ :

প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি

আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি ছবি ১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত

ফরম-৪

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন

বরাবর
সভাপতি
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি/ শহর কমিটি
উপজেলা :..... (উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে)
শহর সমাজসেবা কার্যক্রম .....(শহর কমিটির ক্ষেত্রে)
জেলা :
বিষয় : প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যাবলী

১। প্রতিবন্ধি ব্যক্তির নাম (বাংলায়) :.....,,.....
(ইংরেজীতে) :.....
২। পিতা/ স্বামীর নাম :.....
৩। মাতার নাম :.....
৪। অভিভাবকের নাম :.....
৫। বর্তমান ঠিকানা :.....,.....
৬। স্থায়ী ঠিকানা : .....
৭। জন্ম তারিখ:

দি	ন	মা	স	ব	ৎ	স	র

৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা : .....
৯। পেশা বা জীবিকা : .....
১০। ধর্ম : .....
১১। জাতীয়তা : .....
১২। লিঙ্গ (টিকা দিন) : পুরুষ ( ) / স্ত্রী ( )
১৩। প্রতিবন্ধিতার ধরন : .....
১৪। প্রতিবন্ধিতার কারণ : জন্মগত/দুর্ঘটনা/অসুস্থতা/ভুল চিকিৎসা/অন্যান্য (নির্দিষ্ট কারণ) .....
১৫। পরিবারে আর কোনো প্রতিবন্ধী সদস্য আছেন কি-না ? .....
১৬। কোনো ধরনের সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন কি-না ? (হুইল চেয়ার, ক্রাচ, সাদাছড়ি ইত্যাদি) .....
১৭। চলাচলে সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় কি-না ? .....
১৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচিতি নম্বর (প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ জরিপ-২০১৩ অনুযায়ী) (যদি থাকে)

১৯। জাতীয় পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে) :

২০। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহণ করেন কি-না ? (হ্যাঁ / না) : .....

২১। শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণ করেন কিনা ? (হ্যাঁ / না) : .....

আবেদনকারীর তথ্যাবলী (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্যতীত তাহার মাতা, পিতা, বৈধ বা আইনানুগ অভিভাবক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন কর্তৃক আবেদনের ক্ষেত্রে) :

১। ব্যক্তি সংগঠনের নাম :

২। পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৩। মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): .....

৪। জাতীয় পরিচিতি নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৬। ঠিকানা :

৭। মোবাইল ফোন নম্বর :

এই ফরমে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সম্পূর্ণ সত্য।

আবেদনকারীর নাম :

স্বাক্ষর/টিপসহি :

ফোন :

চিকিৎসকের প্রত্যয়ন

জনাব/বেগম ..... কে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহার রক্তের গ্রুপ : .....।
তিনি ..... প্রতিবন্ধী এবং তাহার প্রতিবন্ধীতার মাত্রা : .....।

চিকিৎসকের নাম :

পদবি :

কর্মস্থলের নাম :

বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন নম্বর :

মোবাইল ফোন নম্বর :

স্বাক্ষর :

তারিখ :

দাপ্তরিক সিল :

ফরম-৫

[বিধি ৪(৩)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্রের নমুনা

সম্মুখ পৃষ্ঠা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্র	পশ্চাৎ পৃষ্ঠা পরিচয়পত্রটি হস্তান্তরযোগ্য নয়। বৈধ ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ থানায় জমা দিন।
ছবি নাম : (বাংলা) : (ইংরেজী) : পিতার নাম : মাতার নাম : জন্ম তারিখ : প্রতিবন্ধিতার ধরন : পরিচিতি নম্বর :	ঠিকানা : ---------- প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর : প্রদানের তারিখ (বারকোড)

ফরম-৬
[বিধি ৫(১) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত

অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিযোগ এবং ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তির আবেদন

১। আবেদনকারীর নাম :.....

২। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন নম্বর :.....

৩। ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর :.....

৪। যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ :.....

৫। আইনে বর্ণিত কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বা আইনের বর্ণনা অনুযায়ী প্রতি কোন ধরনের বৈষম্য করা হয়েছে? ..

.....

৬। কীভাবে অধিকার হইতে বঞ্চিত বা বৈষম্য করা হইয়াছে? .....

৭। অধিকারপ্রাপ্তি বা বৈষম্য প্রতিরোধে কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়ছিল? .....

৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কীভাবে দায়ী?.....

৯। অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার/বৈষম্য করিবার ফলে কী ক্ষতি হইয়াছে? .....

১০। উক্ত ক্ষতির কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করেন কি-না?.....

১১। ক্ষতিপূরণ দাবির সপক্ষে বক্তব্য পেশ করুন.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

( )

(আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপযুক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিত হইবে) .....

.....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
নিরঞ্জন দেবনাথ
উপসচিব (প্রশা-৫ অধিঃ)।

সংযুক্তি – ০৪

জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল দায়ের করার নমুনা ফরম

জাতীয় নির্বাহী কমিটির নিকট আপীল দায়ের করার নমুনা ফরম

বরাবর

সভাপতি

জাতীয় নির্বাহী কমিটি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১। আপীলকারীর নাম : .....

২। ঠিকানা (যোগাযোগের জন্য সহজ মাধ্যমসহ) : .....

৩। আপীলকারীর প্রতিবন্ধিতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : .....

৪। আপীলকারীর প্রতিবন্ধিতার ধরন: ..... বয়স ..... লিঙ্গ .....

৫। আপীলের তারিখ : .....

৬। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তাহার কপি (যদি থাকে) : .....

৭। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) : .....

.....

৮। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : .....

৯। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : .....

১০। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি বা ভিত্তি : .....

১১। অন্য কোনো তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারীর ইচ্ছা পোষণ করেন :.....

.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনের তারিখ .....

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আপীলে বর্ণিত হেতুসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

সংযুক্তি – ০৫

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের মাধ্যমে মামলা দায়েরের নমুনা সম্মতিপত্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠনের মাধ্যমে মামলা দায়েরের নমুনা সম্মতিপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী : .....,

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : .....

প্রতিবন্ধী পরিচয় নম্বর : .....

ঠিকানা গ্রাম/সড়ক : .....

পোস্ট : .....

থানা : ..... উপজেলা : .....

জেলা : ..... একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। আমার প্রতিবন্ধিতার কারণে আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারায় উল্লিখিত আমার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য অপারগ হওয়ায় উক্ত আইনের ৩৮ ধারায় প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করিয়া, ...

ঠিকানা ..... প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংগঠনকে আমার পক্ষে মামলা দায়ের করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিলাম।

এই সম্মতিবলে উক্ত সংগঠন এই মামলায় আমার স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনে যাহা কিছু করিবার প্রয়োজন তাহা করিবেন এবং মামলার প্রয়োজনে সকল অভিযোগপত্র, দরখাস্ত এবং আপীলসহ মামলার সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সকল কাগজপত্রে আমার পক্ষে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংগঠন বা তাহার প্রতিনিধি সহি/স্বাক্ষর সম্পাদন করিবেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বাক্ষর এবং তারিখ

সংযুক্তি – ০৬

অভিযোগকারী প্রতিবন্ধীব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য এবং অভিযোগ (ডিপিও কর্তৃক) সংরক্ষণের নমুনা ফরম

অভিযোগকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য এবং অভিযোগ (ডিপিও কর্তৃক) সংরক্ষণের নমুনা ফরম

অভিযোগকারীর নাম : .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : .....

প্রতিবন্ধী সনদ নম্বর : .....

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং :

পোস্ট :

থানা :

উপজেলা :

জেলা :

মোবাইল নম্বর:

স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং :

পোস্ট :

থানা :

উপজেলা :

জেলা :

ই-মেইল নম্বর :

ধর্ম : জাতিসত্তা : বয়স : বৈবাহিক অবস্থা :

শিক্ষা : পেশা : মাসিক আয় : জমির পরিমাণ :

প্রতিবন্ধিতার ধরন : শারীরিক/ মানসিক/ শ্রবণ/ দৃষ্টি/ বাক/ বুদ্ধি/সেরিব্রাল পালসি/ ডাউন সিনড্রোম/ অটিজম/ বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (টিক দিন)।

অভিযোগ .....

স্বাক্ষর/টিপসহি

তারিখ

সংযুক্তি – ০৭

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র

ফরম 'ক'

তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

.....

(নাম ও পদবি

ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা),

..... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম : .....

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

স্থায়ী ঠিকানা : .....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও

মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) : .....

২। কী ধরনের তথ্য : .....

(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী : .....

(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি)

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা : .....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর

নাম ও ঠিকানা : .....

_____

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনের তারিখ.....

*তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্য ও মূল্য পরিশোধযোগ্য।

সংযুক্তি – ০৮

তথ্য প্রাপ্তির আপীল আবেদন

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবি)

ও আপীল কর্তৃপক্ষ,

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা
(যোগাযোগের জন্য সহজ মাধ্যমসহ) : .....

২। আপীলের তারিখ : .....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তাহার কপি (যদি থাকে)
: .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)
: .....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : .....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ) : .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি বা ভিত্তি : .....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন : .....

৯। অন্য কোনো তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারীর ইচ্ছা পোষণ করেন
: .....

আবেদনের তারিখ.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

সংযুক্তি – ০৯

তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ফরম

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়ের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান -৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং : .....

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : .....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ : .....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে
তাহার নাম ও ঠিকানা : .....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশিত করা যাইবে)
: .....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : .....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : .....

৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তেব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)
: .....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছে যে, এই অভিযোগ বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

সংযুক্তি – ১০

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের ফরম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : চেয়ারম্যান- ৫৫০১৩৭১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য- ৫৫০১৩৭১৫, সচিব- ৫৫০১৩৭১৭
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd ওয়েব : www.nhrc.org.bd

অভিযোগ দায়েরের ফরম

(ক) অভিযোগকারী সম্পর্কিত তথ্য

(১) নাম

(২) পিতার নাম (৩) মাতার নাম

(৪) ঠিকানা গ্রাম/মহল্লা থানা

জেলা ফোন

ই-মেইল জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

সংগঠনের নাম

(প্রযোজ্য হলে)

(৫) লিঙ্গ পুরুষ নারী অন্যান্য

(৬) ধর্ম/উপজাতি/ক্ষুদ্র

জাতিসত্তা/নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়/বিশ্বাস, ইত্যাদি

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই অভিযোগকারী কি? হ্যাঁ / না

(১) নাম

(২) পিতার নাম (৩) মাতার নাম

(৪) ঠিকানা গ্রাম/মহল্লা থানা

জেলা ফোন

ই-মেইল জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

সংগঠনের নাম

(প্রযোজ্য হলে)

(৫) লিঙ্গ পুরুষ নারী অন্যান্য

(৬) ধর্ম/সংখ্যালঘু সম্প্রদায়/বিশ্বাস ইত্যাদি

(৭) প্রতিবন্ধী কি-না:- হ্যাঁ না

(৮) প্রতিবন্ধী হইলে তাহার ধরন :-

(গ) যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :-

(১) তারিখ ..... সময় .....

(২) ঘটনাস্থল :- গ্রাম/এলাকা/ওয়ার্ড :

(৩) থানা ..... জেলা ..... বিভাগ .....

(৪) প্রত্যক্ষদর্শী/ সাক্ষী (যদি থাকে) .....

(৫) ঘটনার বিবরণ : .....

.....

.....

(৬) বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে কোনো আদালতে মামলা হয়েছে কি- হ্যাঁ ..... না .....

(৭) শৃঙ্খলা-বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি- হ্যাঁ ..... না .....

(৮) শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য হলে বাহিনীর নাম ..... অবস্থান ..... পদবি .....

(৯) যে প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়েছে .....

আমি ..... অভিযোগকারী এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত সকল তথ্য ও বিবরণ আমার জ্ঞান ও জানামতে সত্য।

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর

[দ্রষ্টব্য : প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে এবং যে কোনো প্রামাণিক দলিলপত্র, ম্যাপ, ছবি, অডিও বা ভিডিও ক্লিপ, ডাক্তারি সনদ ইত্যাদি সংযুক্ত করা যাইতে পারে।]